দুঃসাহসী গ্রাহাম

ডাকিনী পাহাড়ের রহস্য

স্পাইডার কমিকস্

Menoka

দুঃসাহসী গ্রাহাম

ডাকিনী পাহাড়ের রহস্য
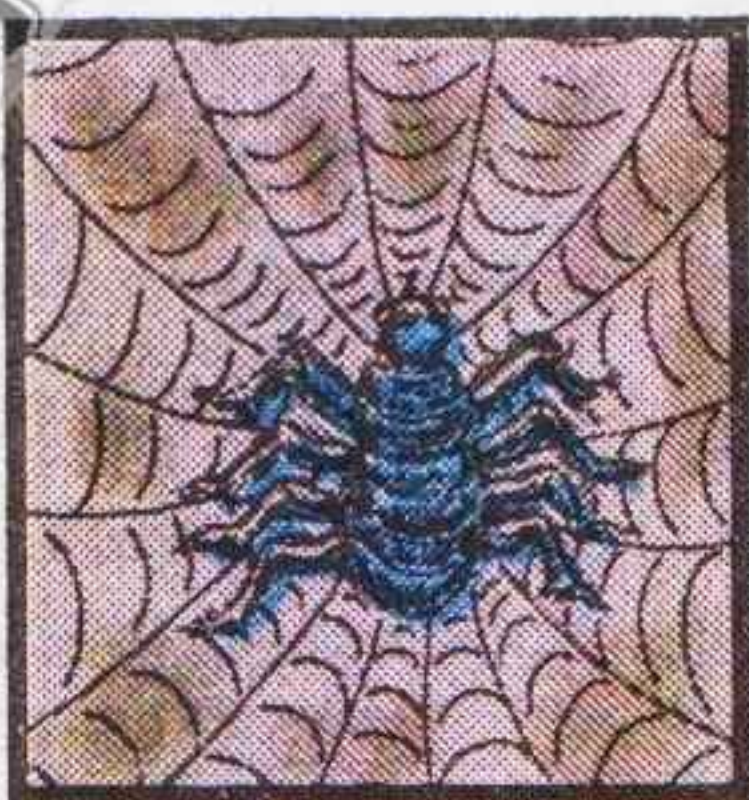
স্পাইডার
কমিকস্

মেনকা পাবলিশার্স

The First Issue Of **SPIDER COMICS**
' DAKINI PAHARER RAHASHYA '
Released On **1st September (Subha Janmastami)**
Published by Editor ***Kamales Das.***

স্পাইডার কমিকস্ - সিরিজ এক
"ডাকিনী পাহাড়ের রহস্য"

প্রকাশকাল
১লা সেপ্টেম্বর ২০১০ (শুভ জন্মাষ্টমী)

সম্পাদক
কমলেশ দাস

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সমরেশ দাস
সায়ন দাস

কাহিনী
অমলেশ দাস

অঙ্কন
কমলেশ দাস
কালিপদ দাস

সম্পাদক কমলেশ দাস
পালবাড়ী (দেশপ্রান পল্লী), গণপতিনগর, থানা কোতয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর -৭২১১০১
থেকে প্রকাশিত এবং সেনকা[illegible]নোআর্ট এণ্ড অফসেট প্রিন্টার্স, পালবাড়ী, পশ্চিম মেদিনীপুর হইতে মুদ্রিত।
দূরভাষ - ৯৭৩২৭৫৪৭০৭

মূল্য - ৬০.০০

নদীর জলে বাক্সের ওপর একটা লোক ভেসে

যাই, ওদের গিয়ে খবরটা দেই, লোকটা বেঁচে আছে মনে হয়......

সর্দারকে খবর দিতে দৌড় লাগালো

তোরা - ঐদিকে দৌড়ে যা। নদীর তীরে একটা লোক জলে ভেসে এসেছে।

চল্‌ত, দেখে আসি।

ঐ .... জলদস্যুদেরই কেউ নয় তো ?

জ্যান্ত পেলে ভালো হোতো ...

তোরা দেরি না করে তাড়াতাড়ি যা। আমি গিয়ে সর্দারকে খবরটা দেই।

তাড়াতাড়ি গিয়ে ওদের খবরটা দেই
!
ঐ..... ঐদিকে নদীরজলে একটা অজানা লোকের দেহ ভেসে আছে।
ওরে .... তোরা দৌড়ে আয় .....
?
?
!

চল্‌তো দেখি

জলটা কাঁপছে, মনেহয় লোকটা বেঁচে আছে

তোরাও নদীর পাড়ে যা, আমি সর্দারকে খবরটা দেই ।

এটা ঐ সর্দারটা নয়তো

তাড়াতাড়ি না তুললে মরে যাবে ।

খুড়ো একটা লোক জলে ভেসে নদীর পাড়ে ঠেকেছে ।

শয়তানরা আমাদের ওপর কম অত্যাচার করে । আমরাও ছাড়বোনা ।

যা - ঐ ডাকিনী পাহাড়ের ওপর নিয়ে যা

ঐ ডাকিনী পাহাড়ে আর কত বলি
– চড়ালে আমাদের শান্তি দেবে
কে – জানে ?

" ডাকিনী পাহাড় "

পথ, যেন
শেষ হয় না ···

আমাদের চিরশত্রু – র
একজন জলে ভেসে
এসেছে।

!

অবশেষে সর্দারের বাড়ির ফটকে এসে পৌঁছল

এই সময় সর্দারকে বাড়িতে কি পাব ?

ঐতো .... সর্দার বসে আছে।

সর্দার

!!

আমাদের শত্রুদেরই একজন জলে ভেসে এসেছে, মনেহয় বেঁচে আছে।

আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, তার আগে তোরা জল থেকে তুলে সোজা ডাকিনী পাহাড়ের ওপর নিয়ে যা ....

ভেসে আসা আগন্তুক-কে জল থেকে তোলা হল

ওকে বাঁচিয়ে রাখবি। রাতের অতিথিদের খাওয়াবো।

তোরা তাড়াতাড়ি দড়ি ও লাঠি নিয়ে আয়।

সোজা ঐ পথে ডাকিনী পাহাড়ের ওপর নিয়ে যা।

সারা জীবন দাসত্ব করেছি, আজকে ব্যটাকে জ্যন্ত খাওয়াবো।

ডু–ডু–ম–ডু–ম
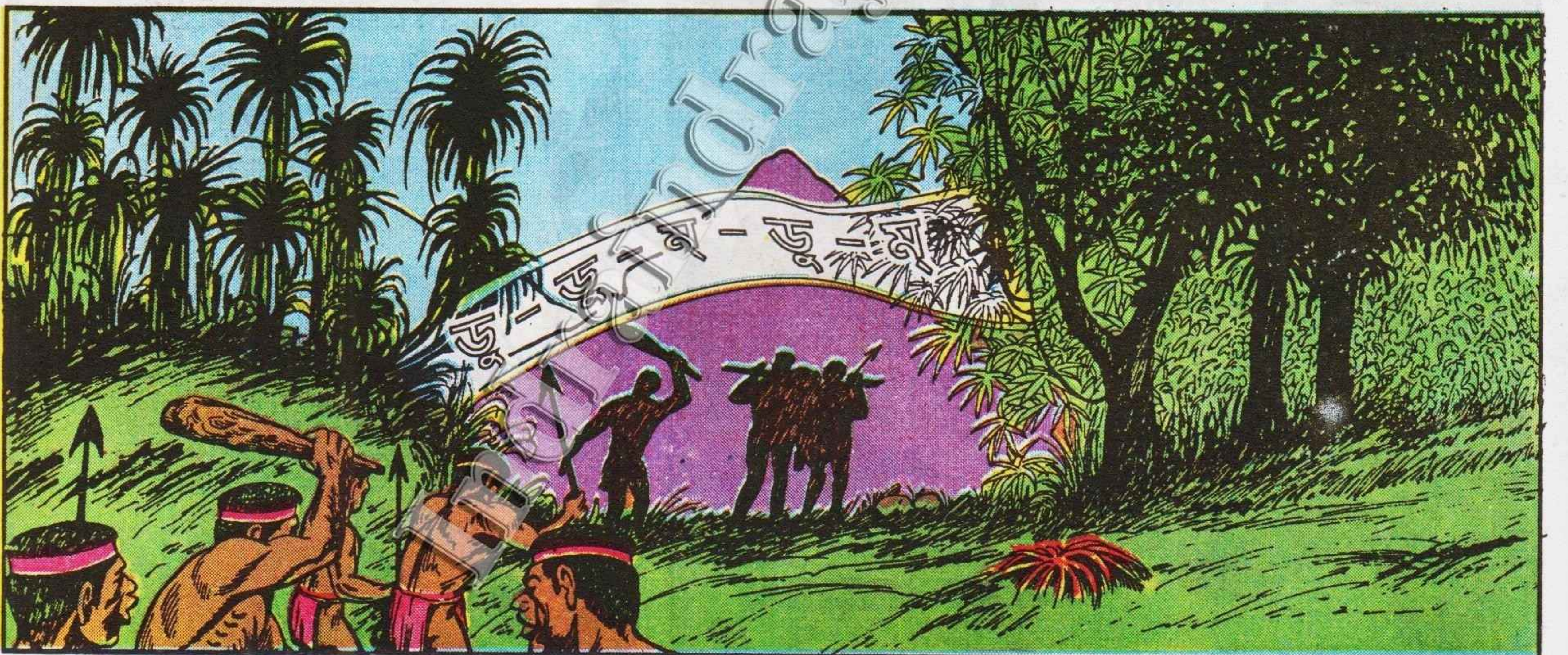
লন্ডনের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ডেভিড ও গ্রাহামের নিখোঁজ হোয়ার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ।

বিখ্যাত ব্যবসায়ী মি. টেলার ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু পিটার গ্রাহামের ছেলে মহাশুন্যে নিখোঁজ ।

!

মারিয়া প্রথম খবরটা T.V. তে দেখে জুলিকে জানায়

আমিতো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না ।

দুজনে একসাথে খবরটা বার বার T.V. -তে দেখতে লাগলো ।

খবরটা এখুনি টেলার আঙ্কেলকে জানাতে হবে ।

মি. টেলার খবরটা শুনে দু:খে মর্ম্মাহত হয়ে পড়লেন
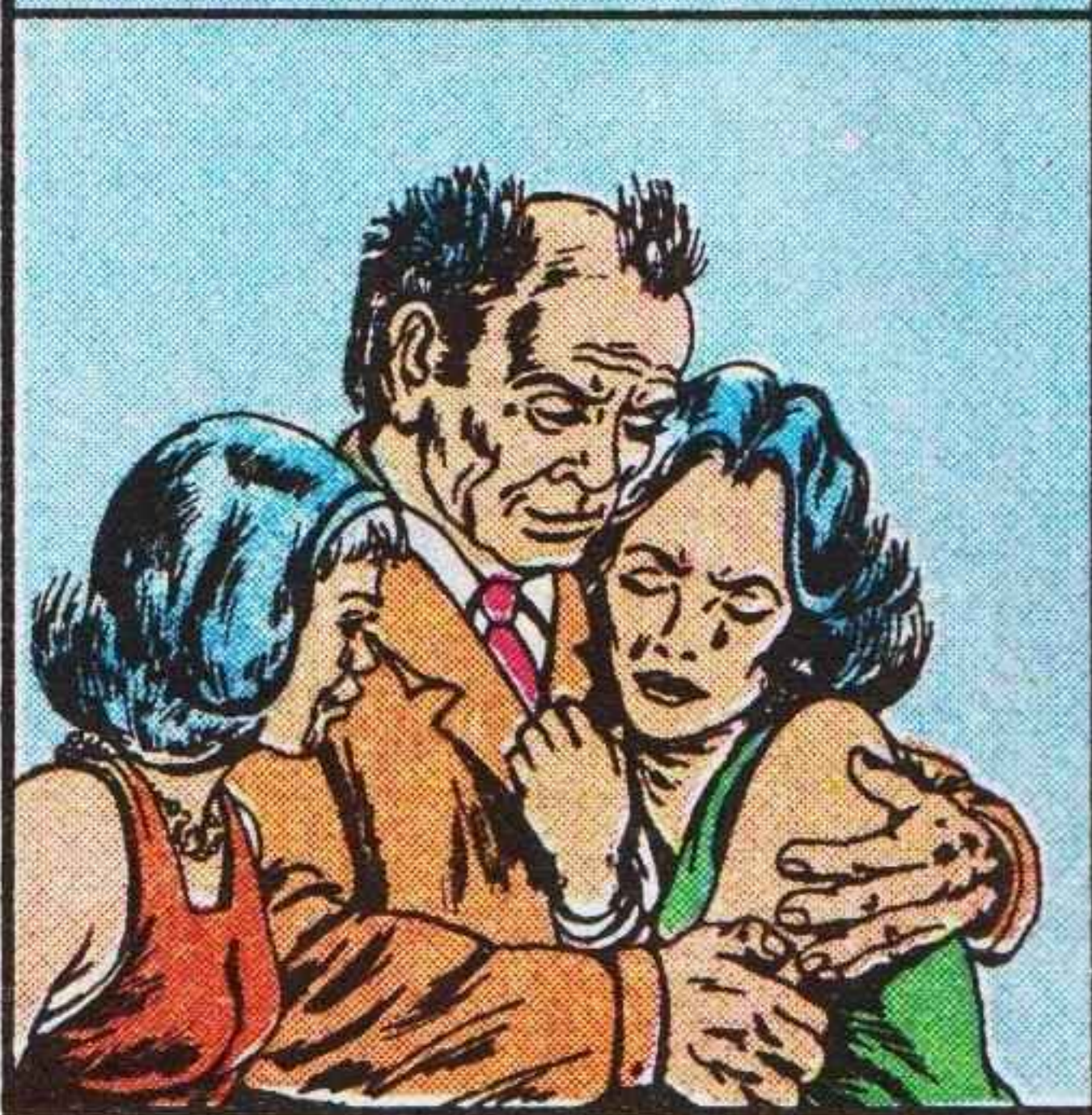
এতটুকুও সময় নষ্ট না করে মি. টেলার লন্ডন পুলিশকে সবকিছু জানালেন ।

হ্যালো হেড কোয়াটার, আমি মি. টেলার বলছি . .

স্যার হাঁ, আমি লন্ডন পুলিশচিফ্ বলছি

পুলিশচিফ্ তৎখনাৎ খোঁজ খবর -এর জন্য লোক পাঠালেন, উত্তর ও মধ্য আফ্রিকার দেশগুলোতে ।

এখুনি তৈরি হও । এটাতে আমাদের দেশের সম্মান জড়িয়ে পড়েছে

হাঁ, স্যার . .

পুলিশচিফ্ মি. টেলারের কাছ থেকে সব খবর নিয়ে নিজেই তত্ত্বাবধান করলেন।

সব জায়গায় খোঁজ-খবর নেবেন।

খবরটা দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে গেল

দৈনিক ইউরেকা

দুই বন্ধুর রহস্যময় উধাও
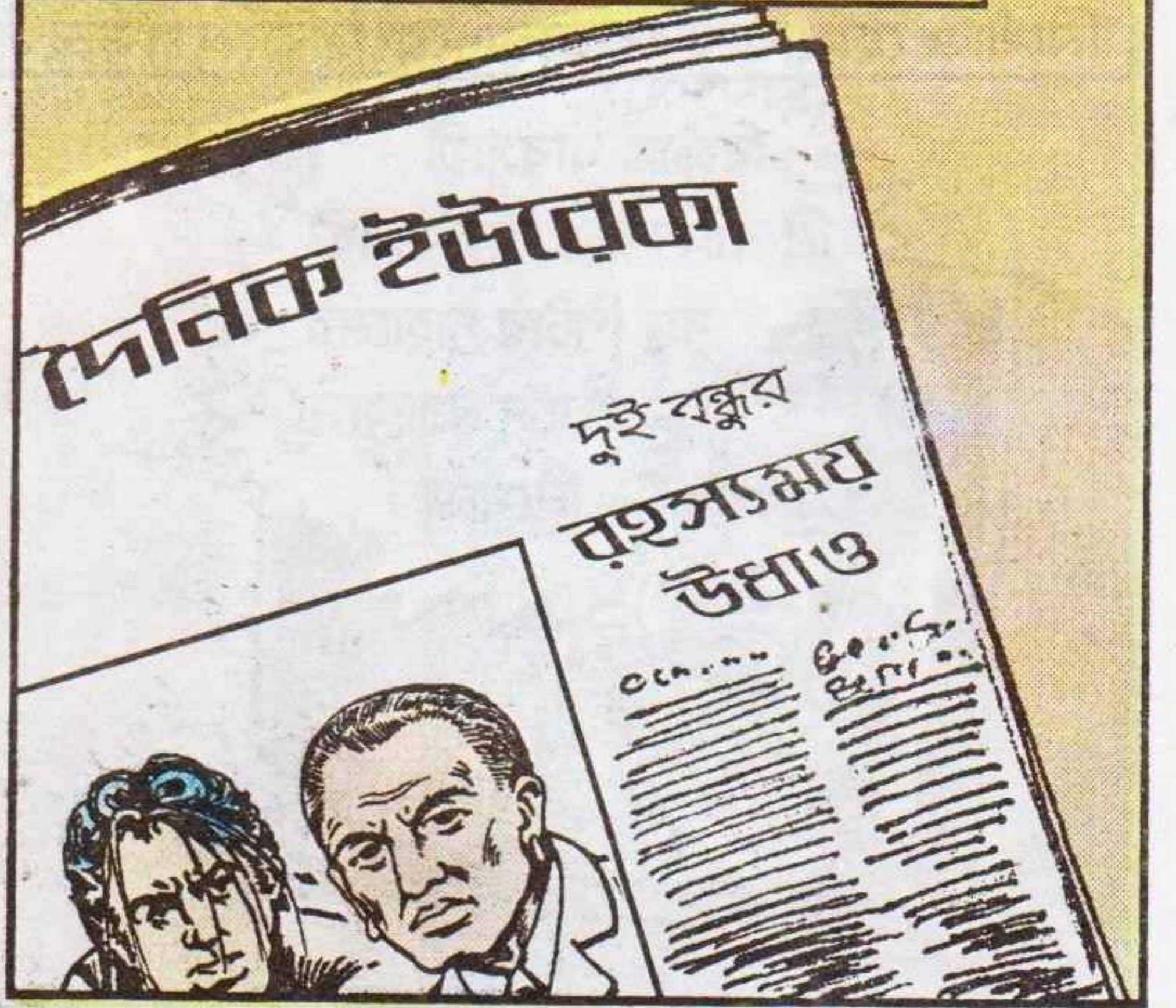
মিসেস্ গ্রাহাম, আমি মি. টেলার বলছি, আপনি কি বাড়িতে আছেন ? স্বাক্ষাতেই একটা কথা বলতে চাই।

ভেঙে পড়বেন না। আমি সব রকম খোঁজ-খবর নিচ্ছি, খবর পেলেই আগে জানাব।

সব-ই আমার ভাগ্য

আমি এখন চল্লাম। বেশী দুঃশ্চিন্তা করবেন না।

মিসেস গ্রাহাম পিটার গ্রাহামকে খবরটা দিতেই পিটার দুঃখে ভেঙে পড়লেন।

নিজে সারা জীবন জেলে কাটাচ্ছি ...

এবার ছেলেটাও নিখোঁজ হল ! ওহ্...... আর ভাবতে পারছিনা।
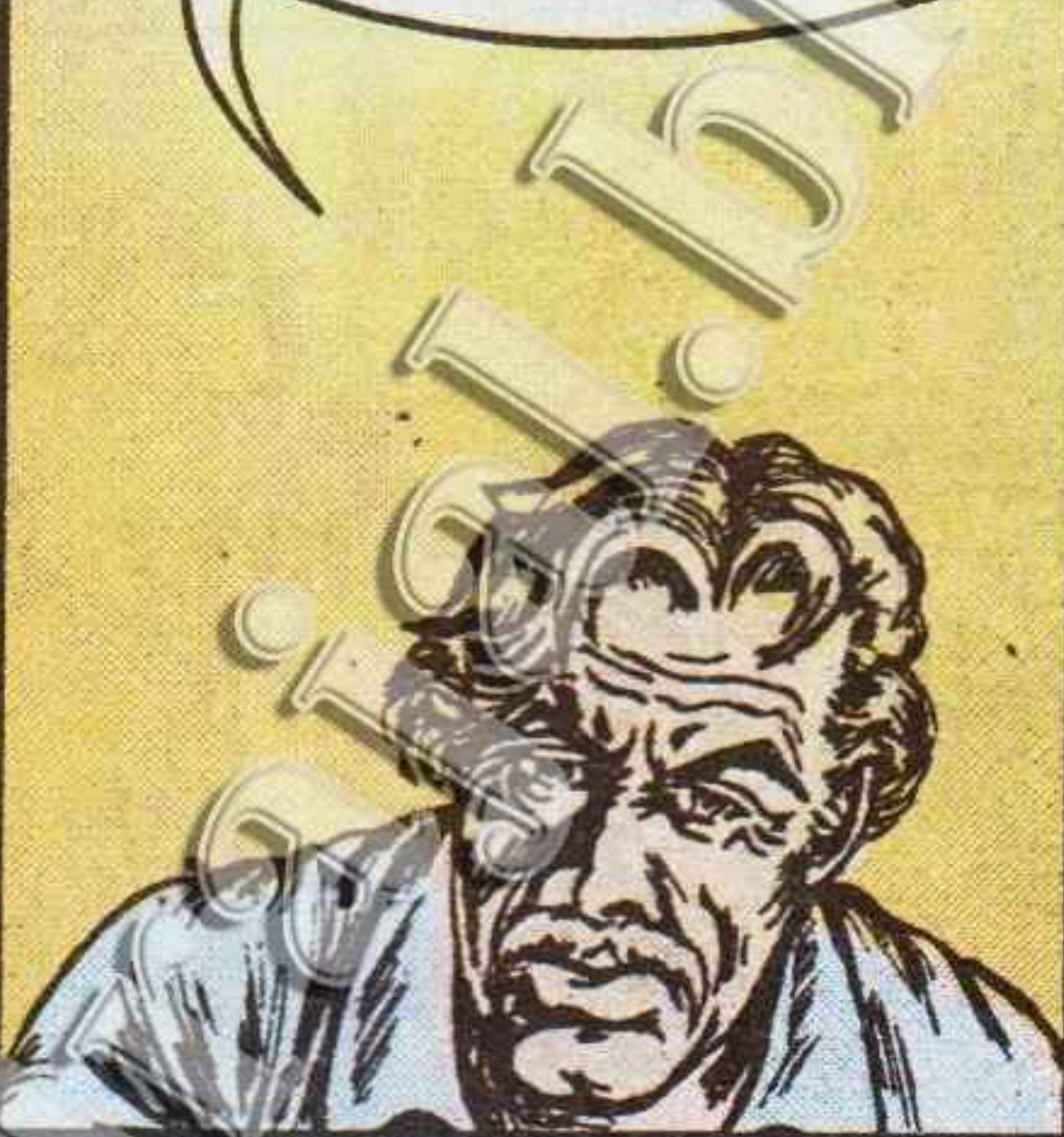
কয়েকদিন বাদে

তবে কি ... ওদের কোনো খবর পাওয়া গেল না

মি. টেলার আমি অত্যন্ত দুঃখিত

মি. টেলার নিজেও দুঃখে ভেঙে পড়লেন।

লণ্ডন শহরের কোনায় কোনায় খবরটা ছড়িয়ে পড়ায় শহরের মানুষেরা পুলিশের দিকে বাঁকা চোখে দেখতে লাগলো।
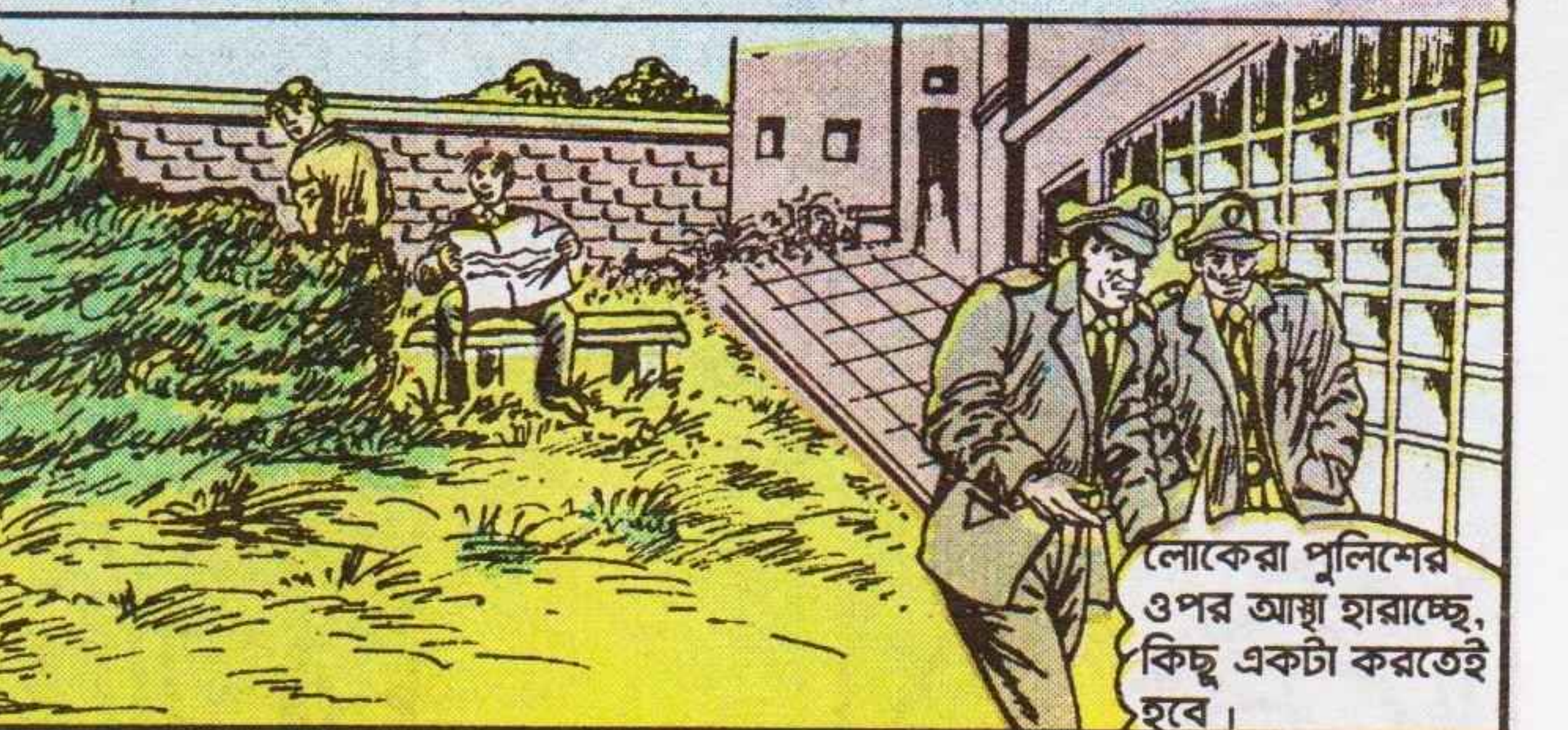
লোকেরা পুলিশের ওপর আস্থা হারাচ্ছে, কিছু একটা করতেই হবে।

এদিকে নাইরোবির জঙ্গলে ডাকিনী পাহাড়ের পথে

ব্যটাকে জ্যান্ত বলি দেব।

না ,সর্দারের হুকুম আছে রাতের অতিথিদের জ্যান্ত খাওয়াবে।

অনেক দিনের পর একটাকে জ্যান্ত ধরতে পেরেছি

মাটিতে ফেলতেই গ্রাহামের জ্ঞান ফিরে এল

আমাদের ডাকিনী মায়ের কাছে খুটিতে বেঁধেদে

তোরা আমাদের ওপর প্রচুর ধোঁয়ানল চালাস্, আজ তার জবাব দেব।

এ –আমি কাদের খপ্পরে পড়েছি।

ওকে নিয়ে গিয়ে ডাকিনী মায়ের ঐ খুঁটিটাতে বেঁধেদে, যেন পালাতে না পারে।

সেটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না , সেটা আমাদের ওপর ছেরেদিন।

এইভাবে বাঁধা থাক, সূর্যডোবার সময় হয়েছে । আর কিছুক্ষন পরেই আমাদের রাতের অতিথিরা ওর আপ্যায়নে ব্যস্ত হবে।

সর্দার এই লোকটাকে জলদস্যুর লোক বলে মনে হচ্ছে না। ওর চোখে মুখে সেই হিংস্রতা নেই

খুড়ো তুমি চিনতে ভূল করছো। ব্যটা এখন ধরাপড়ে গিয়ে বোকা বানার ভান করছে।

আফ্রিকান সিংহ বটে। এ ব্যাটা কি আমাকে পাহারা দেবে, না ওর মনিবের সাথে পালাবে ?

ডেভিডটা মরে গিয়ে বেঁচে গেছে। এত জ্বালা সহ্য করতে হয়নি।

আমার কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে 'ও' ঐ দস্যুদের কেউ নয় .....

খুড়ো চিন্তা করছো কেন? আমাদের দেবতা সঠিক বিচার করেন।

সর্দার অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু বাক্সটা ভাঙতে পারলাম না।

বাক্সটা ঐ দূরের খাদে ফেলেদে, ওটা আমাদের কোন কাজে লাগবে না।

গ্রাহাম ডাকিনী পাহাড়ে সন্ধের পরিবেশে একা দাঁড়িয়ে নানা কথা ভাবতে লাগলো
আমি ও ডেভিড্ বেড়াতে যাচ্ছি, সঙ্গে মারিয়া ও জুলিকে নিয়ে যেতে চাই।
মিঃ রিচার্ড-এর বাড়িতে
না, তা হবে না···
জুলিকে নিয়ে যাচ্ছি ···। আপনি ওকে বাধা দেবেন না, ফিরে এসেই আমি ওকে বিয়ে করব।
তাই, নাকি ?
না আমার মেয়েকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না, এবং একটা জেল-কয়েদির ছেলের সঙ্গে বিয়েও দেব না।
ফিরে এসে এর উত্তর দেব। এবং আপনি কি ভাবে রাতারাতি কটিপতি হয়ে ছিলেন ?
বাবা আমাকে সব বলেছে। সুধু জুলির বাবা বলে আমি এতদিন মুখ বন্ধ রেখেছিলাম, এবার সব কথা লন্ডন পুলিশকে জানাবো।
সে সুযোগ আর পাবে না
মা, আমি আর ডেভিড্ বেড়াতে যাব। মারিয়া ও জুলি কেউই যাচ্ছে না, কোন দুঃশ্চিন্তা কোরো না।
মারিয়া, জুলির বাবাকে আজ খুব ধমক দিয়ে এসেছি। হয়তো জুলি মনে কষ্ট পেয়েছে, ব্যাপারটা পরে তুমি একটু বুঝিয়ে দেবে
ওটা নিয়ে চিন্তা কোরো না, আমি ওকে ঠিক বুঝিয়ে দেব ····
এয়ার পোর্ট
তোমাদের যাত্রা শুভ হোক
ডেভিড্ ও গ্রাহাম প্রাইভেট্ প্লেনে শিকারের উদ্দেশ্যে মহাকাশে ভেসে গেল।
মেঘের মধ্যেদিয়ে ভেসে জেতে দারুন লাগছে
এই অনুভূতির কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার নয় ···
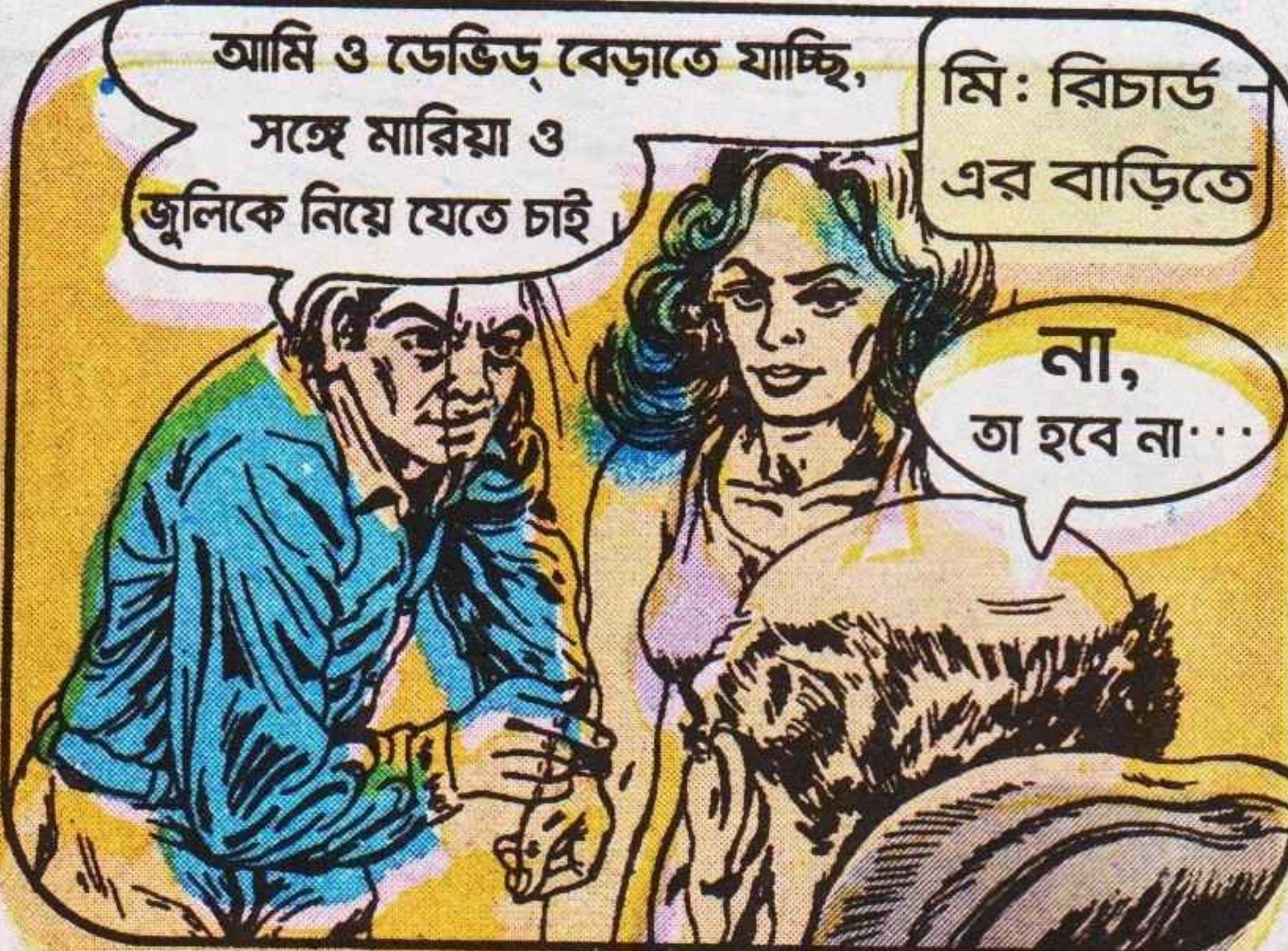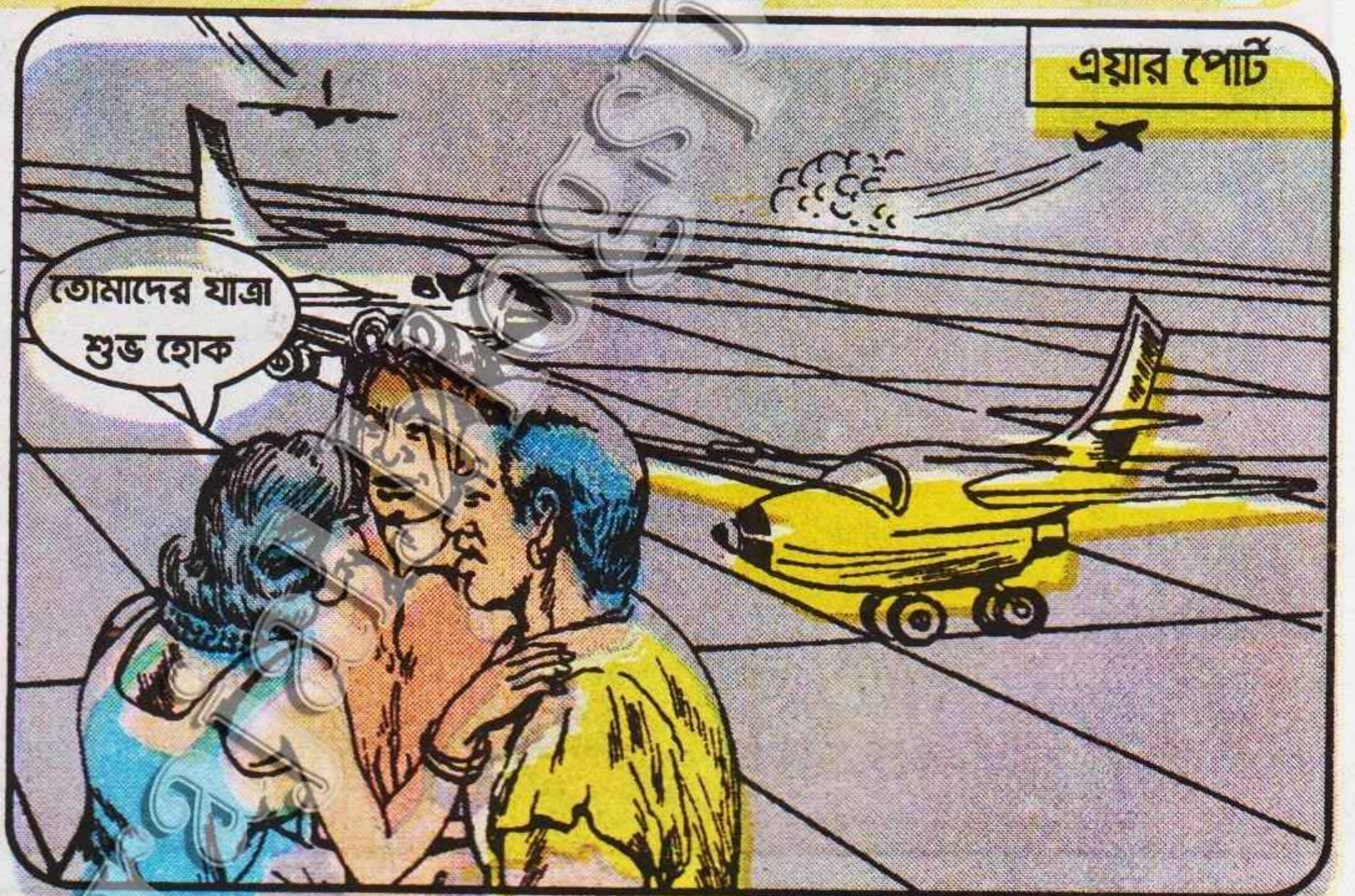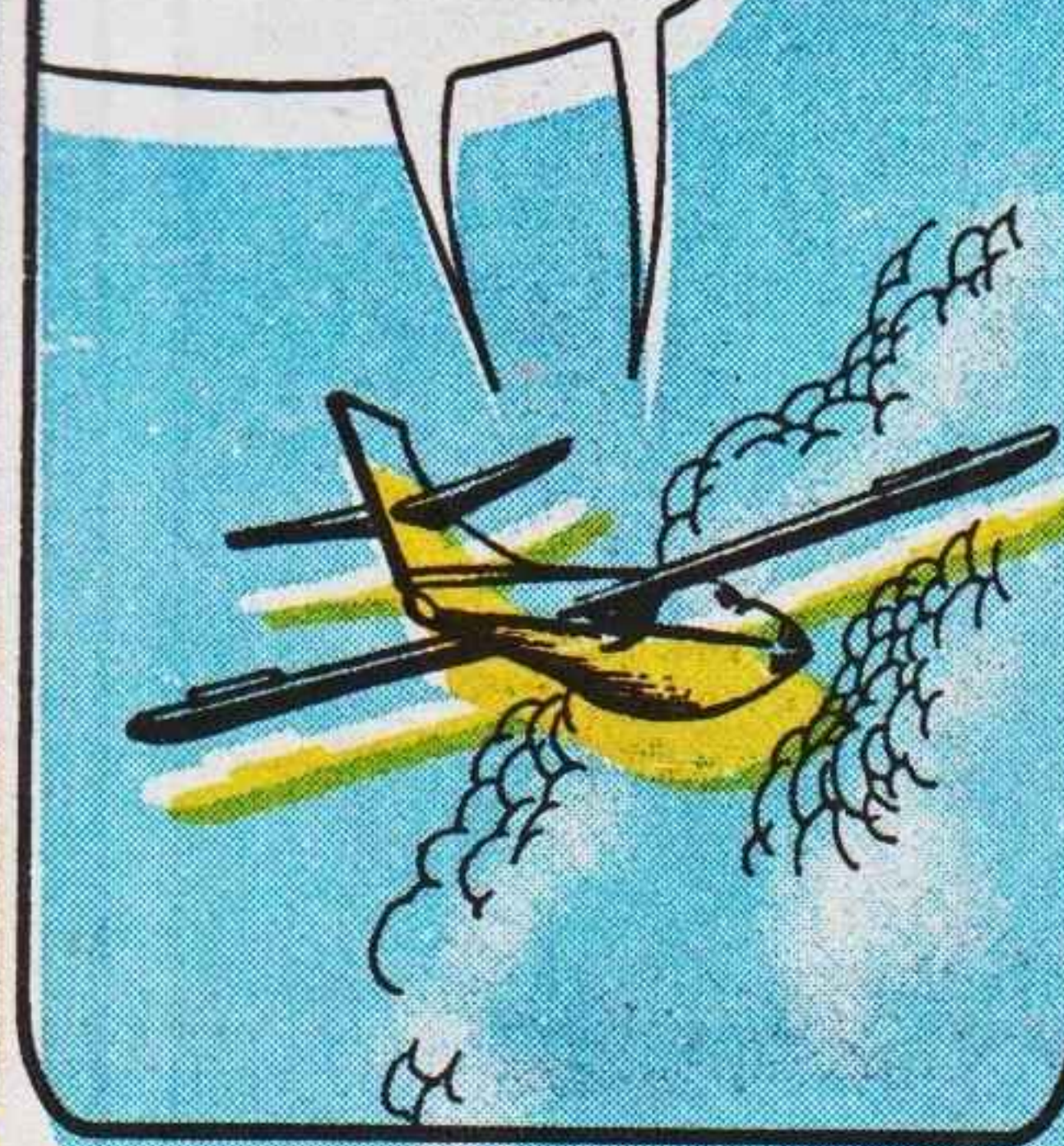
নানা চিন্তার মাঝে, কলন ডাকিনী পাহাড়ে সন্ধ্যা নামলো গ্রাহাম টেরই পেল না ।
আরে, ওগুলো কি ?
এতো বুনো কুকুর মনে হচ্ছে । এরাতো সিংহের চেয়েও ভয়ঙ্কর !
যা শক্ত করে বেঁধেছে, -খোলা প্রায় অসম্ভব ।
হে-ডাকিনী মা, আপনি আমার ন্যায়বিচার করুন...
কুকুর নয় , এরাতো বুনো নেকড়ে ! মনেহয় সর্দার এদেরকেই রাতের অতিথি বলেছিল ।
গ-র্-র্-র্-র্-
এখনও মরিনি-রে ...এরাতো জ্যান্ত ছিঁড়ে খাবে মনে হচ্ছে ।
দাম
কোঁ - য়া - ক
কি সাংঘ্যাতিক এরা, হাতটা খোলা থাকলে ব্যাটাদের দেখাতাম । এখন ওদের নির্যাতন মেনে নেওয়া ছাড়া কোন পথ নেই ।
-র-র-র-র
কি আশ্চয্য, রাত্রি যত বাড়ছে নেকড়ের সংখ্যাও ততই বাড়ছে ।
উ - উ - উ - উ --

N-I-N-I-N-I

অনেক টানা-টানিতে দড়িটা
কিছুটা সরাতে পারলেও বুনো
বাকলে তৈরী দড়ি ছেঁড়া
সম্ভব নয় . . .

পাহাড়ী দেবতা গ্রাহামের ডাক শুনতে পেয়েছেন

আজ সঙ্গে ডেভিডটা
থাকলে আমার এই
দূর্দশা হোতো না।

ক-ড়া-ৎ-

গ-র-র

আমি নির্দোষ
তাই ডাকিনী মা বাঁচিয়েছেন।
তা না হলে এত মোটা কাঠের
খুঁটি ভাঙে যেত না।

নেকড়ের পালের হাত থেকে বাঁচতে, গ্রাহাম প্রাণপন দৌড়ল।

এই রাক্ষস গুলোর
হাত থেকে পালাতে
হবে।

গ-র-

উ-উ-উ-উ-উ

গ্রাহাম হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গেল ....

ওরা দলে দলে ছুটে আসছে, আর সময় নেই ।

যতই গভীর হোক ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই ।

গ্রাহাম খাড়া পাহাড় থেকে ঝাঁপদিল

ওপর থেকে পড়েও গ্রাহাম রেহাই পেলো না , গাছের ডালে আট্‌কে ঝুলতে লাগলো ।

যা ঃ !!
এখানেও বাধা

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্য থেকে সিংহের গর্জন গ্রাহামকে চমকে দিল

অন্ধকারে গ্রাহাম একটা সিংহীকে দেখতে পেল

এ আবার কোথা থেকে উদয় হল ?

সিংহীটা ঝাঁপ দিয়ে পড়লো ঐ ভাঙা খুঁটিটার ওপর।

গ-র-র-র-র

ওখান থেকে সোজা গড়িয়ে পড়লো গভীর জলে।

ঝ-পা-ং

ঝ-পা-ং

কিছুতে একটা ধাক্কা মারলো মনে হচ্ছে।

অন্ধকারে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, হাঙ্গর বলে মনে হচ্ছে।

গ্রাহাম রাতের অন্ধকারে হাত বাঁধা অবস্থায় গভীর জলে হাঙ্গর –এর সাথে লড়তে লাগলো

জলের মধ্যেও রেহাই নেই – এটা হাঙ্গরই বটে। ডাঙ্গায় নেকড়ে, জলে হাঙ্গর।

আরে এটাতো আমার দিকে হাঁ করে ছুটে আসছে!

এটার হাত থেকে বোধ হয় আর রেহাই পাবো না। কি কুক্ষনেই যে বাড়ী থেকে বেরীয়েছিলাম!
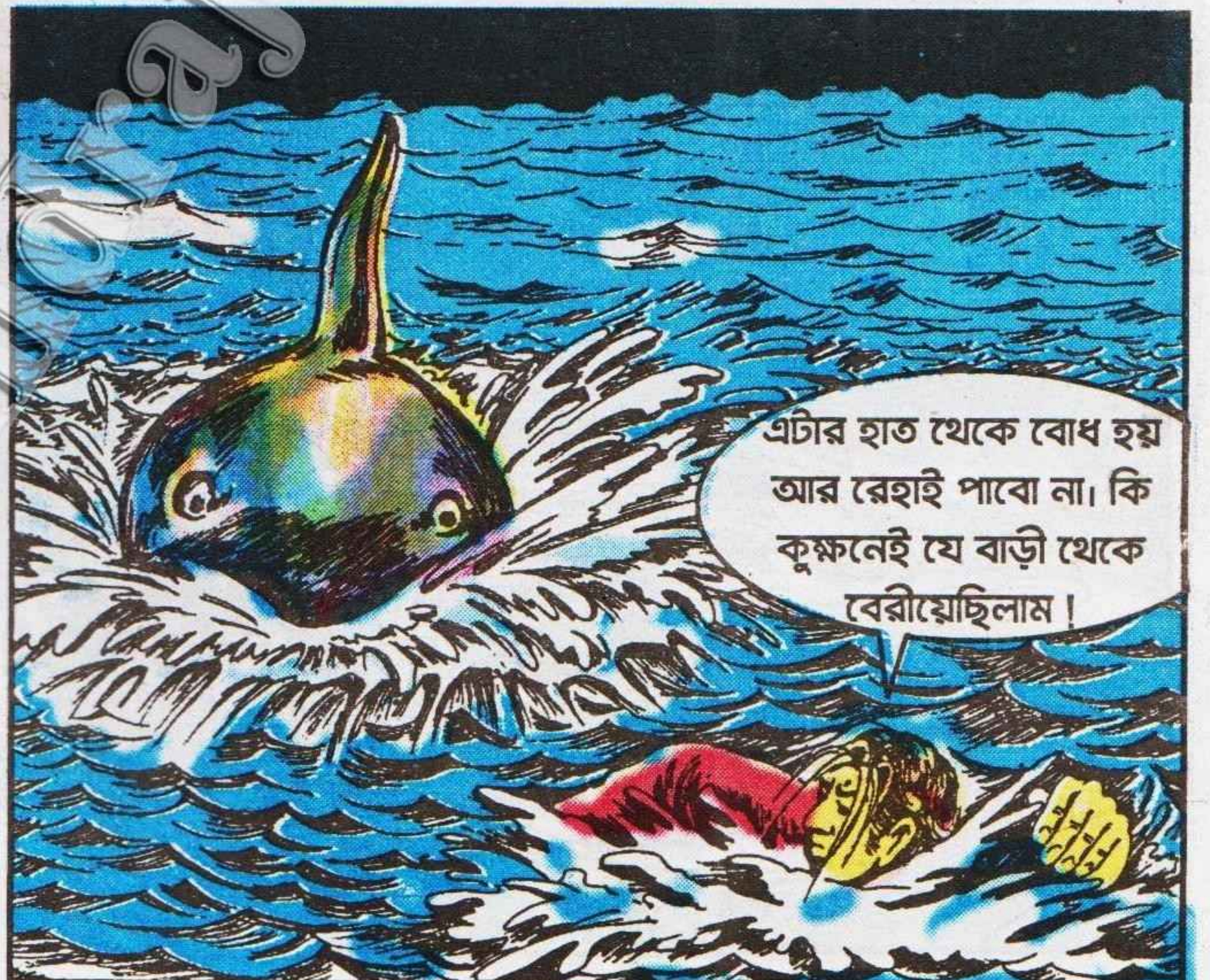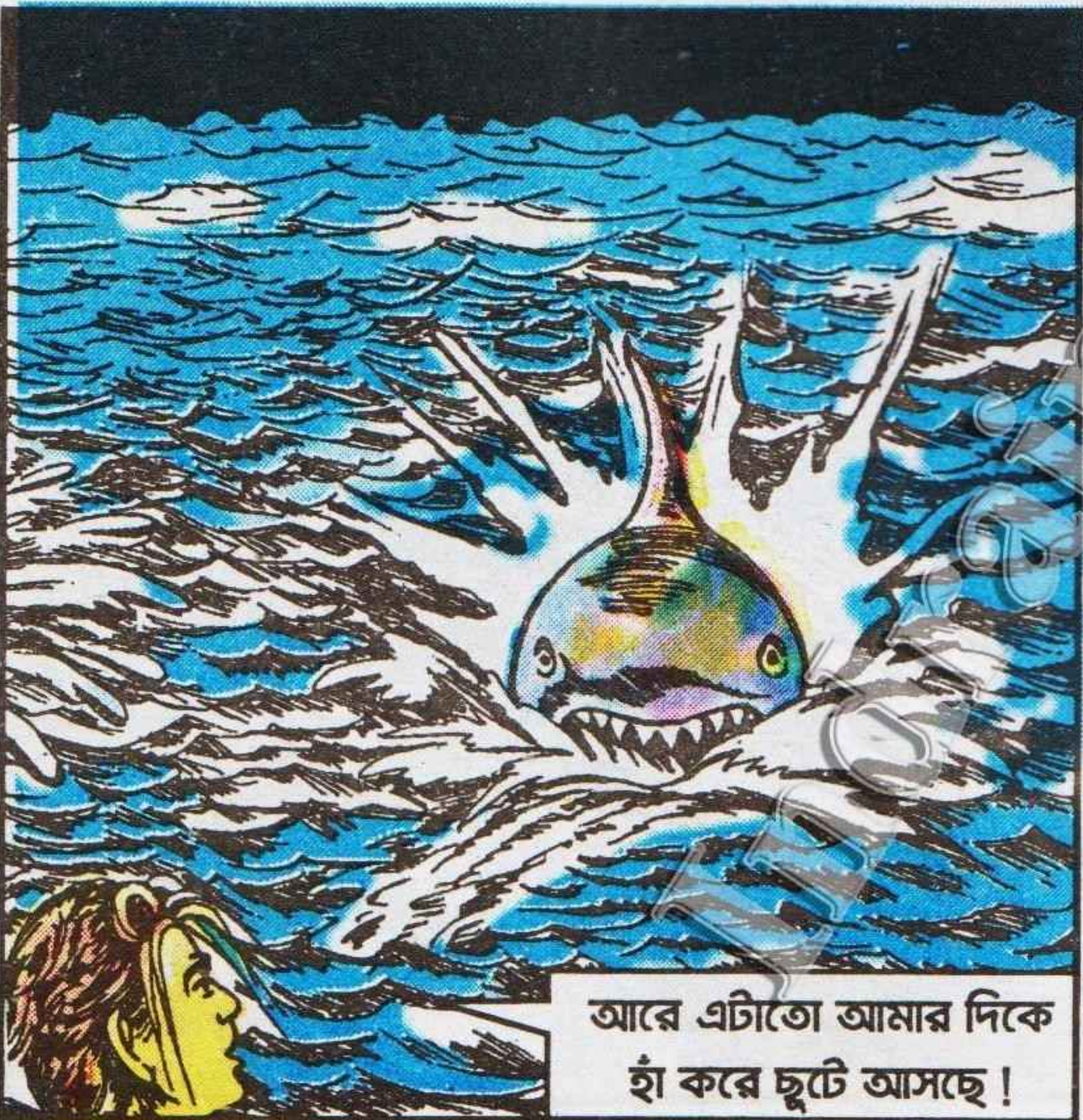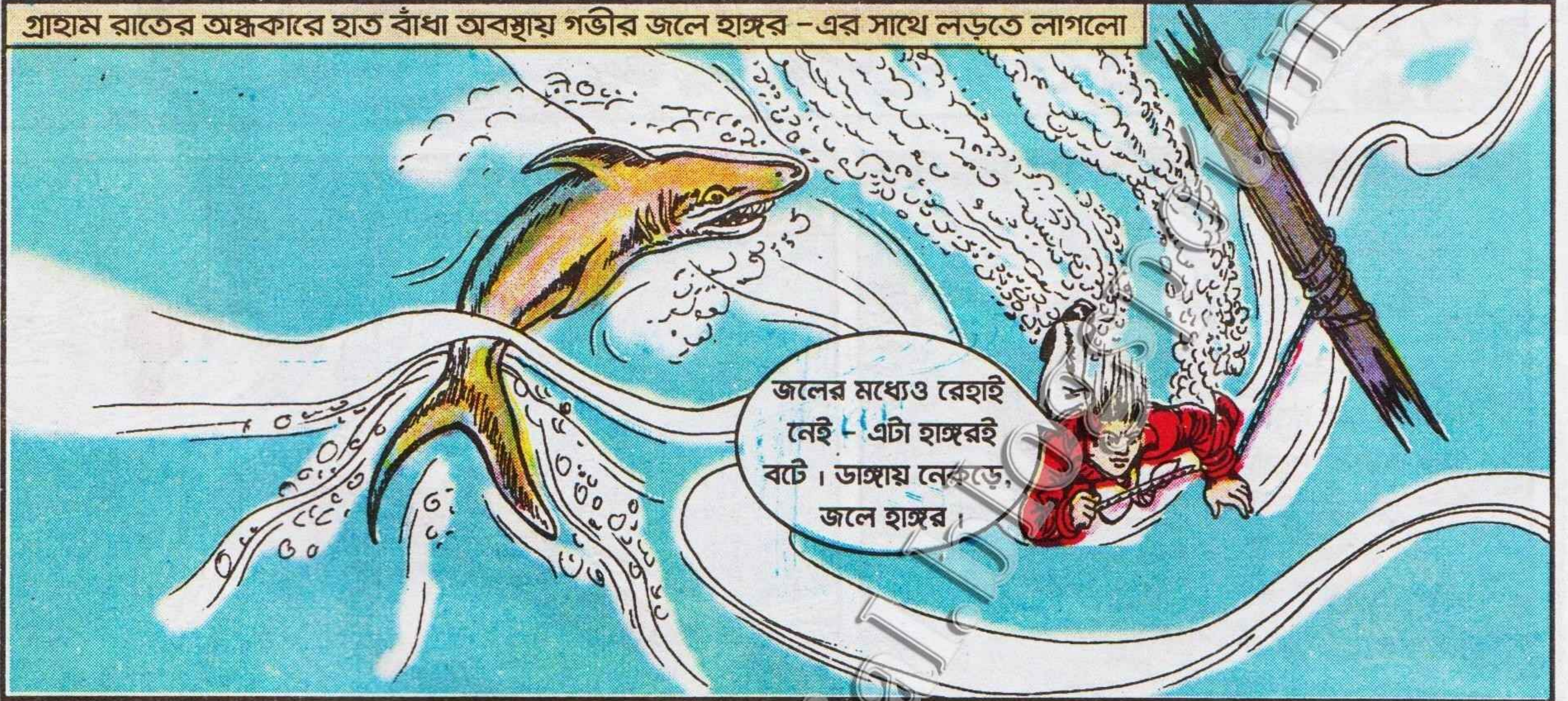
গ্রাহাম তার পুরোশক্তি দিয়ে হাতে বাঁধা দড়িটাতে টান মারলো

যাইহোক হাত দুটোকে
মুক্ত করতে পেরেছি

হাঙ্গর -টা আবার হাঁ করে ছুটে আসতেই গ্রাহাম
ছুঁচলো কাঠের টুকরোটা নিয়ে তেড়ে গেল।

গ্রাহাম কাঠের টুকরোটা নিয়ে হাঙ্গরের
চোখে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগলো।

ব্যটা যন্ত্রনায় পালাচ্ছে।
আমাকেও এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে।
হাঙ্গরটা প্রান নিয়ে পালাচ্ছে।
গ্রাহাম তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে তীরের দিকে এগোতে লাগলো।
পায়ের তলায় মাটি ঠেকলো বলে মনে হয়।
ওহ! খুব জোর বাঁচলাম। জানিনা আরও কত দুঃখ কপালে আছে..
এই ভেজা, ছেঁড়া জামাটা পরার চেয়ে না পরাই ভালো। তা-ছাড়া এখানকার পরিবেশ অনেক গরম।
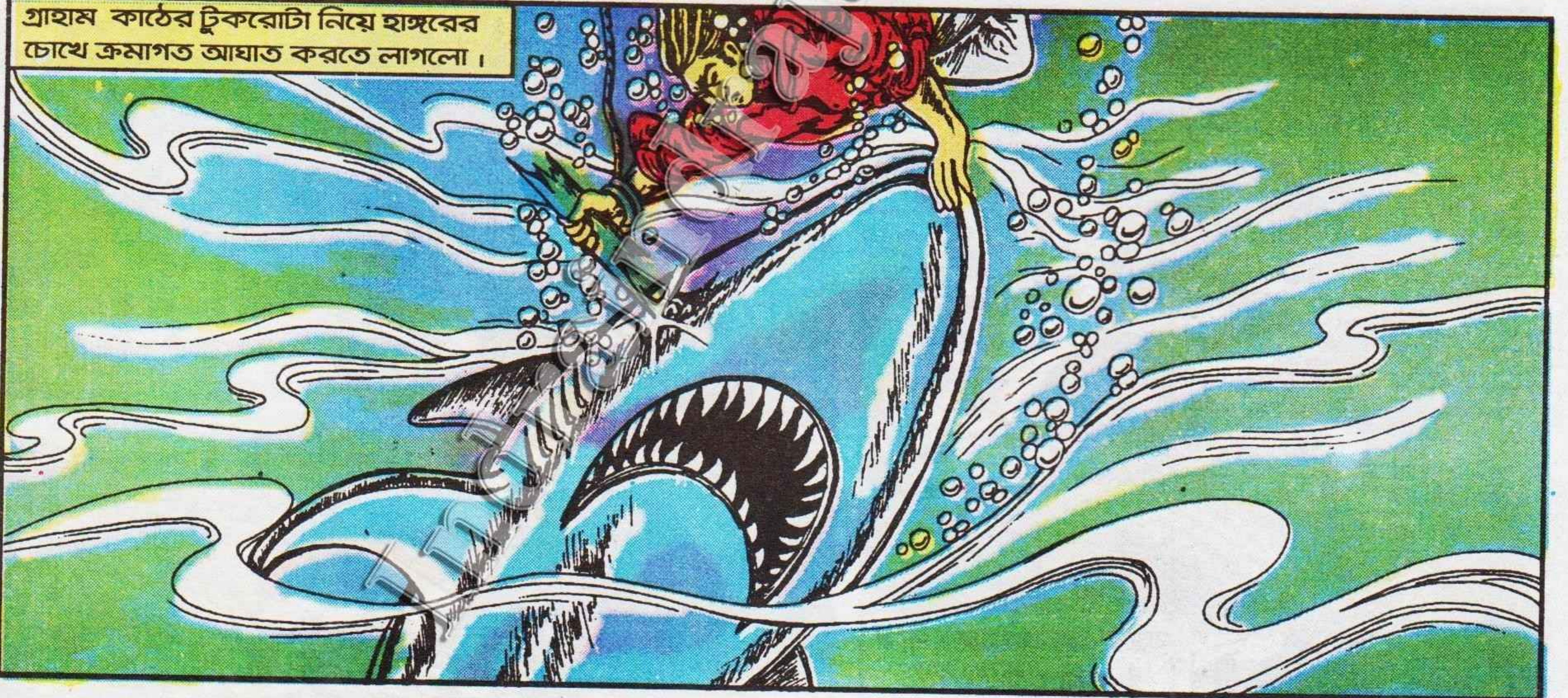
ছেঁড়া জামাটা খুলে দিয়ে গ্রাহম রাতের অন্ধকারে গভীর জঙ্গলের পথে এগোতে লাগলো।
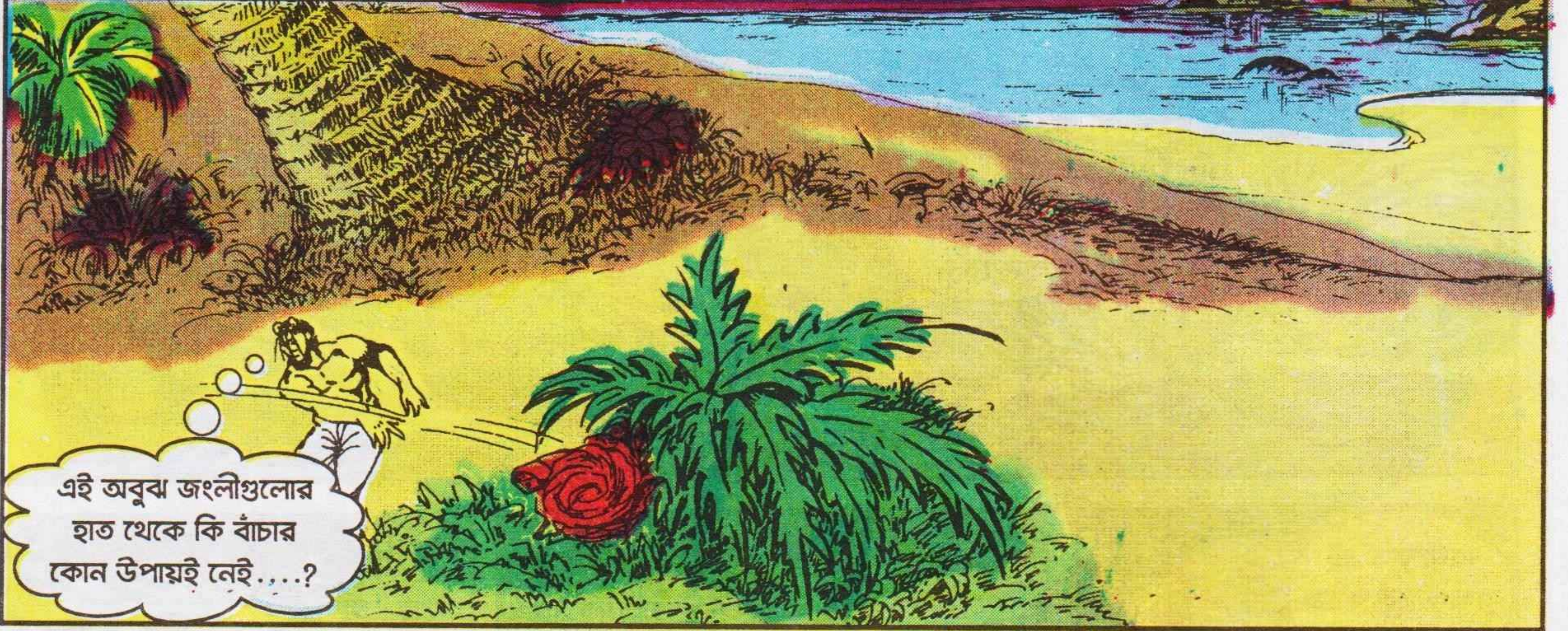
এই অবুঝ জংলীগুলোর হাত থেকে কি বাঁচার কোন উপায়ই নেই....?

অন্ধকারে চল্‌তে চল্‌তে গ্রাহম হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে পড়লো, এক গভীর গর্তে।

!! ওহ্‌ !!
অন্ধকারে কিছু দেখাও যায় না

ধপাস্
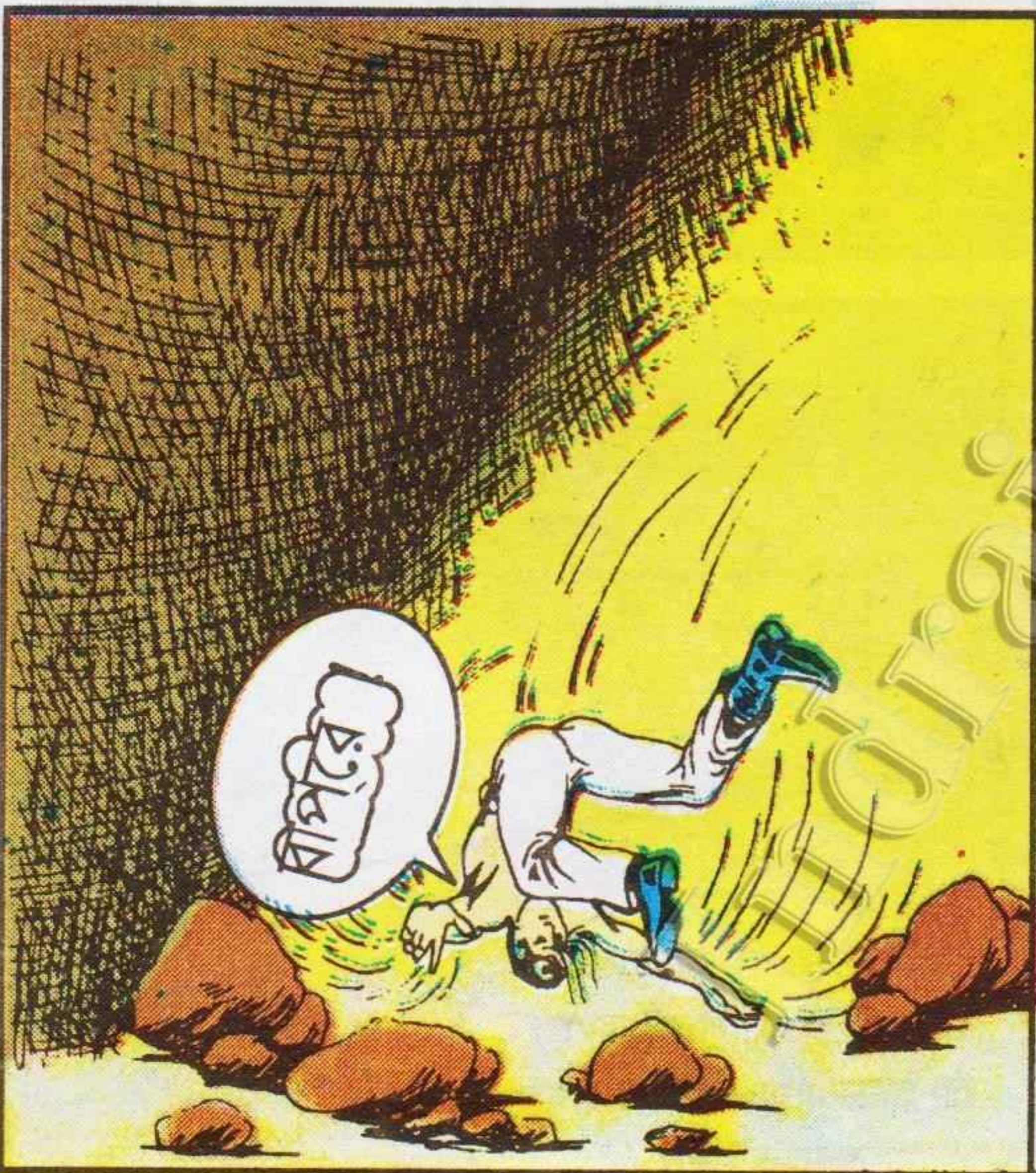
বেশ কিছু সময় জ্ঞান হারিয়ে গ্রাহম গর্তেই পড়ে থাকলো।

ভেতরে কতক্ষন পড়ে আছি কে জানে ?
এখান থেকে বেরুবো কি করে ।
এই তো কি সব ঝুলে আছে । একটা উপায় হবে বলে মনে হয় ।
যাইহোক এই শেকড়গুলো ধরেই আমাকে ওপরে উঠতে হবে । ভেতরটা বড় অন্ধকার ও স্যাঁত স্যাঁতে ।
ছোটবেলা থেকে এ্যাডভেঞ্চার ভালবাসি, কিন্তু তাই বলে ......
এখনও সকাল হয়নি এই সুযোগে কোথাও গা ঢাকা দিতে হবে ।
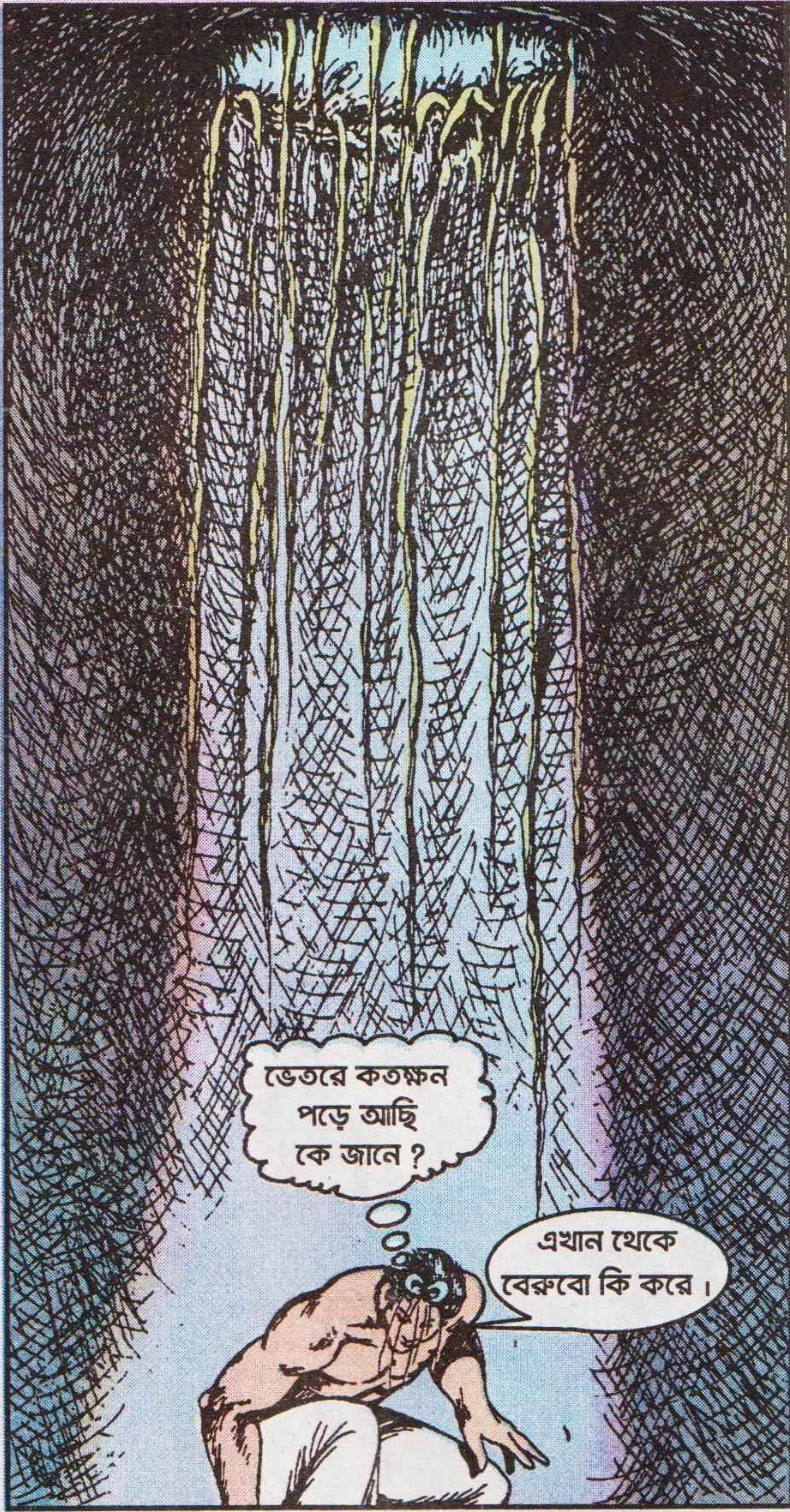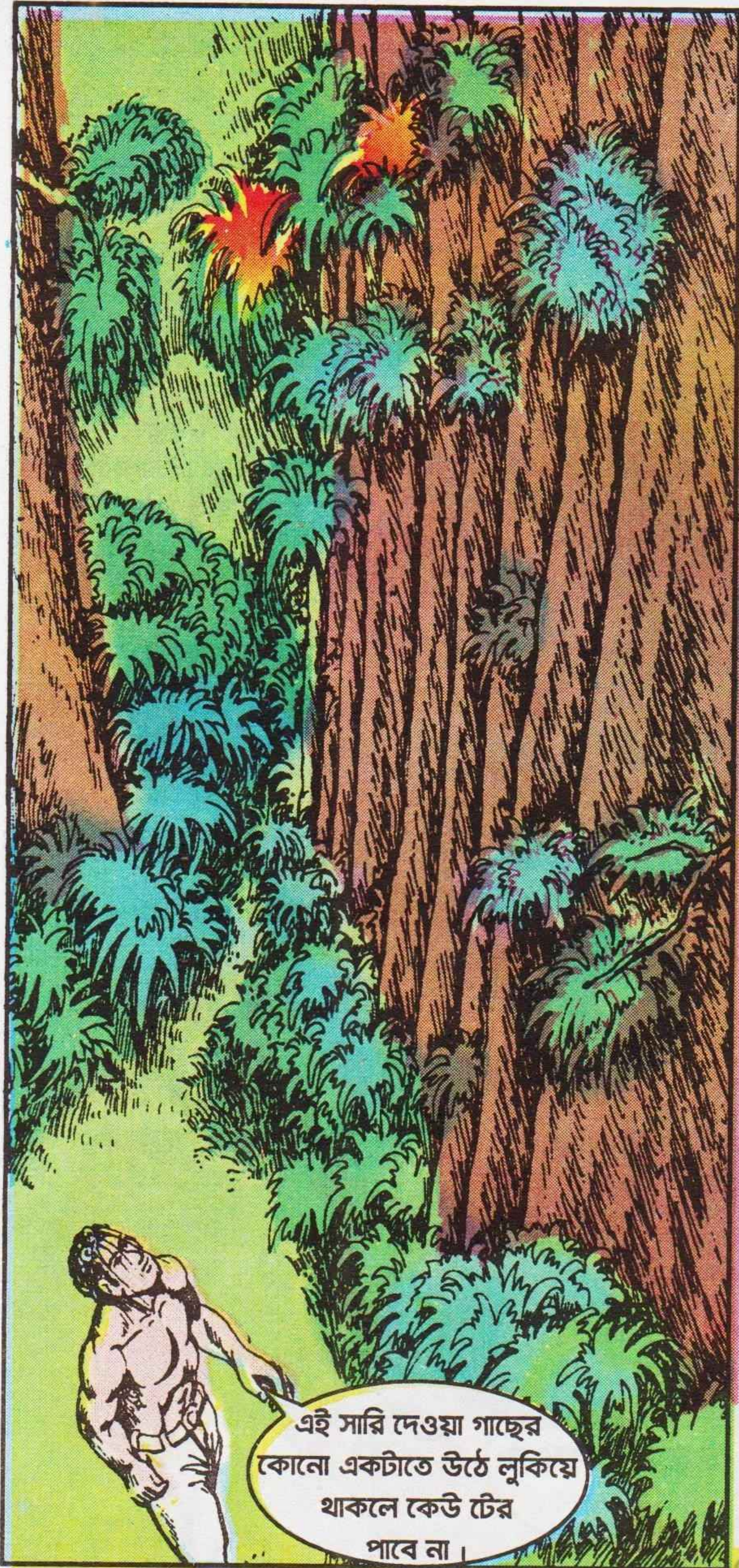
এই সারি দেওয়া গাছের
কোনো একটাতে উঠে লুকিয়ে
থাকলে কেউ টের
পাবে না।

এখান থেকে পালাবার
পথ সোজা নয়।

এই গাছটাই উপযুক্ত,
আত্মগোপনের জন্য।

গাছের ওপর ডালগুলোকে লতাদিয়ে বেঁধে, গ্রাহাম নিজের
লুকিয়ে থাকার মত একটা আস্তানা বানালো।

আমাকে এখান থেকে যেকোনো
প্রকারে পালাতে হবে, কিন্তু জলে
হাঙর - ডাঙায় বন্য জন্তু ।
একমাত্র বন্দুকটা পেলে হয়ত
একটা কিছু উপায় করতে
পারতাম

টেলার আঙ্কেল বেড়ানোর লোভ
না দেখালে আজকে এই বিপত্তি হত না।
সেই সঙ্গে কায়রো বিমান বন্দরে তেল
নেওয়ার সময় -এত সুরক্ষার ভেতর
ঐরকম একটা পাগল ঢুকে
আমাদেরই বিমানের তলায়
বসে থাকা, কেমন
গোলমেলে ঠেকছে

এবার ব্যাবসায় খুব লাভ করেছি, তোরা দুই বন্ধু – আমার প্রাইভেট্ প্লেনে কোথাও যাবি যদি বেড়িয়ে আয়। সব খরচ আমি দেব।

সত্যি বোলছো, বাবা

টেলার আঙ্কেল ও বাবা অনেক শিকার করেছেন, আমরা তার অনেক গল্প শুনেছি এবার আমরাও যাব শিকার করতে।

যাওয়া যাক্

মা –আমি ও ডেভিড, আঙ্কেলের প্রাইভেট প্লেনে বেড়াতে যাবো, তার সঙ্গে ছোট খাটো শিকার ও করব। সমস্ত খরচ টেলার আঙ্কেল দেবেন।

ঠিক আছে সাবধানে যাস্

কায়রো বিমান বন্দর

কিন্তু পাগলটা এখানে ঢুকলো কি করে ?

লোকটা যেন পালাতে না পারে।

ধর ব্যটাকে

গ্রাহাম চিন্তা বন্ধ করে গাছ থেকে নামার চেষ্টা করতে লাগলো

রাত্রি হয়েছে, এইটাই আদর্শ সময় –গাছ থেকে নেমে বন্দুকের বাক্সটা খোঁজার।

গ্রাহাম গভীর রাত্রিতে চুপি চুপি গাছ থেকে নামলো।

ঐ দিকে ডাকিনীপাহাড়, আমাকে তার উল্টোদিকে যেতে হবে

গ্রাহাম এদিক ওদিক লক্ষ করতে করতে চুপি চুপি এগোতে লাগলো

এইদিকেই ছুঁড়ে ছিল, আমার ঠিক মনে আছে।

বন্দুকটা পেলে একটা নতুন শক্তি পেতাম বাঁচার।

হাঁ আমি ঠিক দিকেই এগুচ্ছি মনে হচ্ছে।

আরে ঐতো আমার হারানো বাক্স। চাবিটা এখনও আমার পকেটেই আছে।

বন্দুকটা পেলাম, অন্তত আত্মরক্ষা করা যাবে।

বন্দুকটা ঠিকই আছে বাক্সটাকে এইখানে ঝোপের মধ্যে রেখে যাই। ওতে এখনও যথেষ্ট কার্তুজ আছে

দিনের আলো বেরুবার আগে আমাকে ডেরায় ফিরতে হবে।

খুব খিদে পেয়েছে এই বিকেলের রোদে নেমে কিছু একটা খেতে হবে।

গ্রাহাম বিকেলে সকলের চোখের আড়ালে গাছ থেকে নামলো কিছু খাওয়ারের উদ্দেশ্যে।

ঐতো সেই বুড়ো আঙ্কেল, ওখানে গাছের নিচে বসে ভেড়া চরাচ্ছে।

খুড়ো গাছতলায় বসে আপনমনে ভ্যাড়া চরাচ্ছে।

সন্ধে হয়ে এল এবার বাড়ি যেতে হবে। তোরা যা খাওয়ার খেয়ে নে।

গ্রাহম কি খাবে, ভেবে না পেয়ে শেষে মাছ শিকার করতে লাগলো।

এই জঙ্গলে অনেক ফল আছে, তবে কোনটা ভাল আর কোনটা কারাপ...

মাছটা পুড়িয়ে খেয়ে অন্ততঃ কিছুটা ক্ষিদে মেটাই।

গ্রাহম দূর থেকে একটা আর্তনাদের শব্দ পেল

বাঁচাও বাঁচাও

গ্রাহম আর্তনাদের শব্দকে লক্ষ করে ছুটতে লাগল

এ নিশ্চই সেই আঙ্কেল, কোনো বিপদে পড়েছে।

অবশেষে গ্রাহম দেখতে পেল, সেই আঙ্কেলকেই একটা চিতা আক্রমন করেছে

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই।

বুম

চিতা, গ্রাহমের গুলির শব্দ শুনে প্রানভয়ে দৌড়ে পালালো

লোকটা নিমেষের মধ্যে কোথায় গেল ? চলতো একটু চারদিকটা দেখে আসি।

একটা চিতা আমাকে আক্রমন করেছিল, ডাকিনী মায়ের কাছে যাকে বেঁধে আসা হয়েছিল সেই এসে ধোঁয়ানল দিয়ে ঐ বাঘটিকে তাড়ায়।

খুড়ো একটা বিকট শব্দ পেলাম কিসের ?

লোকটাকে কোথাও
দেখতে পাচ্ছিনা,
গেল কোথায়।
?
??!!
আশ্চর্য

!
এখানে কে
আগুন ধরালো,
মনে হয় কিছু
কাঠ সংগ্রহ করে ঐ লোকটাই
আগুনটা ধরিয়েছে।
লোকটাকে পরে
খুঁজবো, এখন খুড়োকে
তুলি চল।

?
খবরটা গিয়ে
সর্দারকে এখনি জানাতে হবে।

তবে কি ঐ ডাকিনী মায়ের
কাছে যাকে 'বলি' চড়ান হয়েছিল
সেই? ও বাঁচলোই বা কি
করে? সাংঘ্যাতিক
ব্যাপার ....

আমাকে যে রক্ষা করার সে করেছে। শুধু একটা কথা সর্দারকে বলবি যে ও আমাদের শত্রু নয় বন্ধু। তা না হলে নীজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে বাঁচায়!

আমি জানতাম লোকটা ভাল, জলদস্যুদের কেউ নয়। তাই ওকে ডাকিনী মা বাঁচিয়েছেন আমাদের রক্ষাকরতে।

সর্দারের ডেরায় গিয়ে সবাই ঐ ধোঁয়ানলের কথাটা সর্দারকে জানাল

খুড়ো এসে সর্দারকে সব কথা খুলে বলল

আমি তোমার সব কথা শুনে বলছি, এই জঙ্গলে থাকতে গেলে ঐ ধোঁয়ানলের ব্যবহার করা চলবে না

আমার লোকেরা ওকে সব সময় আড়ালে লক্ষ রাখবে। আরও কিছুদিন ঐ বিদেশীকে লক্ষকরে তবে চিন্তা কোরব

ঠিক আছে তাই হবে

খুড়ো গভীর জঙ্গলে গিয়ে গ্রাহামের সাথে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকলো

সর্দার বল্ল, এখানে থাকতে গেলে কখনোও ঐ ধোঁয়ানলের ব্যবহার করা চলবে না

যদি একবারও ঐ ধোঁয়ানলের ব্যবহার হয়, তবে আমাদের জঙ্গলে তা হয়ে উঠবে শত্রুতার সুরু।

আঙ্কেল এখন থেকে পালাবার কি কোনো পথ নেই ?

পালানোটা খুবই শক্ত। জলপথে শুধুই বড় বড় হাঙর আর জঙ্গলের পথে হিংস্র জীব জন্তুতে ভরা।

তুমি জলে ভাসতে ভাসতে এলে কেন ? কি হয়েছিল ?

গ্রাহাম তার দুঃখের কথা বলছে
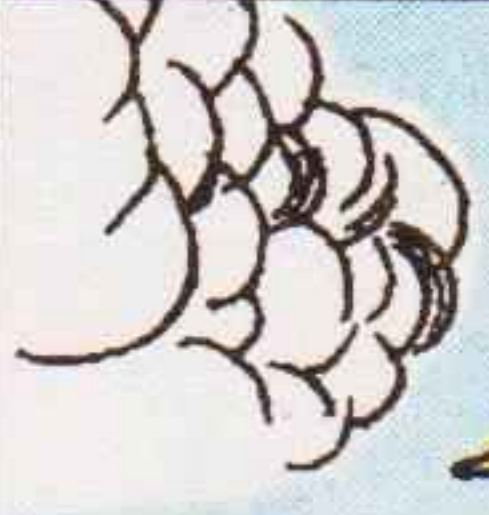
এক সুন্দর সকালে খুব আনন্দে আমি আর আমার বন্ধু ডেভিড বেরীয়েছিলাম শিকারের উদ্দেশ্যে। হঠাৎ প্লেনটা বিগড়ে গেল, আর তারপর ...

ডেভিড, মনে হচ্ছে ইঞ্জিনের পেছন দিকে কিছু গোলমাল হয়েছে।

হাঁ, সত্যি তাই দেখছি। মিটারও কি সমস্ত ভুলভাল দেখাচ্ছে

এখন তাড়াতাড়ি এটাকে কোন জলা যায়গায় নিয়ে যেতে হবে

গ্রাহাম এখন কি আর কোন উপায় নেই বাঁচার ?

না !

এখন এই জলের ওপর লাফ দিয়ে পড়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

প্যারাসুটও সঙ্গে নিতে ভুলেগেছি।

ঐ সমুদ্রের জলেতেই আমরা দুজনে লাফ দিই

ঝ-পা-স
তারপর আর কিছু মনে নাই। বাকিটা আপনারাই জানেন। শুধু আমার বন্ধুটাকে পেলে ....।
আমার বিশ্বাস তোমার বন্ধুও বেঁচে আছে। তবে আমাদের দেশটায় আসেনি বলে মনে হয়, হয়তো অন্য কোথাও ভেসে গেছে।
আমার ওপরও কম অত্যাচার হয়নি ....। চোখের সামনে জোয়ান ছেলেটাকে ঐ মোটা রবার্ট খুন করল।
বাবা হয়ে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারিনি। উত্তরে শুধু কিল আর মার পেয়েছি ....।
বন্দুকের বাঁটের আঘাতে জ্ঞান হারাই । তারপর আপন বলতে আমার ঐ ভেড়াগুলো।
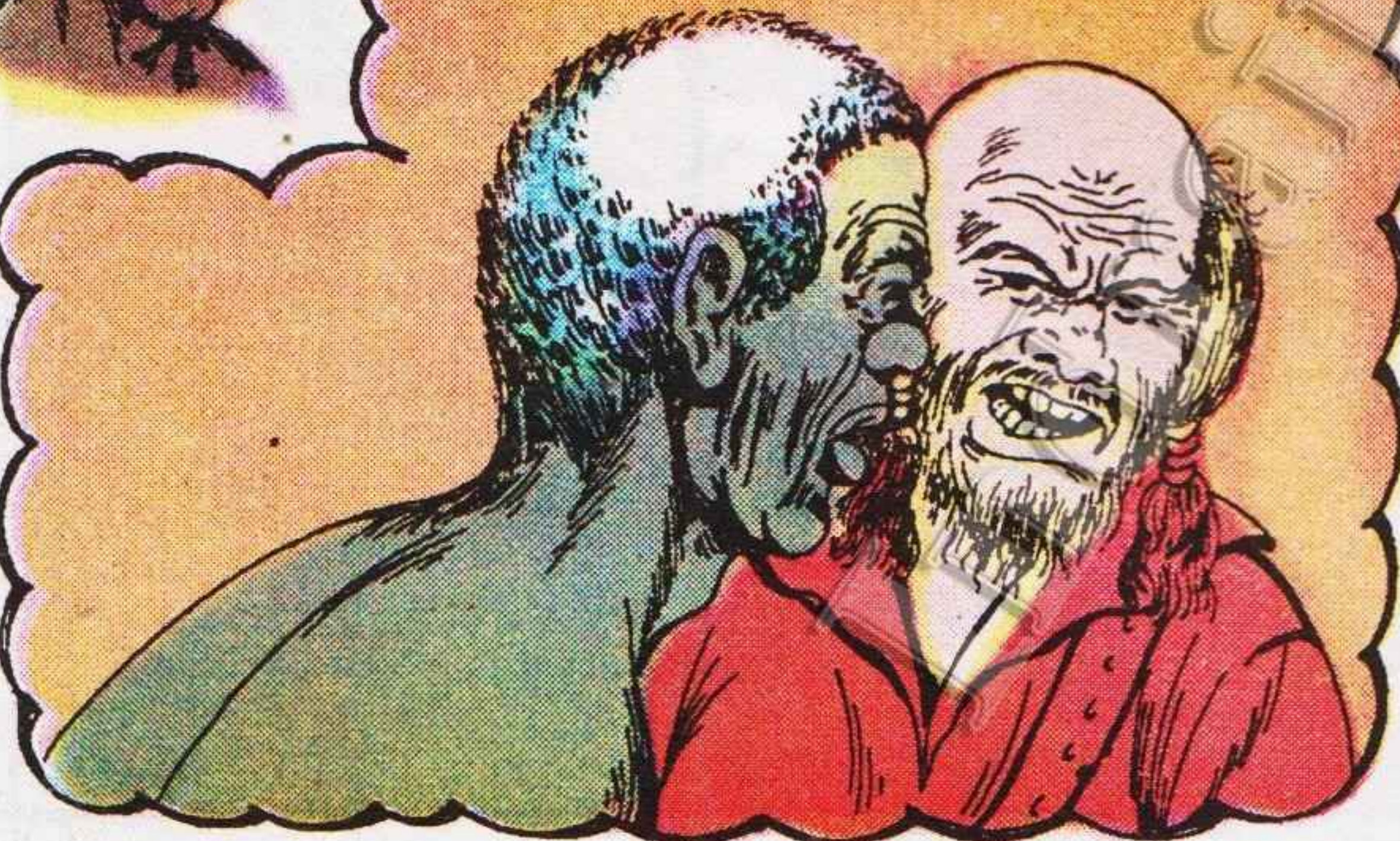
কথা বলতে বলতে সন্ধ্যে হয়ে এল। আজকের রাতটা কোথাও কাটাই পরে দেখা হবে। আমার বন্ধুর কোনো খবর পেলে জানাবেন। চলি ...

শুধু একটা অনুরোধ ঐ ধোঁয়ানলটা ব্যবহার করবে না। এই জঙ্গলের সর্দারের নির্দেশ।

রাত্রিতে একা গ্রাহাম গাছের ওপর বসে বসে চারদিকটা নজর রাখলো, আর নানারকম চিন্তা করতে লাগলো।

খুড়ো ঐ বন্দুকটা ব্যবহারের ওপর বারবার বাধা দিয়ে গেল। আসলে ওরা বন্দুককে খুব ভয় পায়। এর একটাই কারন মনেহচ্ছে যে এই বন্দুক দেখিয়ে জলদস্যুরা এদেরকে লুটপাট করে।

লোকটাকে দেখে তো আমাদের শত্রু বলে মনে হচ্ছে না।

এবার বন্দুক ছাড়াই নীচে নামবো, তাতে যা হয় হোক।

এই সুন্দর ঝর্না দেখে জুলির কথা মনেপড়ে যায়। আর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের বিয়ে হোতো।

আমরা কখনোই পারবো না।
দেখলি, লোকটা কত উঁচু থেকে পড়লো।
ঝর্নায় স্নান করার মজাই আলাদা...
ঘরের কিছু কিছু কথা আসতে থাকলো গ্রাহামের মনে।
কেউ খুঁজতে বেরুলেও কী আমাকে এই অজানা দ্বীপে খুঁজে পাবে?
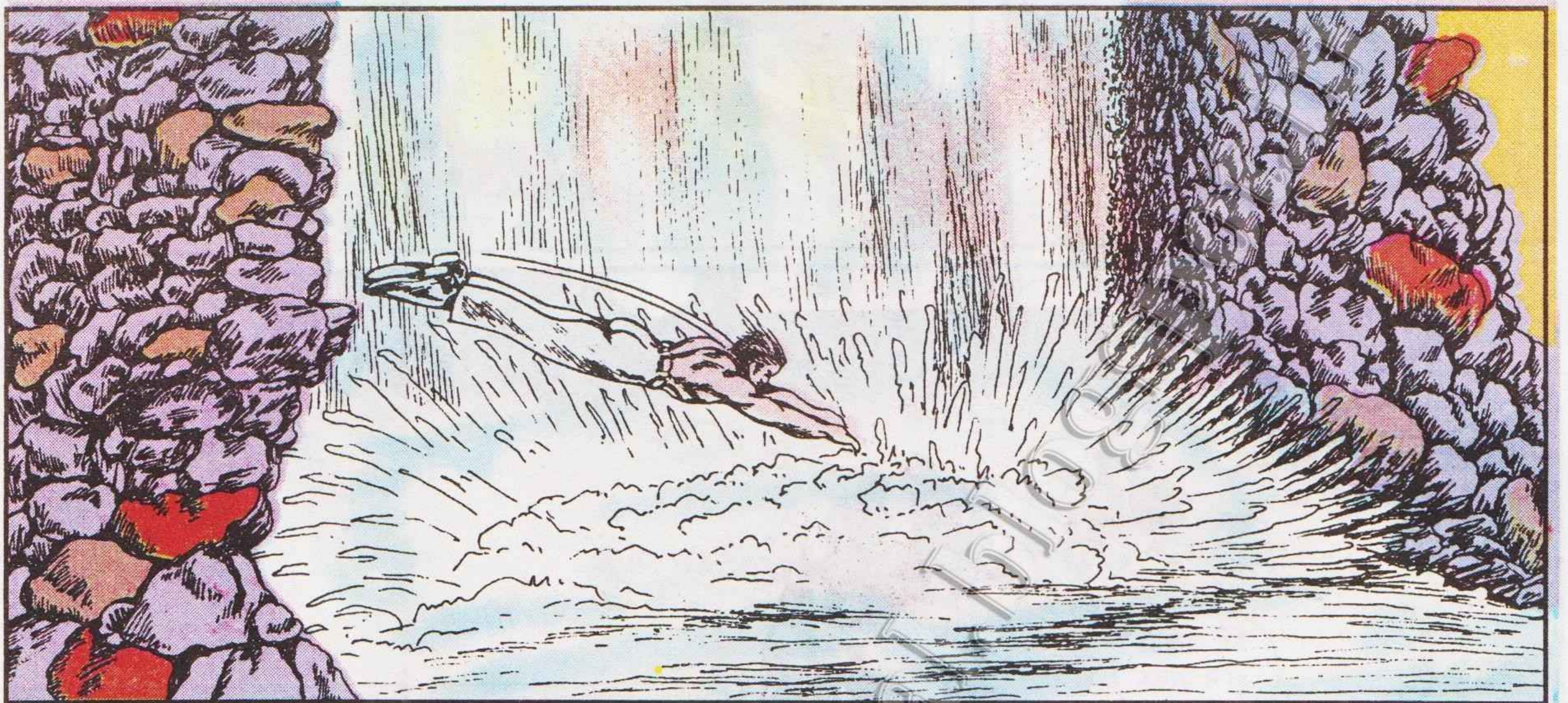
কয়েকদিন বাদে এল পূর্ণিমার রাত, জংলী যুবকরা চল্‌ল জঙ্গলে বনভোজনের উদ্দেশ্যে।

গ্রাহাম গাছের ওপর থেকে রাত্রিতে লক্ষকরতে লাগলো ওদের বুনো মুরগীর শিকার।

কোঁ - য়োঁ - য়োঁ -

আমি ধরবো

আমিই ধরতে পেরেছি তাই এবারের বিজয়ী আমি। মাংশের ভাগও আমি বেশী পাবো।

আড়াল থেকে গ্রাহাম সবকিছু লক্ষ করছিল

কি একটা শব্দ হচ্ছে না ?

খুব আনন্দের সঙ্গে ওরা বনভোজন করছিল। হটাৎ- ই আগুন দেখে জঙ্গল থেকে একটা গণ্ডার তেড়ে এলো ..

ছুটে পালা

বা - বা - গো -

ব্যাটা আগুন দেখে ক্ষেপে গেছে।

বুনোরা যে-যেদিকে পারলো ভয়ে দৌড়তে লাগলো। একজন -তো গণ্ডারের সামনে পড়েই গেল

বা-বা-গো...

আর এক মুহূর্ত দেরীকরা যায় না, যা হয় হোক!

গুড়ুম

এবারও উধাও, আশ্চর্য্য ...!

তবে, ও ঠিক সময় যন্ত্রটা ব্যবহার না করলে আমি শেষ হয়ে যেতাম।

এটা নিশ্চই ঐ বিদেশী লোকটারই কাজ।

খুড়ো ঠিক কথাই বলে ছিল, লোকটা আমাদের বাঁচাতে চায় - মারতে নয়।

খবরটা সর্দারকে এখনই জানাতে হবে।

জংলীসর্দারের আস্তানায়

খুড়ো ঠিকই বলেছিল, ওই- লোকটা আমাদের বন্ধু, শত্রু নয়।

কি-আশ্চর্য্য এত বড় ভূল
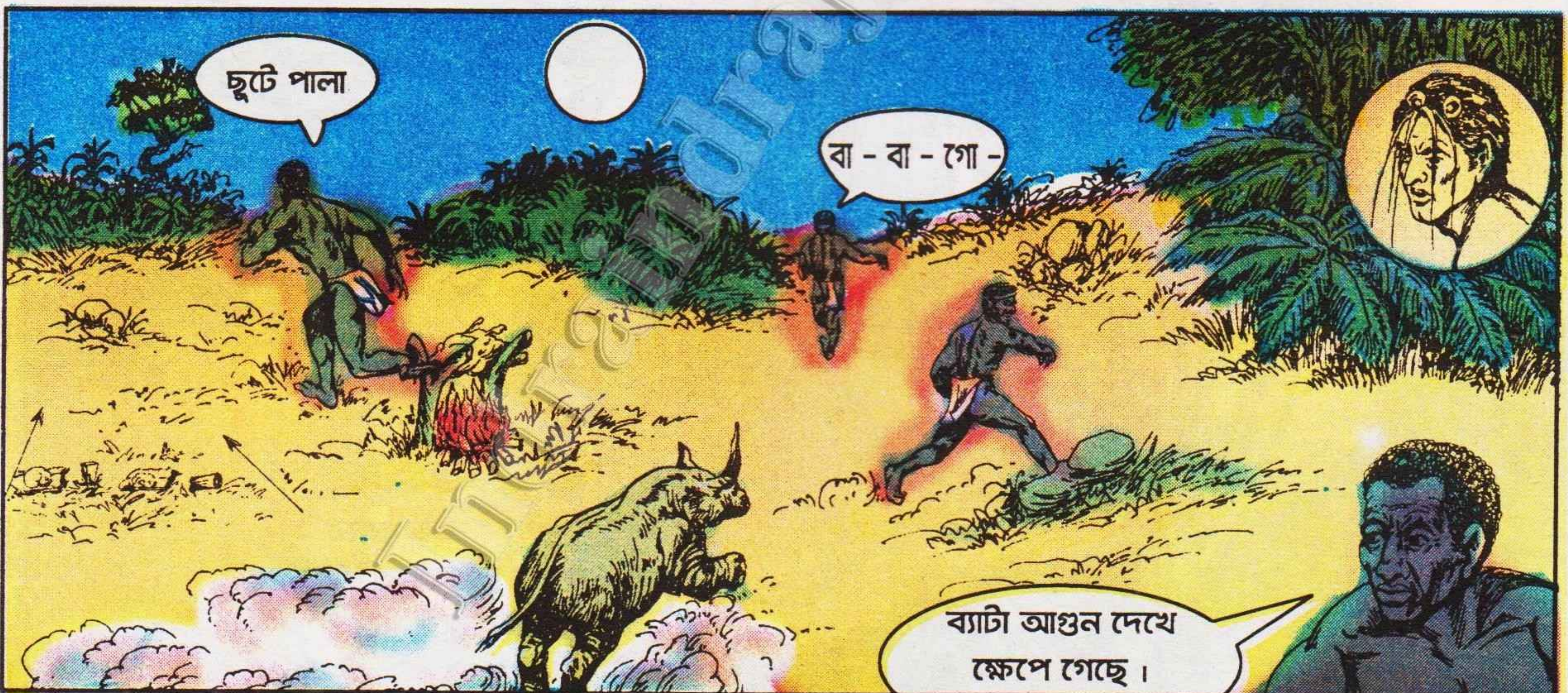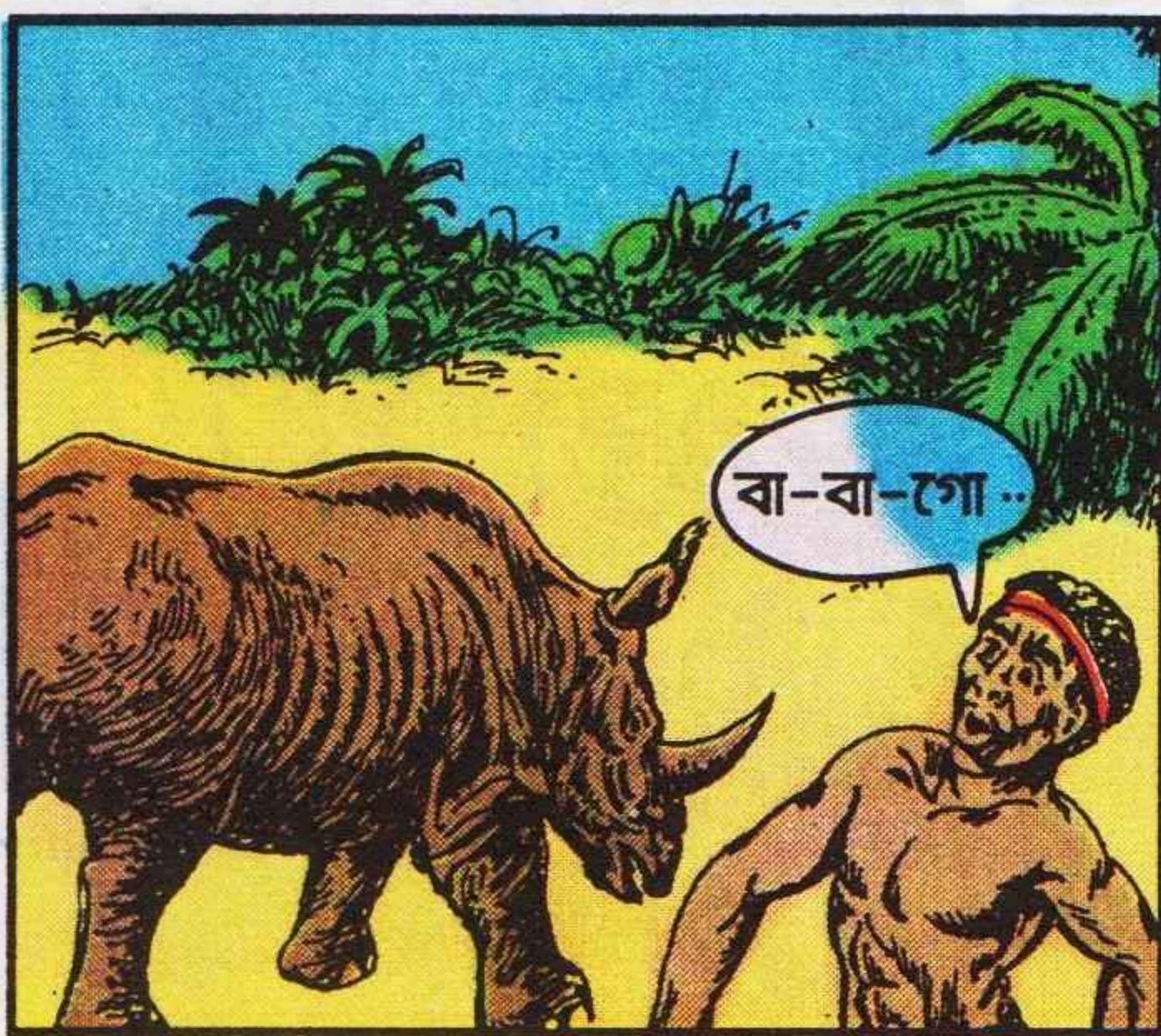
আমি বন্দুক চালিয়ে সর্দারের কথা উপেক্ষা করেছি। এখন আর আমার এই জঙ্গলে থাকা নিরাপদ নয়।

যত দূর যাওয়া যায়, আমাকে তাড়াতাড়ি পালাতে হবে।

ভোর হয়ে ওঠার আগেই আমাকে এই জঙ্গল ছাড়তে হবে।

গ্রাহাম নিরবে এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে পালাতে লাগলো

কেউ দেখতে পেলে বিপদ্ হবে।
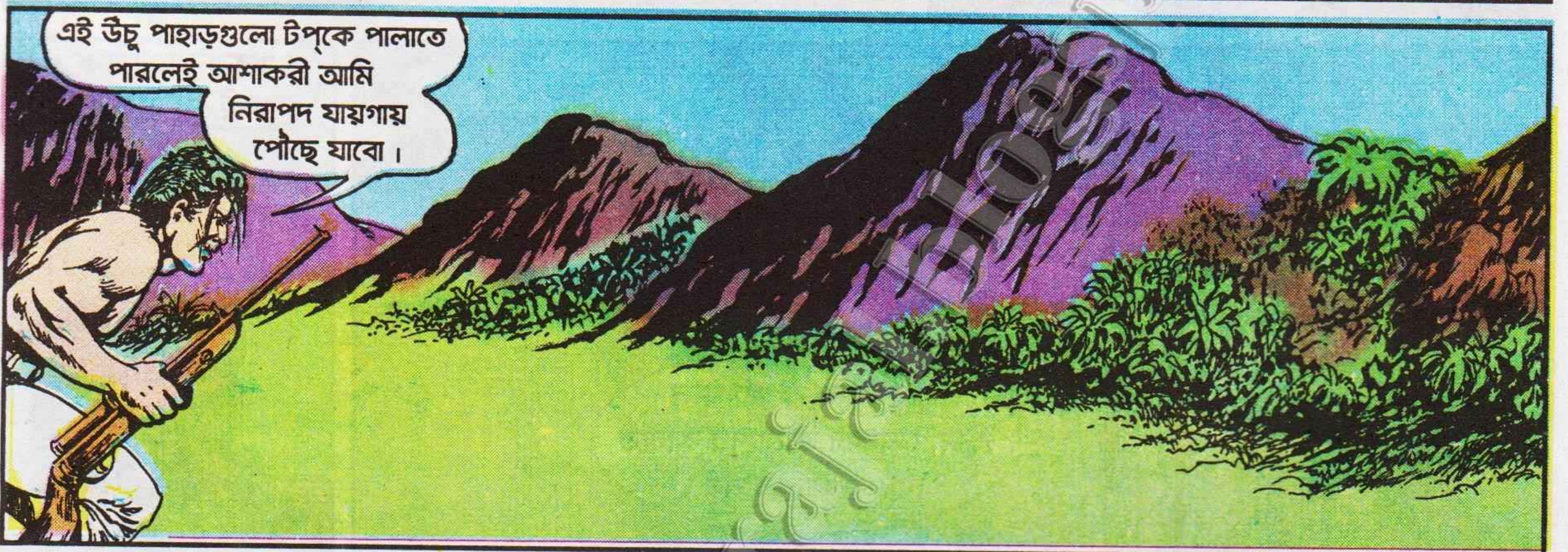
এই উঁচু পাহাড়গুলো টপ্‌কে পালাতে পারলেই আশাকরী আমি নিরাপদ যায়গায় পৌঁছে যাবো।

এ-তো দেখছি শুধুই রুক্ষ পাহাড়ের সারি।

ওদিকে লণ্ডনে জুলির বাবার মুখে কিছুটা তৃপ্তির হাঁসি

সব খবরই-তো পেয়েছিস, গ্রাহাম আর ফিরে আসবেনা।

আমার বিশ্বাস ও ফিরে আসবে-ই।

পথের কাঁটা দূরহয়েছে। আর দেরী না-করে উইলিয়ামের সঙ্গে তোর বিয়েটা সেরে ফেলতে চাই। কয়েকদিন সময় দিলাম, ভেবেনে ...

গ্রাহামের ছবি হাতে নিয়ে জুলি কঁদতে লাগলো।

গ্রাহাম, -তুমি আমাকে কি বিপদে ফেললে ....

কিছুদিন বাদে, এক সন্ধ্যায়

সবার সামনে আমি আজই তোদের বিয়ের কথা ঘোষনা করে দিতে চাই।

জুলির পিতা – তাঁর বন্ধুর ছেলে উইলিয়ামের সঙ্গেই বিয়ের ব্যাবস্থা করলেন এবং তাতে মি. টেলারকে-ও নেমন্তন্ন করলেন, অপমান করার জন্যে।

এসো ডার্লিং

ওঃ নো

এই ভাবে আর সহ্য করা যায় না ....

ওদের কোন খোঁজ না পাওয়ার দুঃখঃ তার ওপর নুনের ছিটে।

জুলির মতের বিরুদ্ধে এইভাবে জোর করে বিয়ের ব্যবস্থা মানতে পারছি না।

মিঃ টেলর, অনুষ্ঠান থেকে রাগে এবং দুঃখে পালালেন।

মিঃ টেলর সোজা পুলিশ কমিশনারের বাড়িতে গেলেন।

মিঃ ওয়াটসন, আসতে পারী ?
নিশ্চই স্যার ..
আমি কথা দিচ্ছি স্যার, এবার নিজেই তদন্তে নাইরোবি যাবো। ব্যাপারটা এখন সমগ্র লন্ডনের প্রেস্টিজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ওরা এখন জীবিত না মৃত, শুধু এটুকুই জানান
সত্যি-ই আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। পুরো তদন্তটা গোপনেই করতে হবে।
প্লেনটা নিশ্চই একবার তেল নিতে কায়রোতে ল্যান্ড করেছিল। কায়রোতে গেলে হয়তো কোন 'ক্লু' পেতেপারী।
লন্ডনের বাড়িতে গ্রাহামের মা একাকি চিন্তায় বিপর্যস্ত।
হে-বিদেশী তুমি আমাদের বন্ধু, সর্দার তোমায় ডেকেছে।
সর্দার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় ...... ।
এদিকে নাইরোবির জঙ্গলে
হে-উপকারী বন্ধু তুমি কোথায় গেলে ...
তোমাকে স-সম্মানে নিয়ে যেতেই সর্দার আমাদের পাঠিয়েছে।
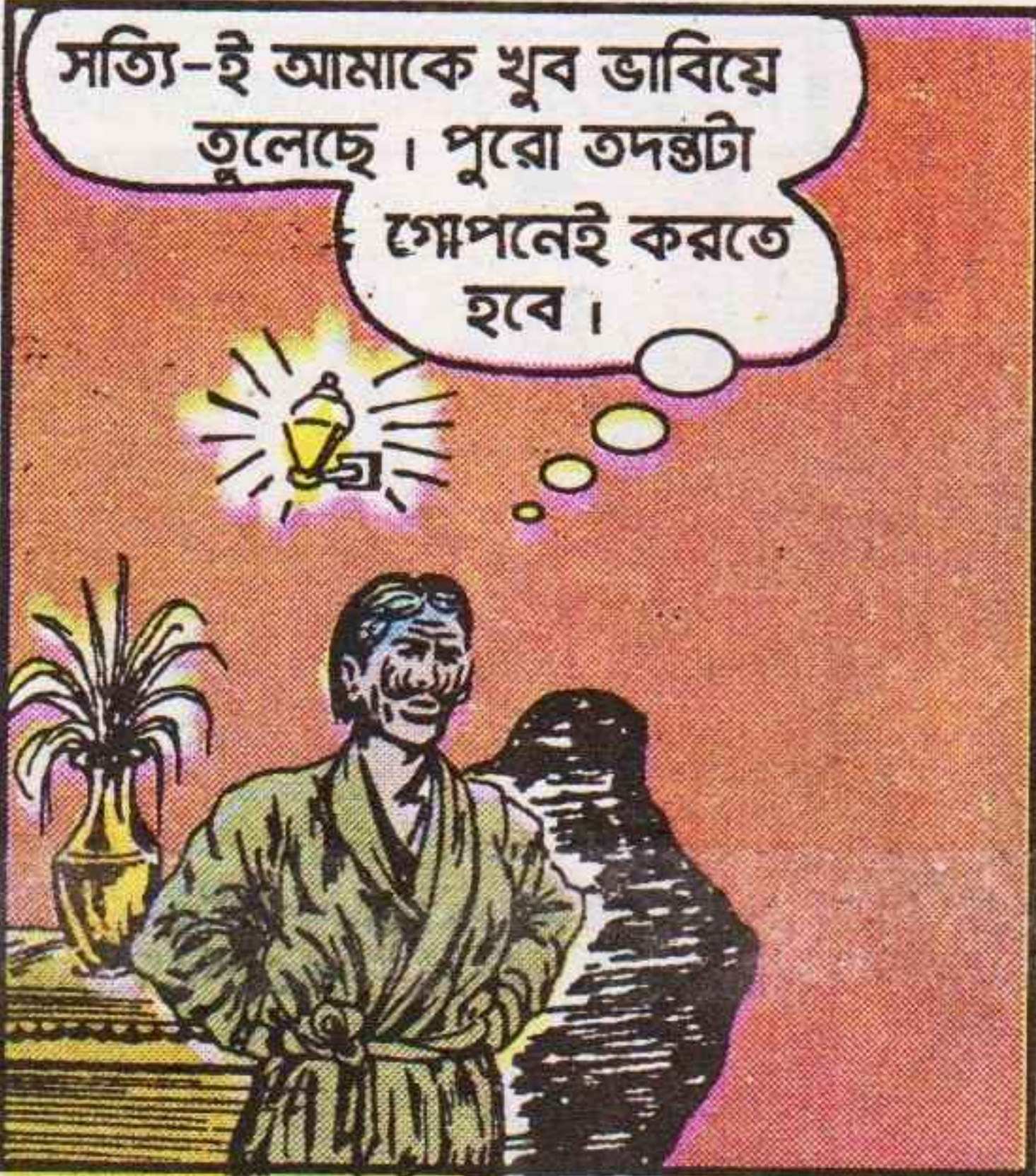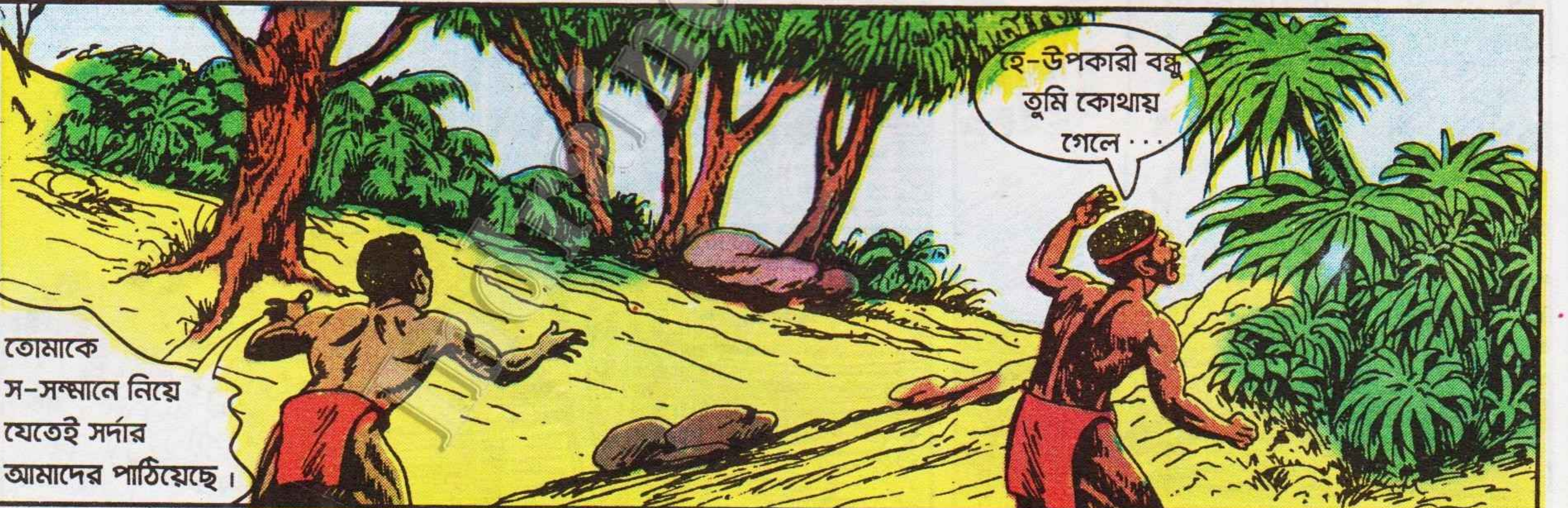
গ্রাহাম হাঁটতে হাঁটতে বেশ রুক্ষ পরিবেশে এসে পৌঁছল।

এতো দেখছি শুধু পাহাড়ই পাহাড় - কোনো পথ নেই।

এই উঁচু পাহাড়টায় উঠতে পারলে পাহাড়ের ওপাশে কি আছে জানতে পারতাম।

আর একটু ....

এরাতো দেখছি আবার টেকো মাসাই, এরা অত্যন্ত হিংস্র।

এরাতো জ্যান্ত সিংহের ল্যাজ কেটে, কে বেশি সুপুরুষ - তার প্রমান দেয়।
বাপ্‌রে ....
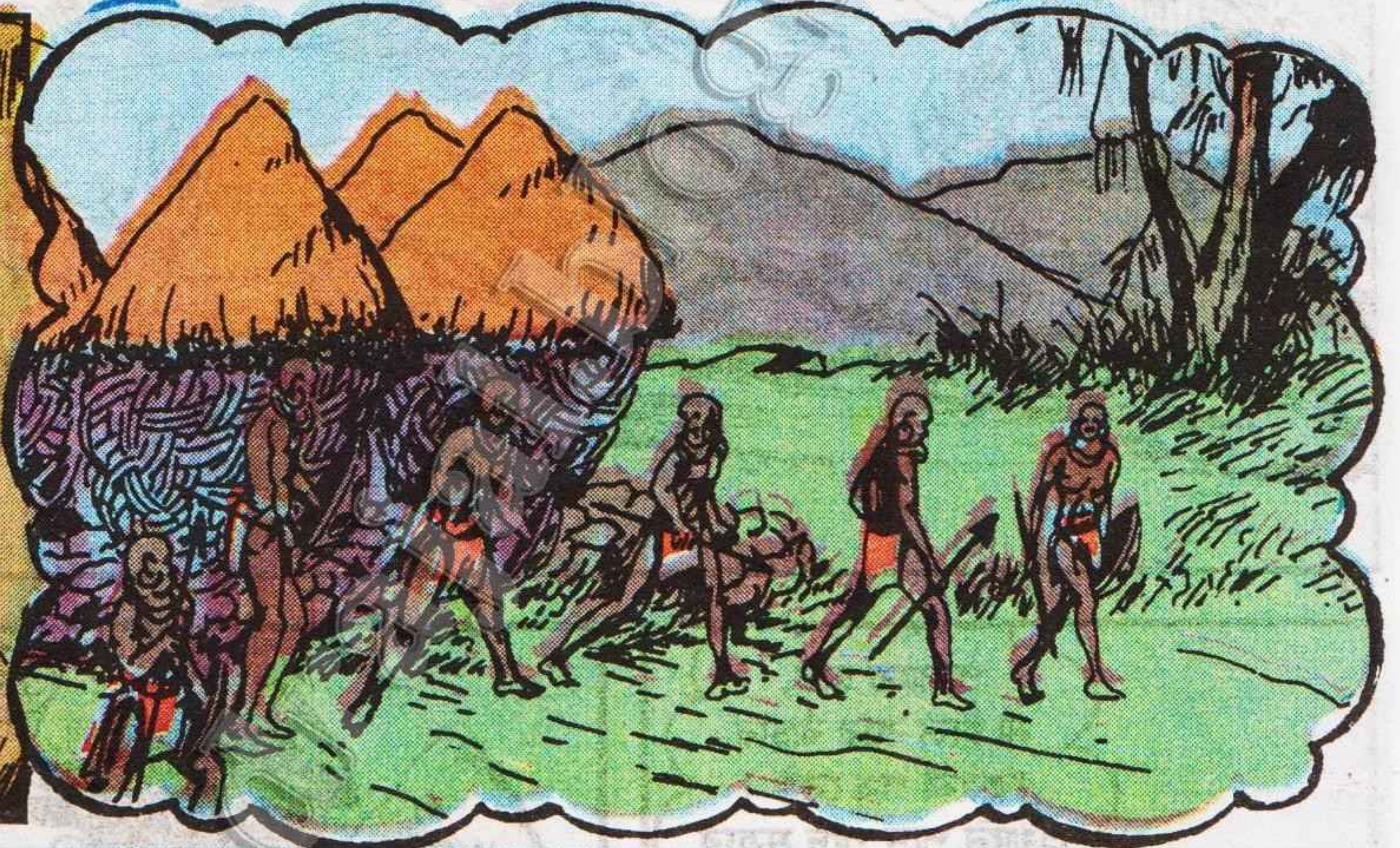
আঙ্কেলের দলের লোকেরা তবু কিছু সময় দিয়েছিল, এরাতো বোধহয় জ্যান্ত পুড়িয়ে খাবে। এখন ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনপথ নেই ..

ওহ, এ আবার কোত্থেকে উদয় হল ? এখন বন্দুক চালালেও মাসাইরা ক্ষেপেযাবে। কি বিপদ ......

গ্রাহাম নানা কথা ভাবতে ভাবতে পা পিছলে গড়িয়ে পড়ল।

গ-র-র-র

ওহ

ওহ -! কি সাংঘাতিক জায়গায় পড়লাম।

!

!!

?
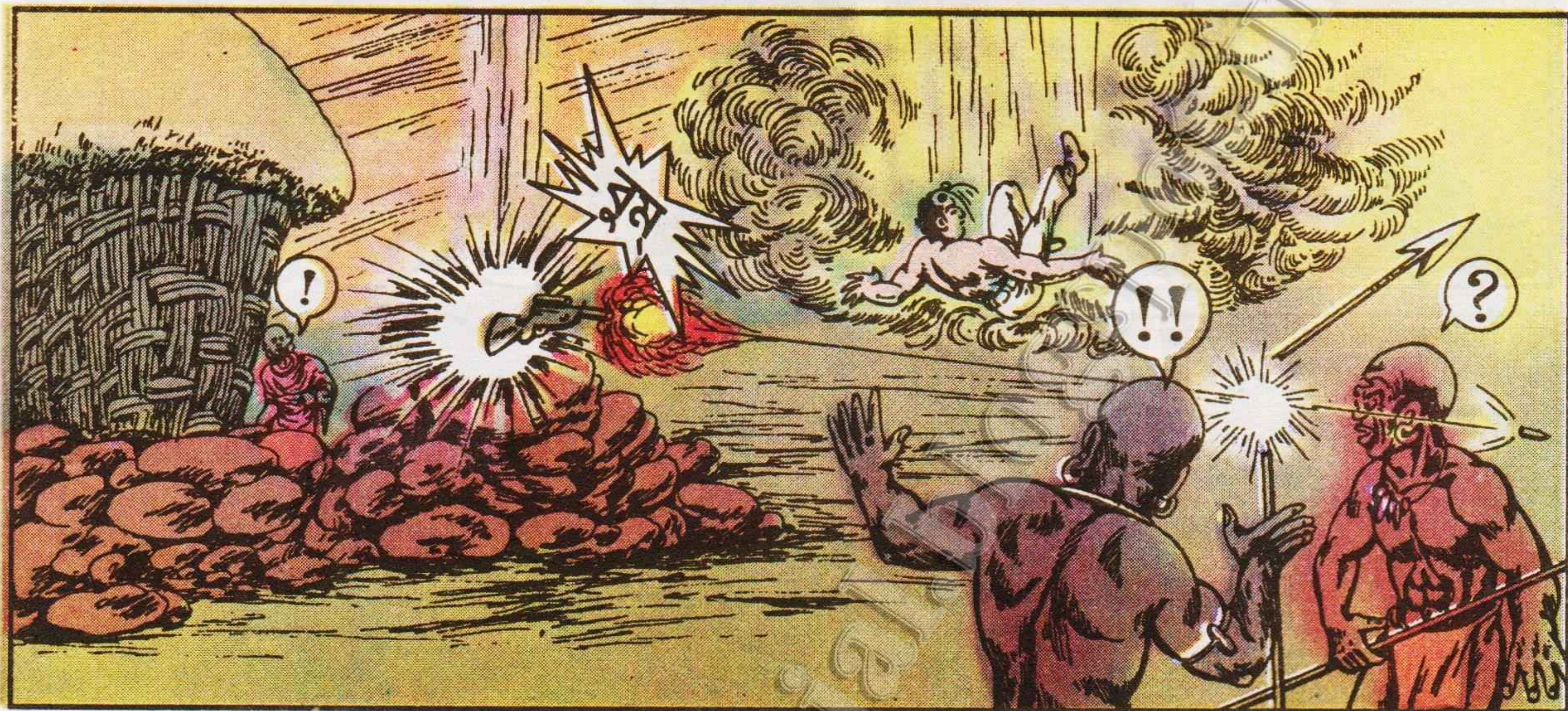
পালাতে হবে, না হলে আর বাঁচার কোনো পথ নেই ! এখানে পদে পদে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে !

ওকে মার

না যেন পালাতে পারে ....

এই লোকটাই সাংঘাতিক

বাপরে -আর একটু হলেই গেছিলাম ....

গ্রাহাম নিজেকে ওদের বল্লমের হাত থেকে বাঁচাতে লাগলো
সোঁ - ও - ও - ও ---
এভাবে আর কতক্ষন নিজেকে সামলাবো ?
এই মরণ ফাঁদ থেকে বোধহয় আর ফেরা যাবেনা । এখনও ডেভিডের কোনো খোঁজ পেলাম না । উহ্ .....
আর একটু জোরে চাপ দিলে বল্লম গুলো গেঁথে যাবে !
যা বলছে চুপচাপ শুনতে হবে ।
ভালোকরে ঘিরে রাখবি, আমি সর্দারকে খবর দিতে যাচ্ছি --
একটু নড়লেই মার ...
দলের মেয়েরা কাছে যাওয়ার সাহস দেখালো না
মাসাইদের সর্দার দূর থেকে সব লক্ষ করল ।
কে ওটা ?
হুঁহুঁহুঁ
?
!
লোকটা এলো কোথা থেকে··?

যাঃ লোকটাকে গিয়ে ভালোকরে বেঁধেরাখ, আমি যাচ্ছি।

ওরা আটকে রেখেছে সর্দার

দ-দ-ম-দ-ম

পাহাড়ের ঐ পারের গ্রামগুলো থেকে শব্দটা আসছে। সর্দারকে খবরটা দিতে হবে। হাঁ, ঠিক বলেছিস তোরা, শব্দটা ঐদিক থেকেই আসছে।

নিশ্চই নতুন কাউকে দেখতে পেয়েছে ......

ম-ডু-ডু-ম-ডু-ম-ডু-ডু-ম

ডু-ডু-ম-ডু-ম-ডু-ডু-ম

ও আমাদের বন্ধু, ওকে জ্যান্ত অবস্থায় চাই .....

ওরা এসেছে আমায় নিয়ে যেতে। এই বর্বরদের হাত থেকে পালাবার এটাই সুযোগ।

?

!!

?

ও আমাদের বন্ধু। সর্দারের আদেশ আছে ওকে নিয়ে যেতে হবে, না হলে যুদ্ধ।

ওদিকে লন্ডনে মিঃ রিচার্ড তার সমস্ত সাকরেদদের নিয়ে মেহেফিলে মসগুল।
হা-হা, ও নাকি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে। জুলিকে সব বলে দেবে, এবার স্বর্গে গিয়ে সব বলবে।
বস্, আমি কায়রোতে গিয়ে পাগল সেজে ওদের প্লেনের একটা যন্ত্র বিকল্ করে দিয়ে এসেছি।
স্যার, আপনার কাজের কোন ত্রুটি রাখিনি

সুদুর লন্ডনে একাকি জুলির কান্নার কোন খবরই গ্রাহাম পেলো না।

ও আমাদের বন্দী ...
ঐ বিদেশীকে ছেড়েদে
বুনো সর্দারের লোকেরা গ্রাহামকে নিয়ে যেতে, টেকোদের কাছে এলো

ভেবেছিলাম পালাবো, কিন্তু পালানোটা অত সোজা নয়। তার চেয়ে বরং বুড়ো আঙ্কেলের দলে মিশে যাওয়া ভাল।

ভালোয় ভালোয় ছেড়েদে - নয়ত যুদ্ধ অবশ্যই, সর্দারের হুকুম।
আমরাও প্রস্তুত আছি।

ওরা এসেছে আমায় নিয়ে যেতে, এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে

ঐ আমাদের সর্দার,- তোদের যাকিছু বলার সর্দারকে
....গিয়ে বল।

ঐ বিদেশী আমাদের বন্ধু, 'সর্দার' -সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন। না হলে - যুদ্ধ ....
ঐ বিদেশী আমাদের বন্দী, ওকে আমরাই শাস্তি দেব। তোদের হাতে দেবো না।

'হোক যুদ্ধ' তবুও আমরা ঐ বিদেশীকে ছাড়বোনা।
!!

কোনো কথাই শুনবো না আমরা আমাদের বন্ধুকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবই।
তাহলে আমাদের সঙ্গে লড়ে মর!
আর এক মুহূর্ত দেরী করা উচিৎ হবে না
গ্রাহাম ঝড়ের গতিতে টেকো মাসাইদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো
!!
?
ও - হ্
দাম্ !
বাপরে
লোকটা সাংঘাতিক- ওকে থামা, বেঁধেফেল। আমাদের লোকগুলোকে নৃশংসভাবে মারছে।
?
?
উঃ উঃ!!!
ওকে সবাই একসঙ্গে ধর, ওকে জ্যান্ত বলি দেব।
!
মার ব্যাটাকে, – বাঁধ ব্যাটাকে
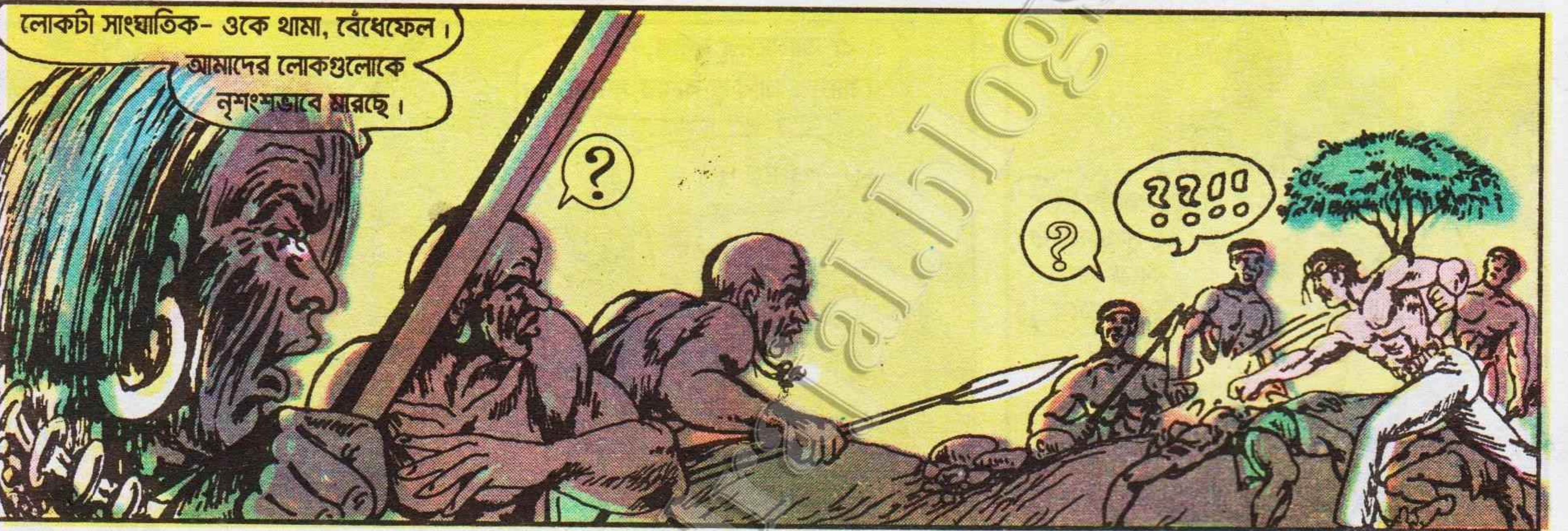
গ্রাহাম তার সর্ব্বশক্তি দিয়ে একের পর এক টেকোকে সাবাড় করতে লাগলো।

মার -

মার -

দুম্!

দুম্ ! ঠাঁই
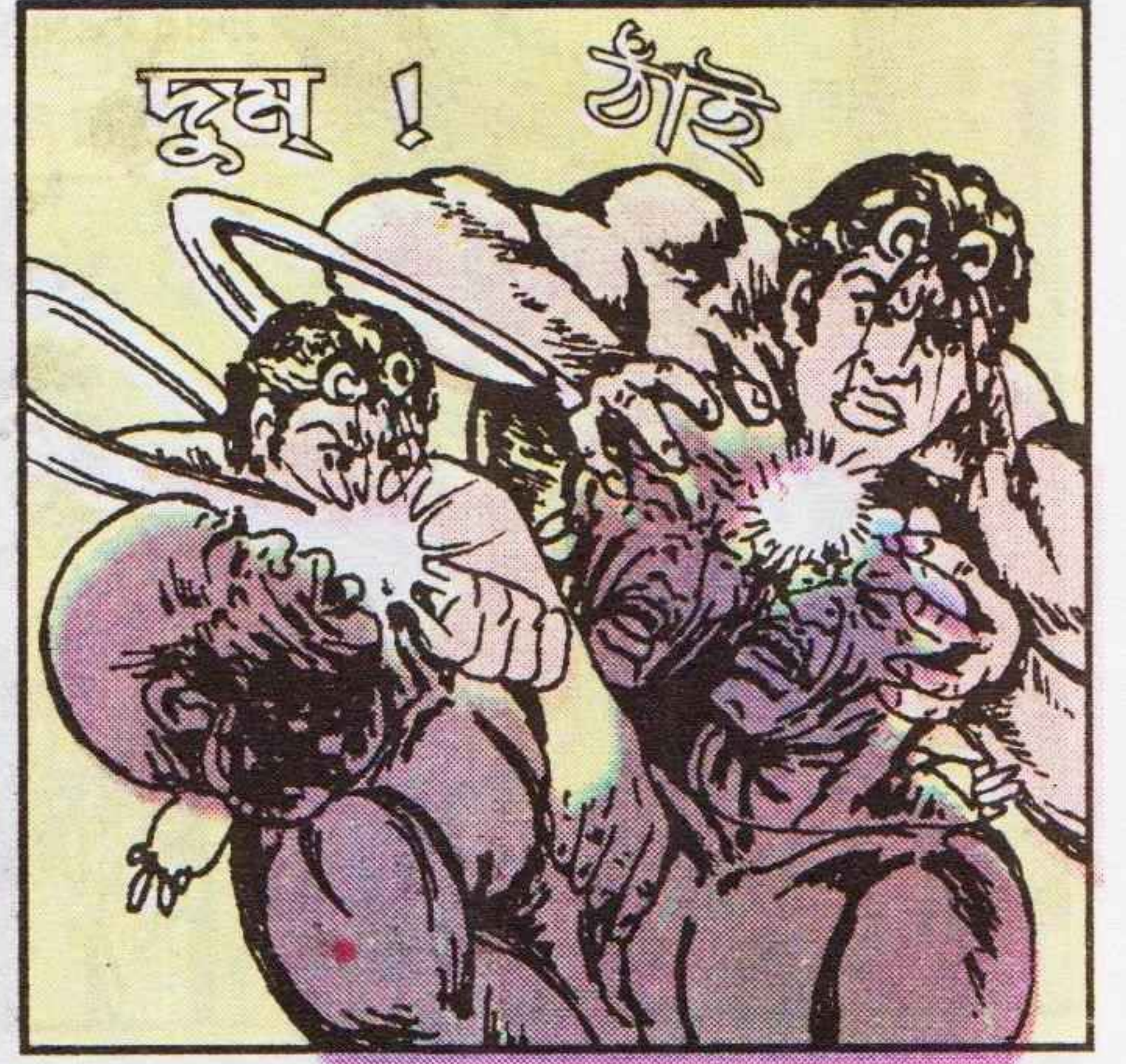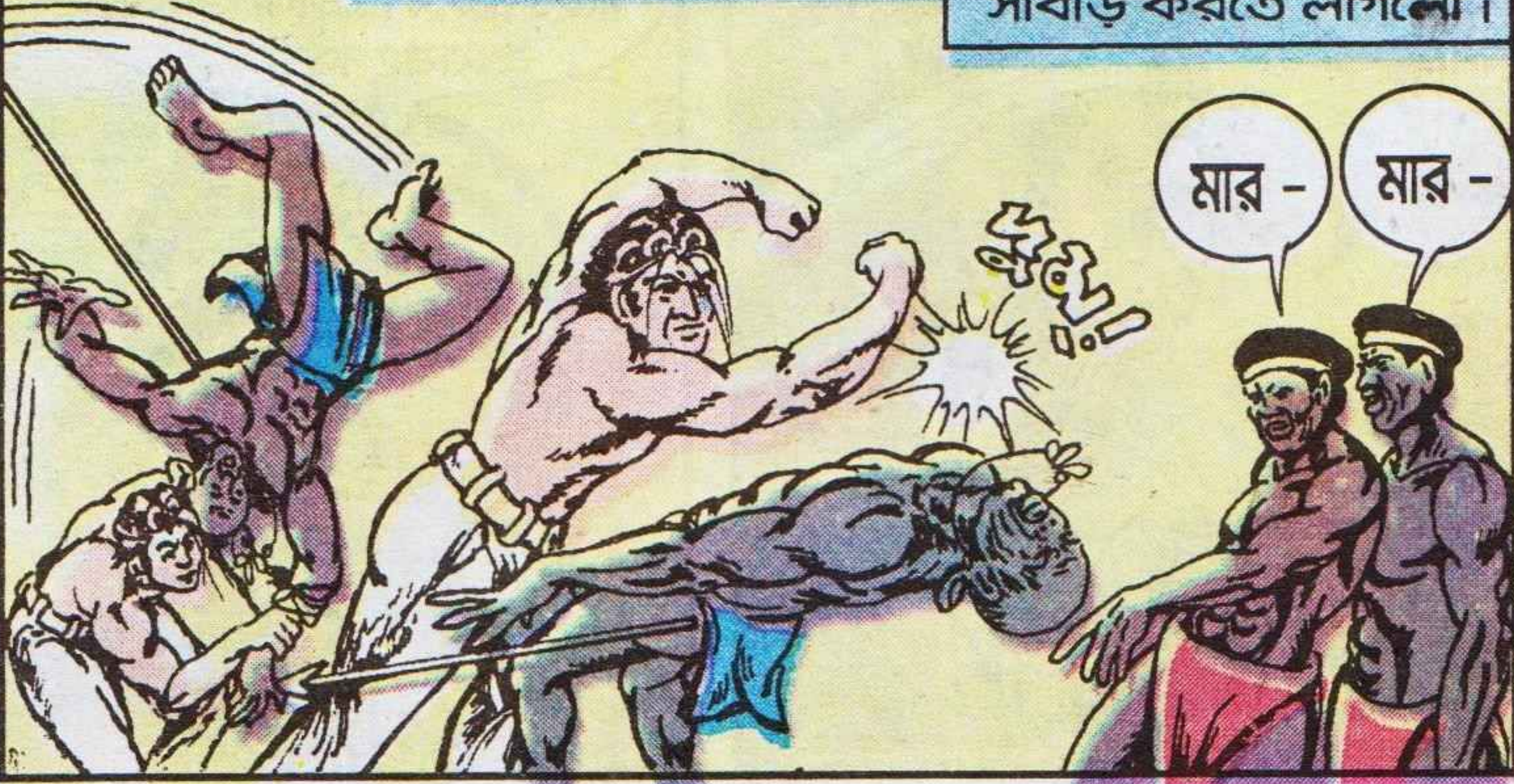
মার ও কে

ব্যাটা সাকরেদ্-দের নেড়া রেখে নিজে চুলের বাহার দেখাচ্ছে।

দুম্!

এই জঙ্গলে বাঁচতে গেলে আক্কেলের দলে মিসে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ

হে বিদেশী তোমার ধোঁয়ানলটা আমার হাতে . . .

টেকো, আর নকল চুলদিয়ে বাহার দেখাবিনা। আমাদের বন্ধুর কাছে সব-সময় ধোঁয়ানল থাকে, তাই আর প্রতিযোগিতায় আসার চেষ্টা করবিনা।

আমাদের জোয়ানদের এইভাবে মেরে চলেগেল !

সর্দার আমাদের 'বন্ধু' কে উদ্ধার করে এনেছি।

সাবাশ, জোয়ানরা

আজথেকে 'বন্ধু'-আমাদের সঙ্গেই থাকবে। সবাই মিলে খুশির আয়োজন কর।

তোমাকে বুঝতে ভুল করেছিলাম, এসো 'বন্ধু' বুকে এসো

জঙ্গলে খুশির বাজনা বাজলো।

ডু-ম্-ডু-মা-ডু- ম্-ডু -ম্

সবাই বাজনার তালে তালে নাচ গানে মত্ত হোলো

শিকারের আয়োজন কর,
আমরা বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে
যাবো।

সবাই আনন্দে শিকারের উদ্দেশ্যে রওনা দিল গভীর জঙ্গলে।

এসেছিলাম শিকার করতে।
কিন্তু এখন আর এইসুন্দর
পাখিগুলোকে দেখে মারতে
ইচ্ছে করছে না।

ওরা দেখতে ভয়ঙ্কর,
কিন্তু এমনিতে আমাদের
সঙ্গে কোন শত্রুতা
করে না।
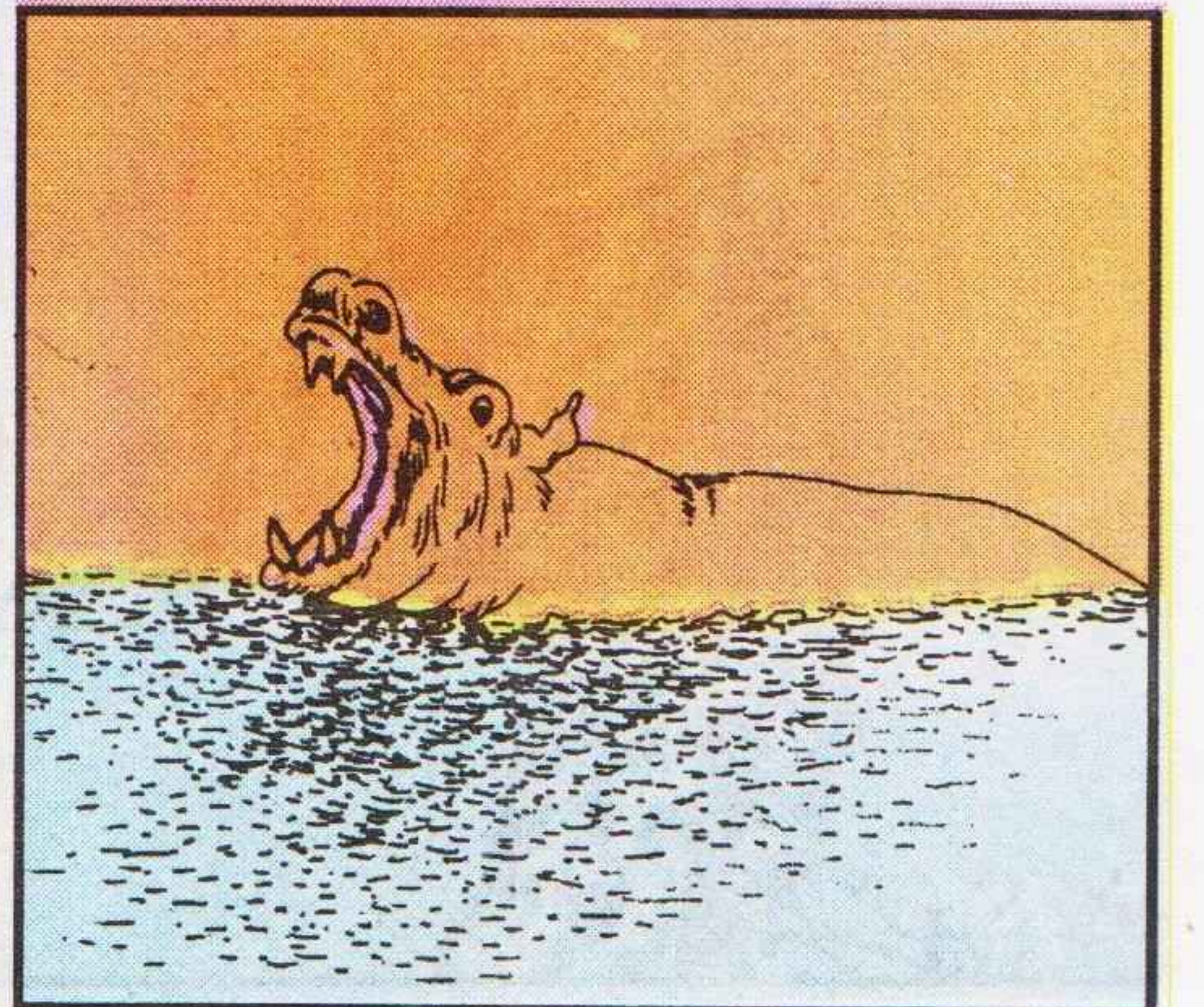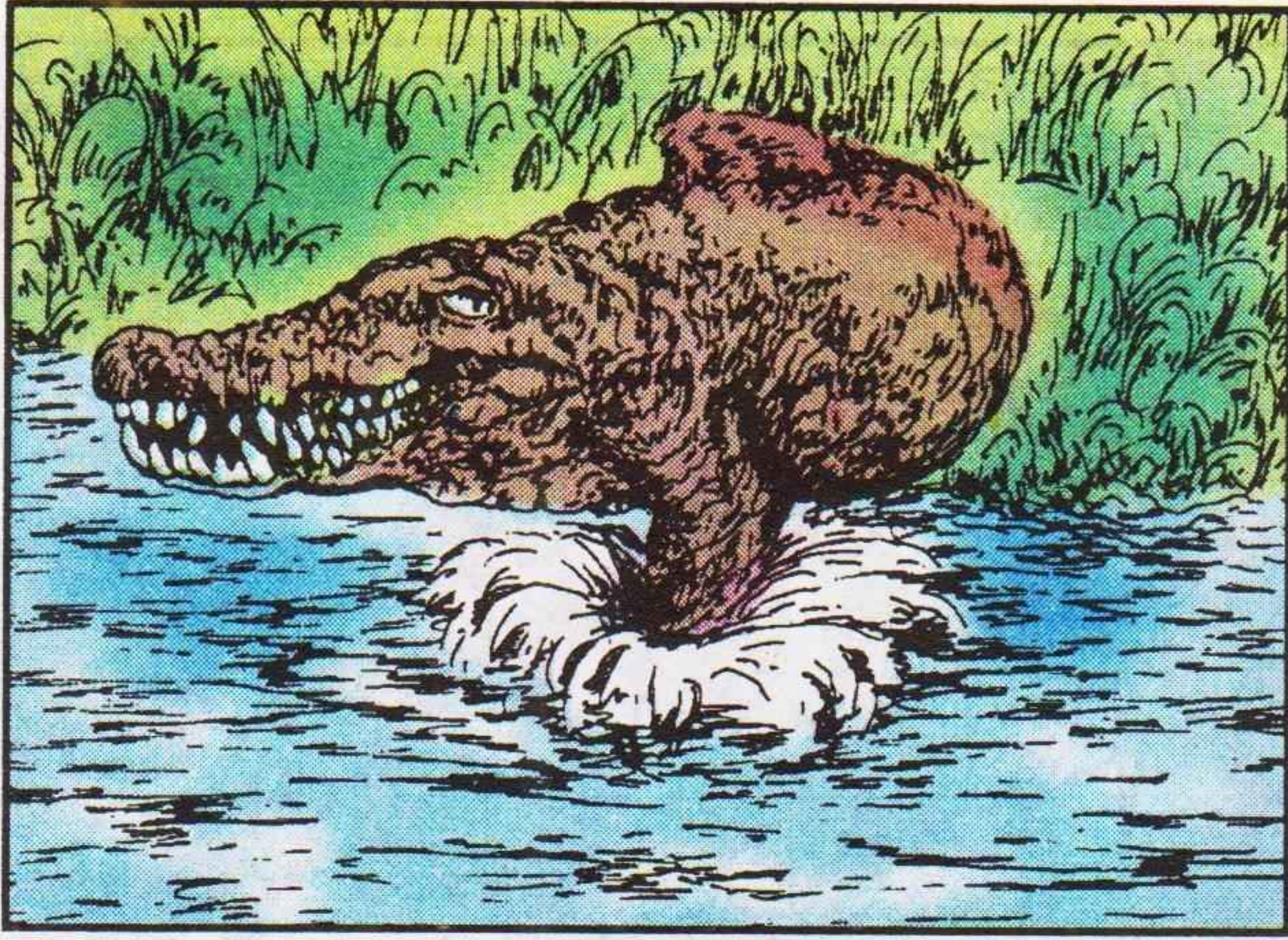
গ্রাহাম গাছের আড়াল থেকে সব বন্য জন্তুদের কাছ থেকে দেখতে লাগলো।

তোরা খুব কাছে যাস্ না, হরিণটা পালাবে।

ঐ যে দূরের হরিণটা দেখা যাচ্ছে, ওর মাংস খুব সুস্বাদু। ওটাকেই শিকার করবো।

দূরত্বের কারণে একটাও তীর হরিণের গায়ে লাগলো না

হরিণটা দৌড় লাগালো

জিরাফগুলোও দূর থেকে সব কিছু লক্ষ্য করলো।

শিকার ফস্‌কে যাওয়ায় সবাই হাসতে লাগলো।

হো.....হো.....হো.....

হা...হা...হা

হা....হা...হা

বিদেশী বন্ধু,
এই যে তোমার ধোঁয়ানল—
এইটা দিয়েই মার ।

তাড়াতাড়ি দাও,
পালালো - যে

গ্রাহাম সবাইকে থামিয়ে নিশানা স্থির করলো ।

সবাই চুপ্

ব্রম্!

আমাদের
শিকার
সফল

ঐ-যে ও
পড়ে যাবে !

কিন্তু ও যে গাছথেকে
পড়ে গেল !

?

গ্রাহাম দৌড়ে কাছে গেল

!

পা-টা ভেঙেছে মনে হয়।

পল্-টা সারাজীবন খোঁড়া হয়ে গেল রে....

সব-ই ওর নিজের দোষে

কিছু হবেনা, তাড়াতাড়ি কয়েকটা সোজা কাঠের টুকরো নিয়ে এসো।

এ পা আর ভালো হবে না।

না না কিছু ভয় নেই, কয়েক দিন বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বড্ড ব্যাথা লাগছে।

গ্রাহাম পলের পায়ে ভালোকরে ব্যান্ডেজ করে দিল।

তোকে কে বলেছিল - ঐ মগডালে চড়তে ?

গ্রাহাম ও সঙ্গীরা আহত পল্-কে নিয়ে বাড়ি ফিরে চল্ল।

সবাই একত্রে বসে খাওয়ারের আয়োজন করতে লাগলো।
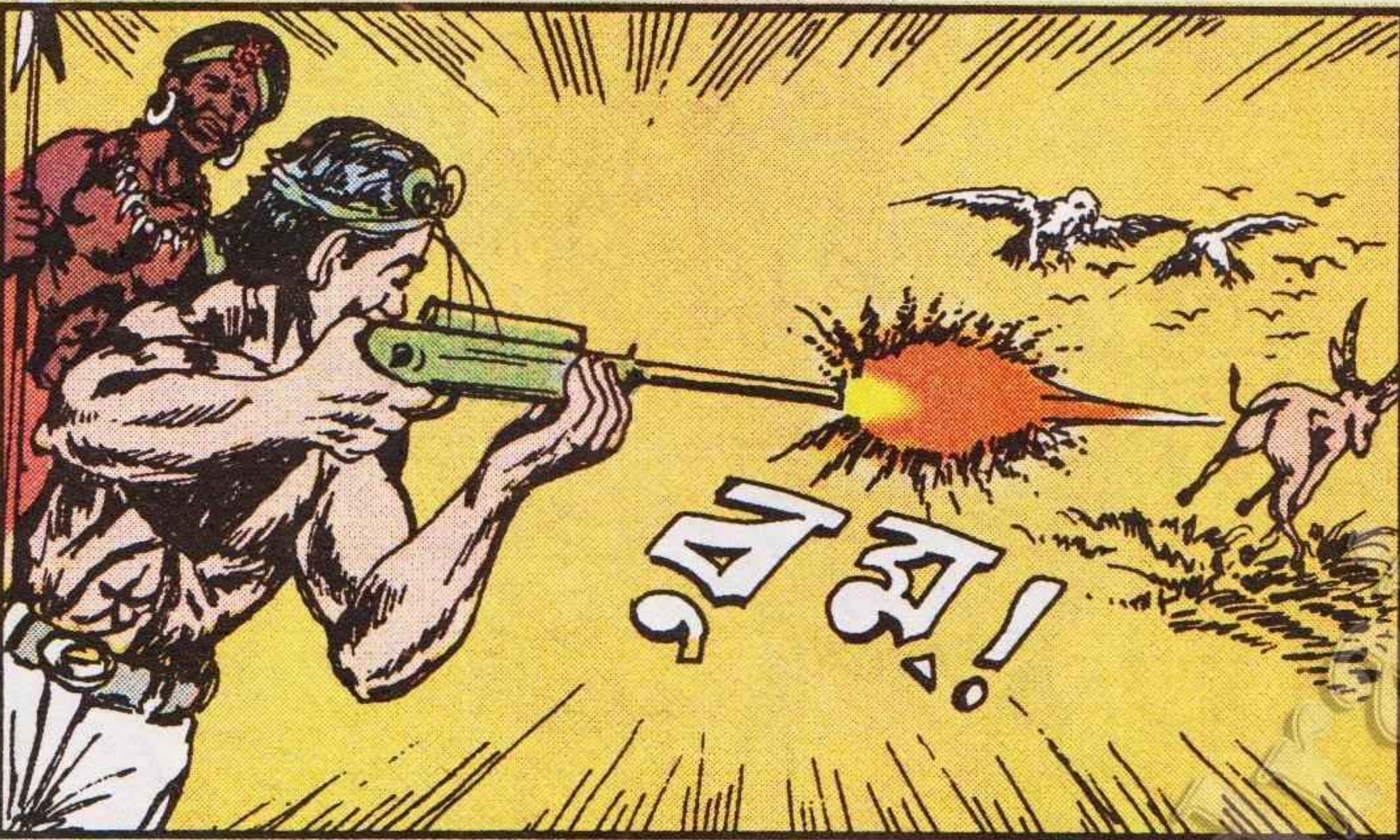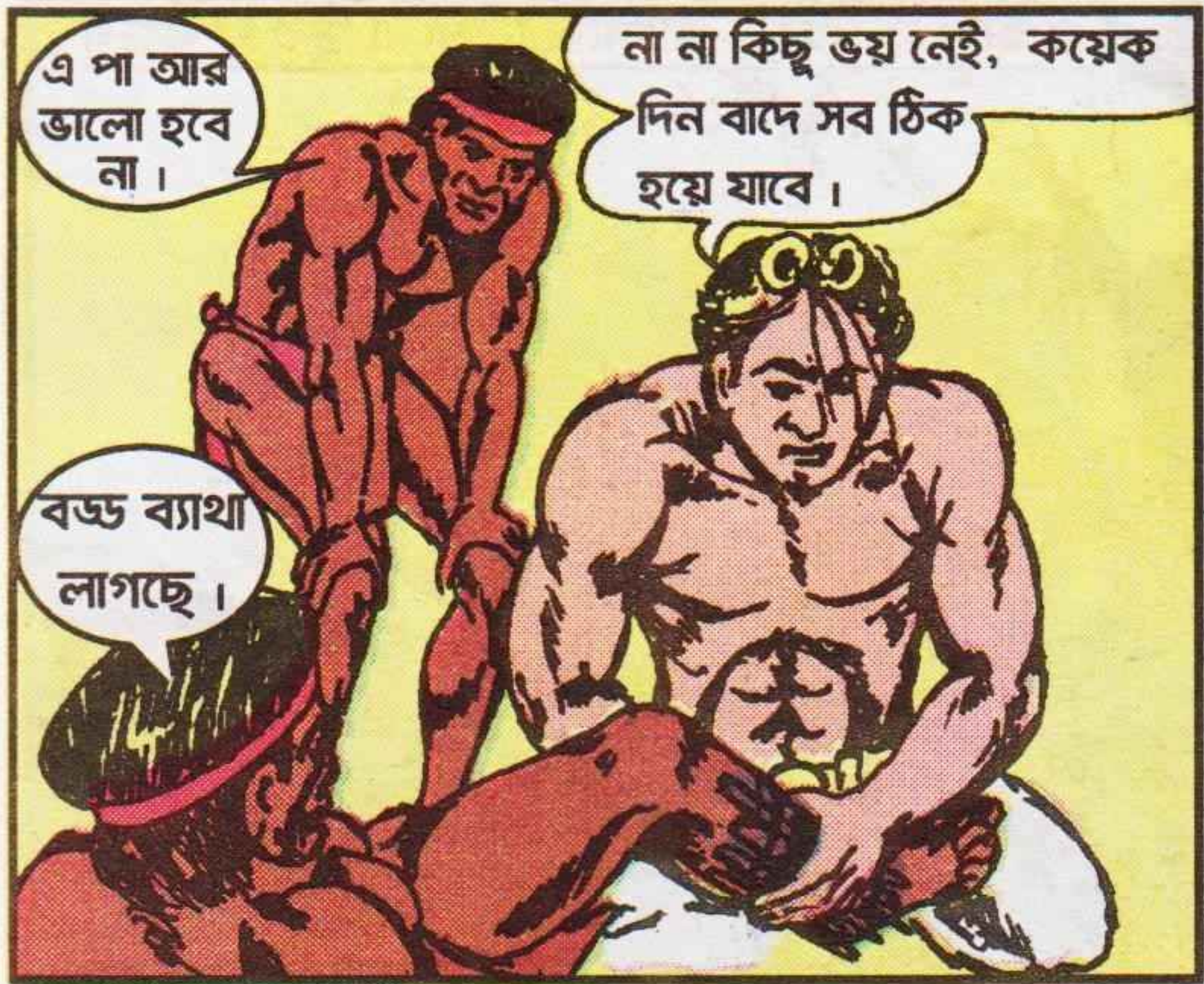
রাত্রিতে গ্রাহাম সবার সঙ্গে গভীর অরন্যে বসে খাওয়ার খেতে খেতে বিভিন্ন গল্পে মত্ত হল।

ঐ বদমাইস গুলো ও জল পথে বার বার এসে আমাদের ওপর খুব অত্যাচার করে। আমাদের জমিয়ে রাখা ভালো ভালো খাওয়ার সব ওদের দিয়ে দিতে হয়।

প্রতিবাদ করলে ধোঁয়ানলের সামনে পড়তে হয়, দলের মেয়েদের বন্দী করে নিয়ে যায়।

আমিও তোমাদের নতুন-নতুন কৌশল শিখিয়ে দেব।

!

গ্রাহাম ওদের খুব প্রিয় হয়ে উঠলো

এই জঙ্গলে সবার সঙ্গে মিশতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এরা খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ। জলদস্যুরাই এদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করে চলেছে।

এই অসহায় মানুষগুলোকে আত্মরক্ষার কিছু উন্নত কলাকৌশল শিখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। সামগ্রীক শক্তিই ওদেরকে জলদস্যুদের হাত থেকে বাঁচাবে।

শুধু ডেভিড্‌টাকে ফিরে পেলে মনে আর কোনো দুঃখই থাকতো না।
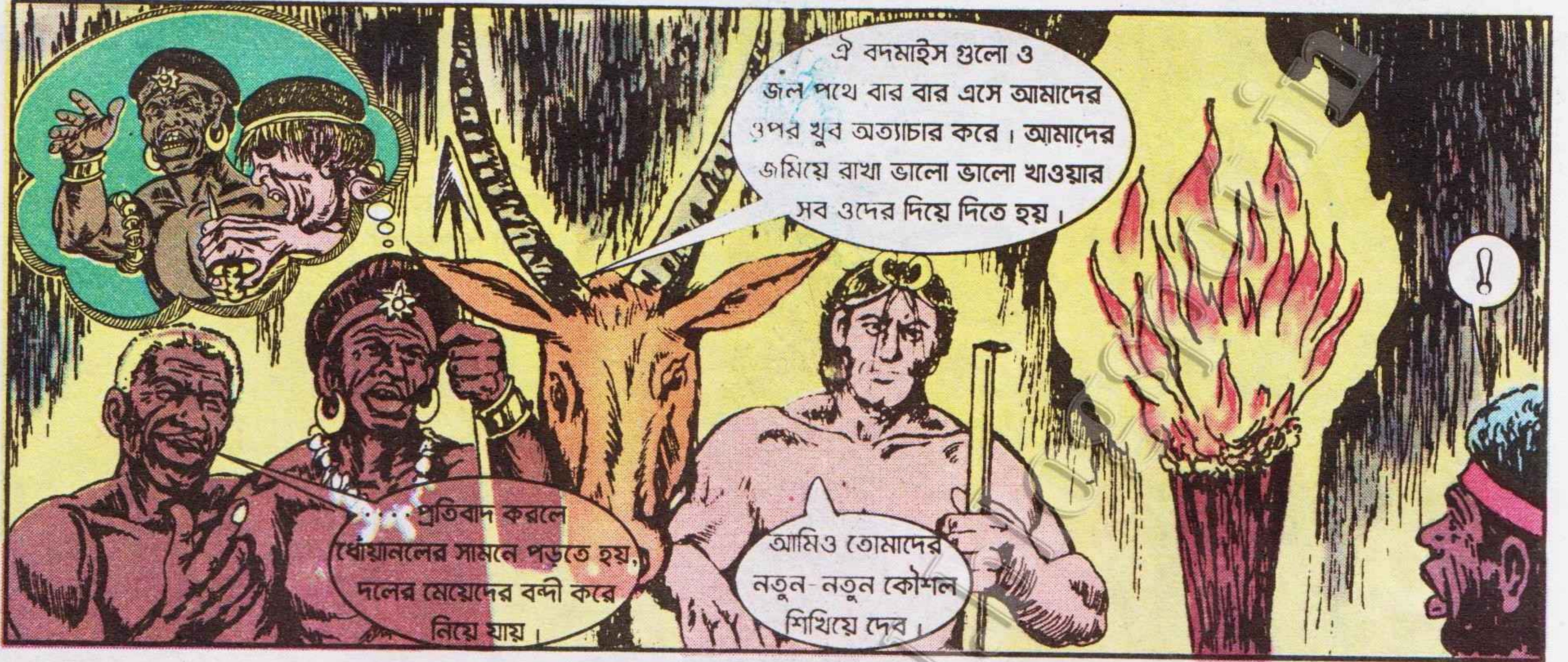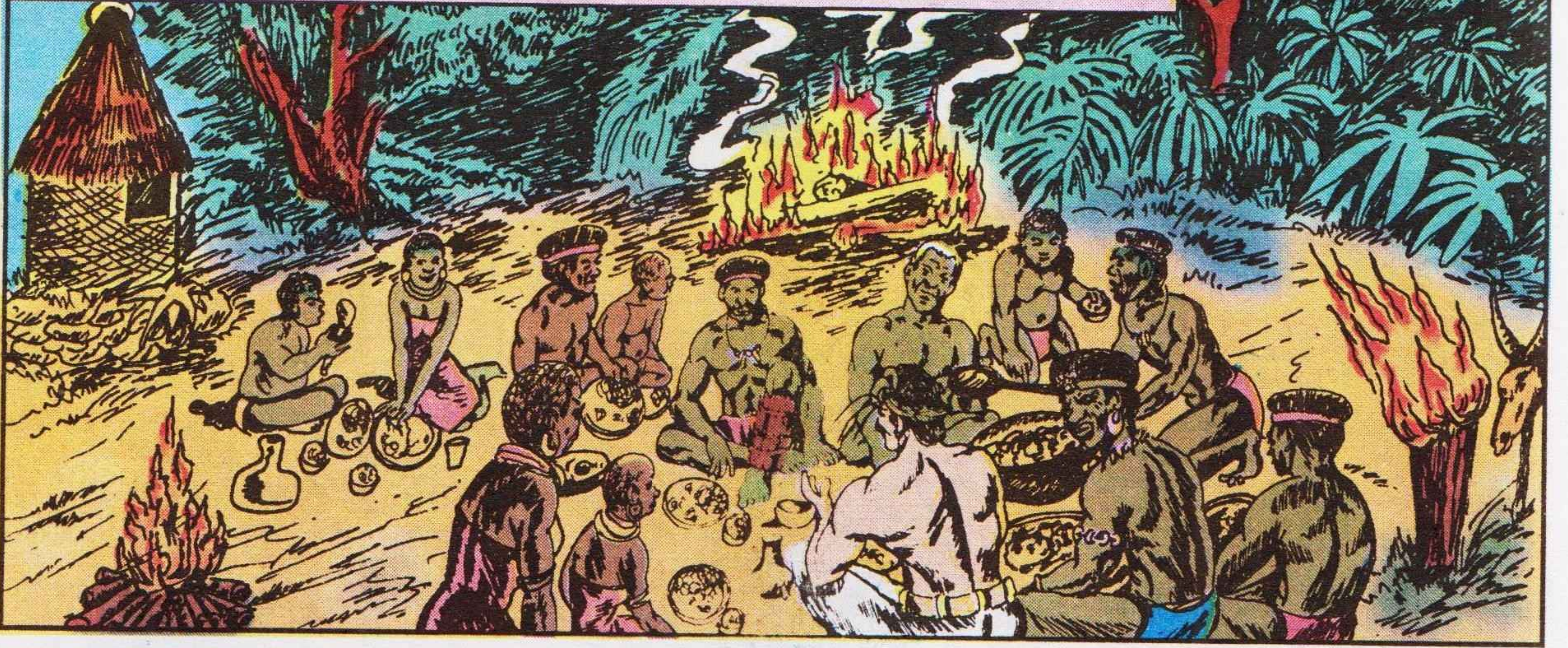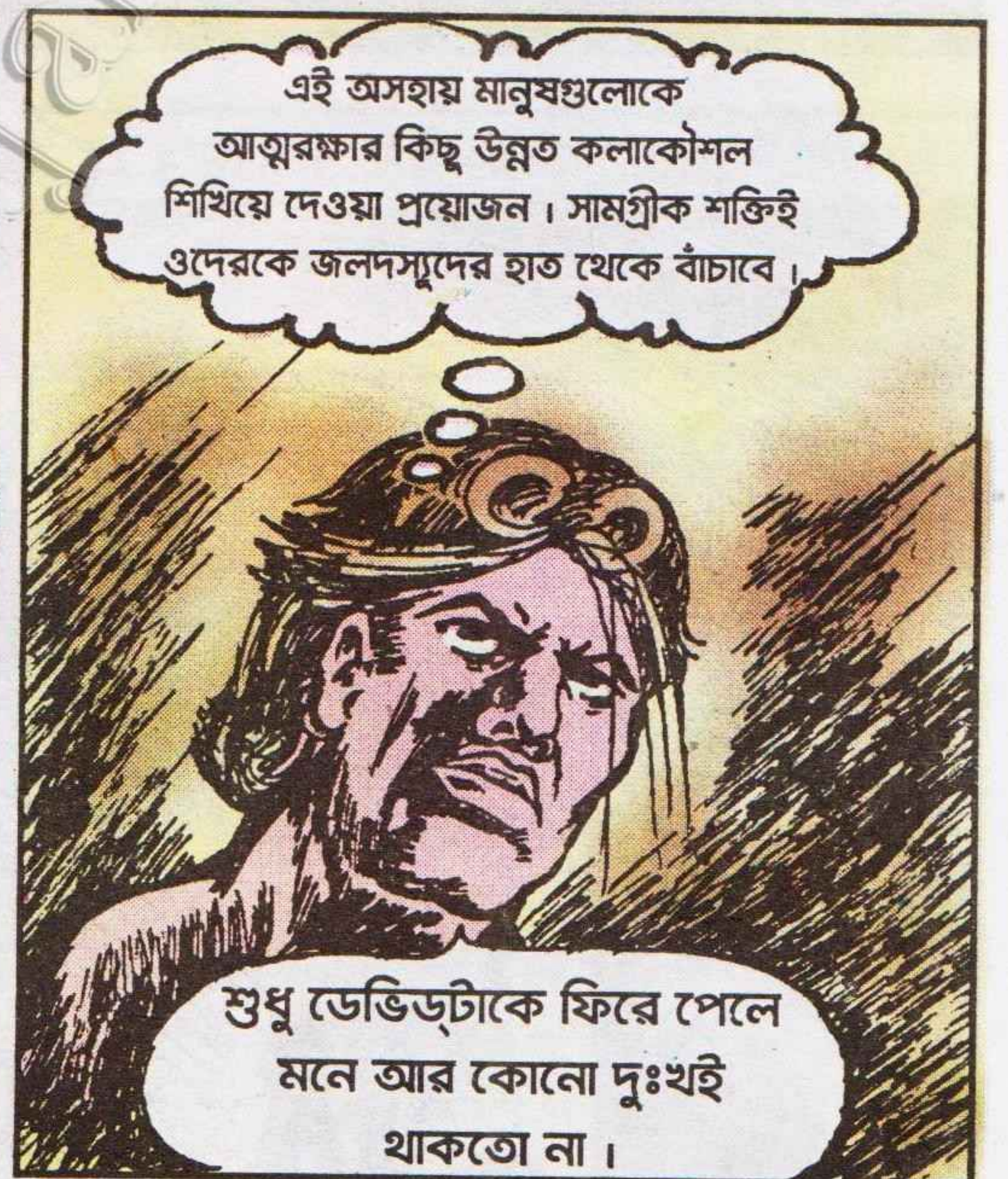
গভীর জঙ্গলে গ্রাহাম নতুন নতুন কৌশল শেখাতে লাগলো

বাঁশের লাঠিকে বাঁকিয়ে দড়ি দিয়ে টান তৈরী করে তার ডোগায় বল্লম অথবা মশাল লাগিয়ে যদি দড়িটা কেটে দেওয়া যায় ....

কি আশ্চর্য্য !

সব কিছুই মাঝ--নদী পর্যন্ত ছুঁড়ে দেওয়া সম্ভব।

?

বুনোরা বাঁশের কলের এই ক্ষমতা দেখে আনন্দে লাফাতে লাগলো
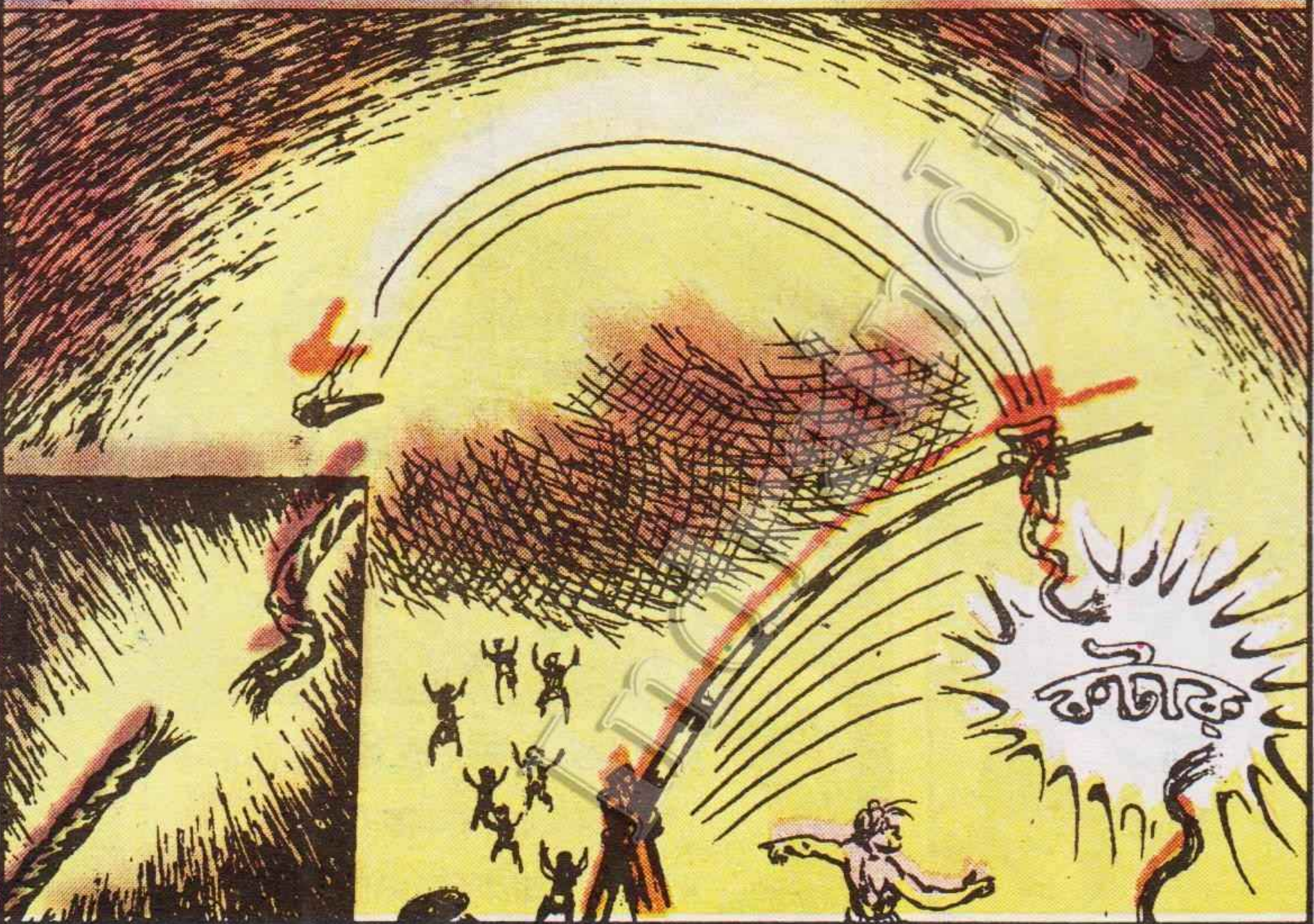
এতদিন পর, ওদেরকে যোগ্য জবাব দিতে পারবো মনে হচ্ছে।

জলদস্যুরা এদেরকে দীর্ঘদিন ধরে শোষন করে চলেছে। এবার ওদেরকে যোগ্য জবাব দিতে হবে।

এবার জলদস্যুরা এলে হাড়ে -হাড়ে টের পাবে।

এদের সঙ্গে দিন কাটাতে বেশ লাগছে। কিন্তু মাঝে-মাঝে বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়।

কয়েকদিন বাদে দূরসমুদ্রে দেখা গেল জলদস্যুদের জাহাজ।

এবার সবাই তৈরি হও, নতুন যুদ্ধের জন্য। ব্যাটাদের জব্দকরতে হবে। 'বন্ধু'কে খবরটা জানাও।

জানিনা এই যুদ্ধে আবার কত ক্ষতি হবে ?

ওরা পর-পর এগিয়ে আসছে।

বাচ্চা ও মেয়েদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দাও। দলের লোকদের তৈরী হতে বল।

জলদস্যুরা সবসময় ঐদিকের নারকেল বনের পাশদিয়েই আসে।

তোরা ...... বাড়ির বাচ্চা ও মেয়েদের তাড়াতাড়ি নিরাপদ জায়গায় সরিয়েদে।

চলে এসো তাড়া-তাড়ী।

দলের জোয়ানরা, বাচ্চা ও মেয়েদের নিরাপদ যায়গায় সরিয়ে দিল

তোমাদের সবাইকে ঠিক যেভাবে শিকিয়েছি, আজ তার পরীক্ষা দিতে হবে।

সর্দার সবাইকে নিয়ে ঐ বাঁশের কলগুলো ঠিক করুন। আমি গাছের আড়ালে থাকবো খুড়োকে নিয়ে।

ঠিক আছে

আঙ্কেল তাড়াতাড়ী গিয়ে আমার কার্তুজের বাক্সটা নিয়ে এসো।

ওদিকে জলদস্যুরা

গ্রামবাসিরা কোথায় গেল, কাউকেত দেখতে পাচ্ছি না ....

উফ, কি ভারী !!

এই যে তোমার বাক্সটা এনেছি

গ্রাহাম সজোরে এক লাথি মেরে বাক্সটা খুলে ফেল্‌ল।

তুমি বাক্স থেকে দূরবীনটা নিয়ে নাও।
আমাকে লোকগুলো চিনিয়ে দেবে।

আমি আঙ্কেলকে সঙ্গে নিয়ে চল্‌লাম।
আড়াল থেকে
মোকাবিলা করবো।

ঠিক আছে বন্ধু

গ্রাহাম দূরবীন দিয়ে গাছের আড়াল থেকে লক্ষ করলো।

আঙ্কেল দেখে বল ওদের মধ্যে
কে-কে আসল বদমাইশ।

ঐতো মোটা রবার্ট এবং কানা অক্টোপাস, এই দুটো সবচেয়ে বদমাইশ।

দূরবীনটা তুমি রেখে দাও

আমার বন্দুকে দূরবীন লাগানো আছে।

এই নিন.... হুইস্কির বোতল

ডাঙায় নামার আগে একটু ঢেলে নিই।

ঠং

এ কাজ কে করলো .... কার এত সাহস?

খুড়ো দূরবীনে ওদের খেলা দেখে হাঁসতে লাগলো।

এটা তোরই কাজ, আমি জানি।

আমি কিছুই জানলাম না, তবুও মার খেতে হোলো।

ব্যাটারা দারুন জব্দ হয়েছে.....
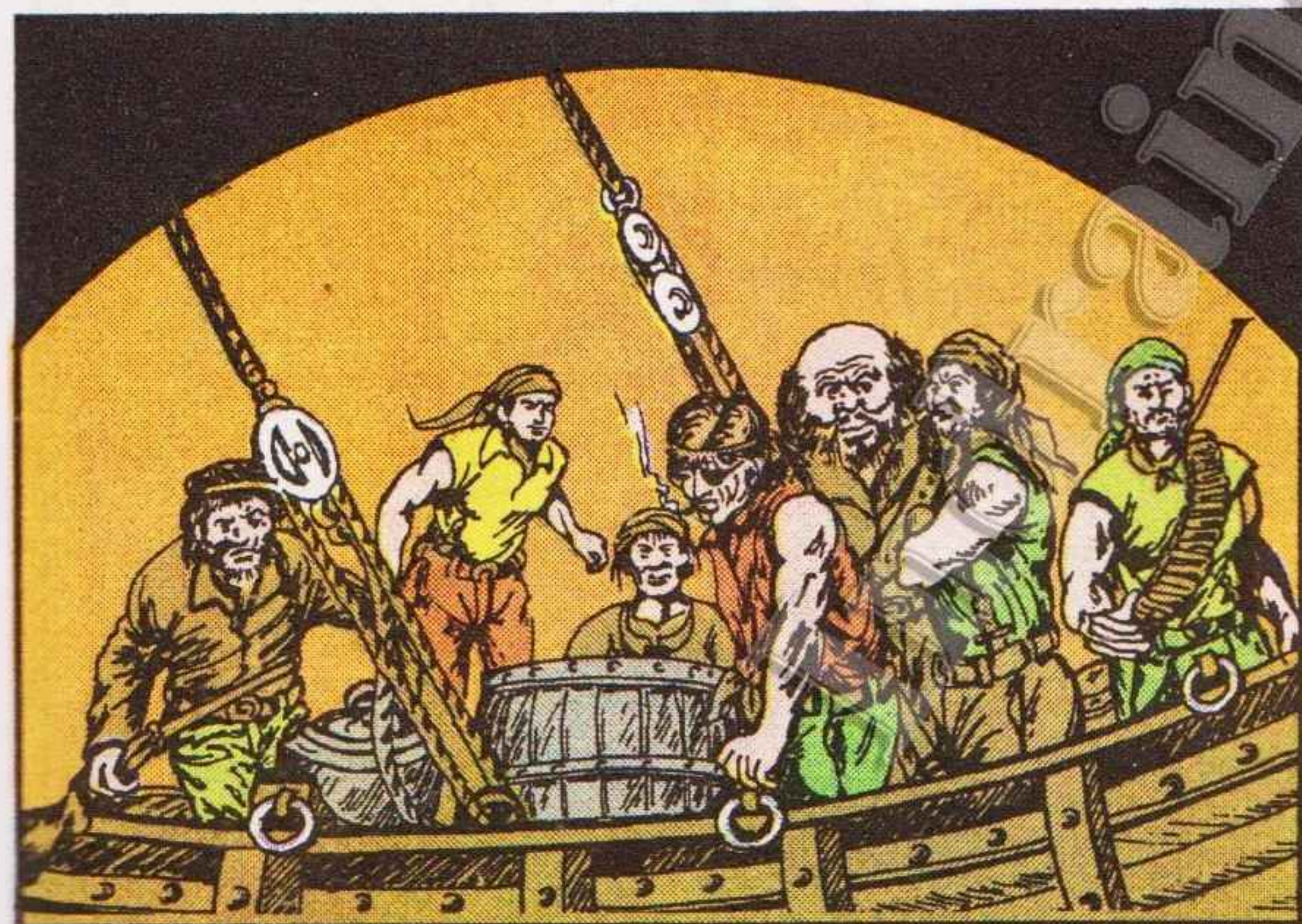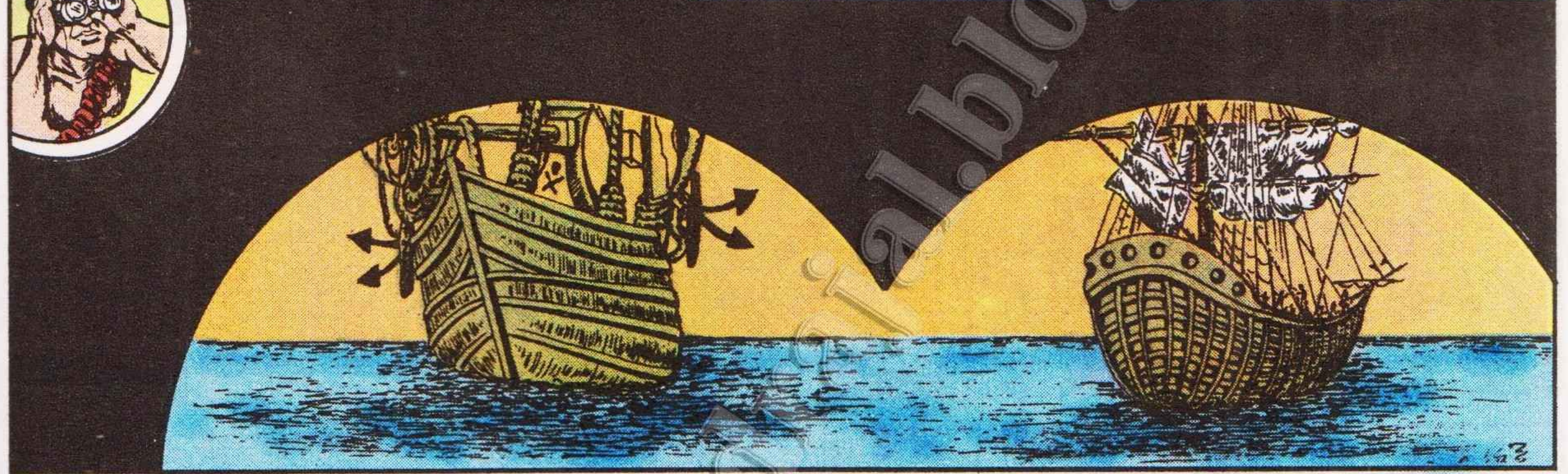
আমার বোতল ভাঁঙার সাহস ওর হয় কি করে ! একটু কেমন অ-স্বাভাবিক বোধ করছি ।

ক্যাপ্টেন, আজ আমি ডাঙ্গায় নামবো না । রবার্ট কে ডাঙ্গায় নামাও ।

ঠিক আছে .....

ক্যাপ্টেন দূরবীন দিয়ে চার দিকটা দেখে নিল ।
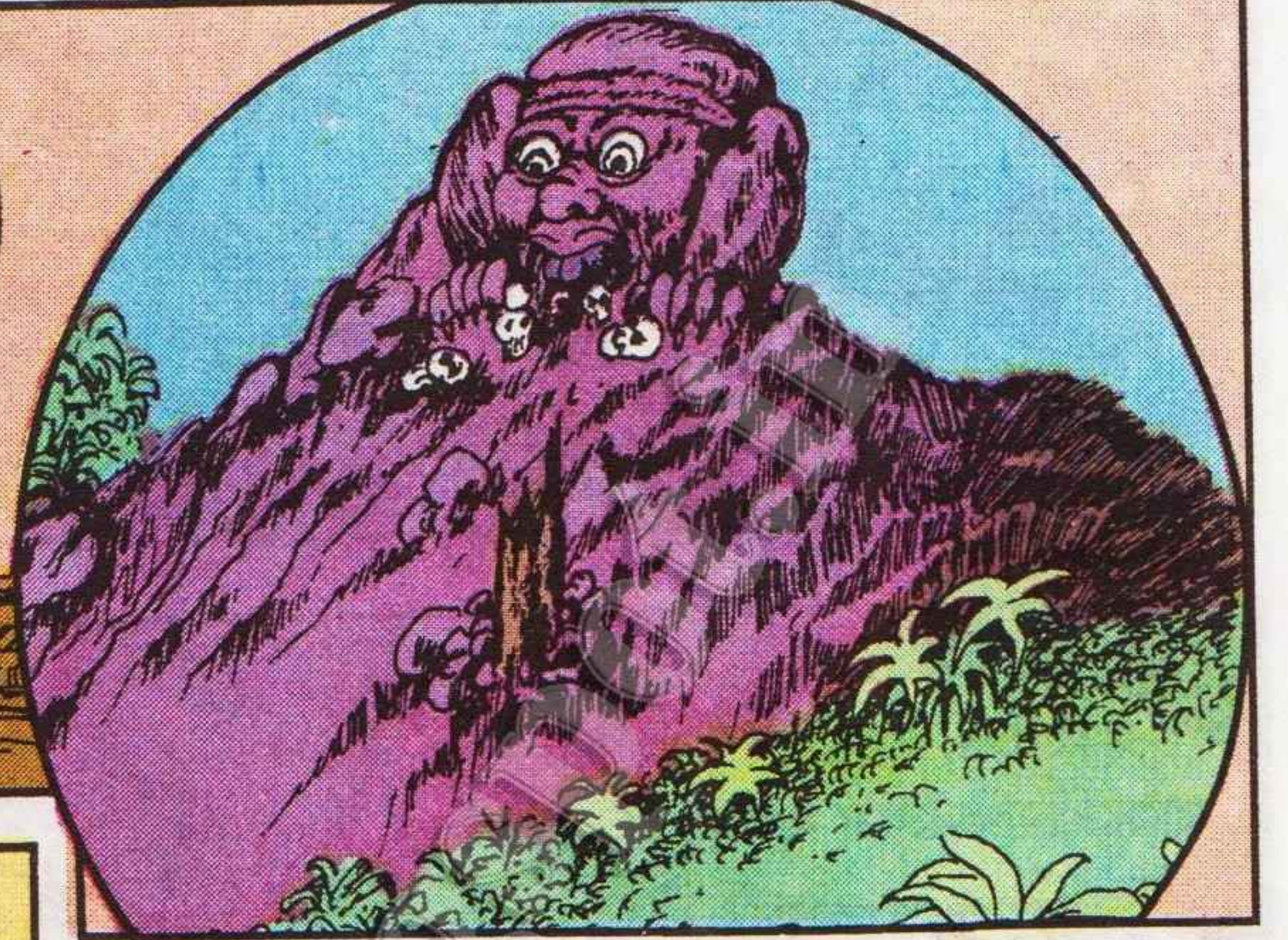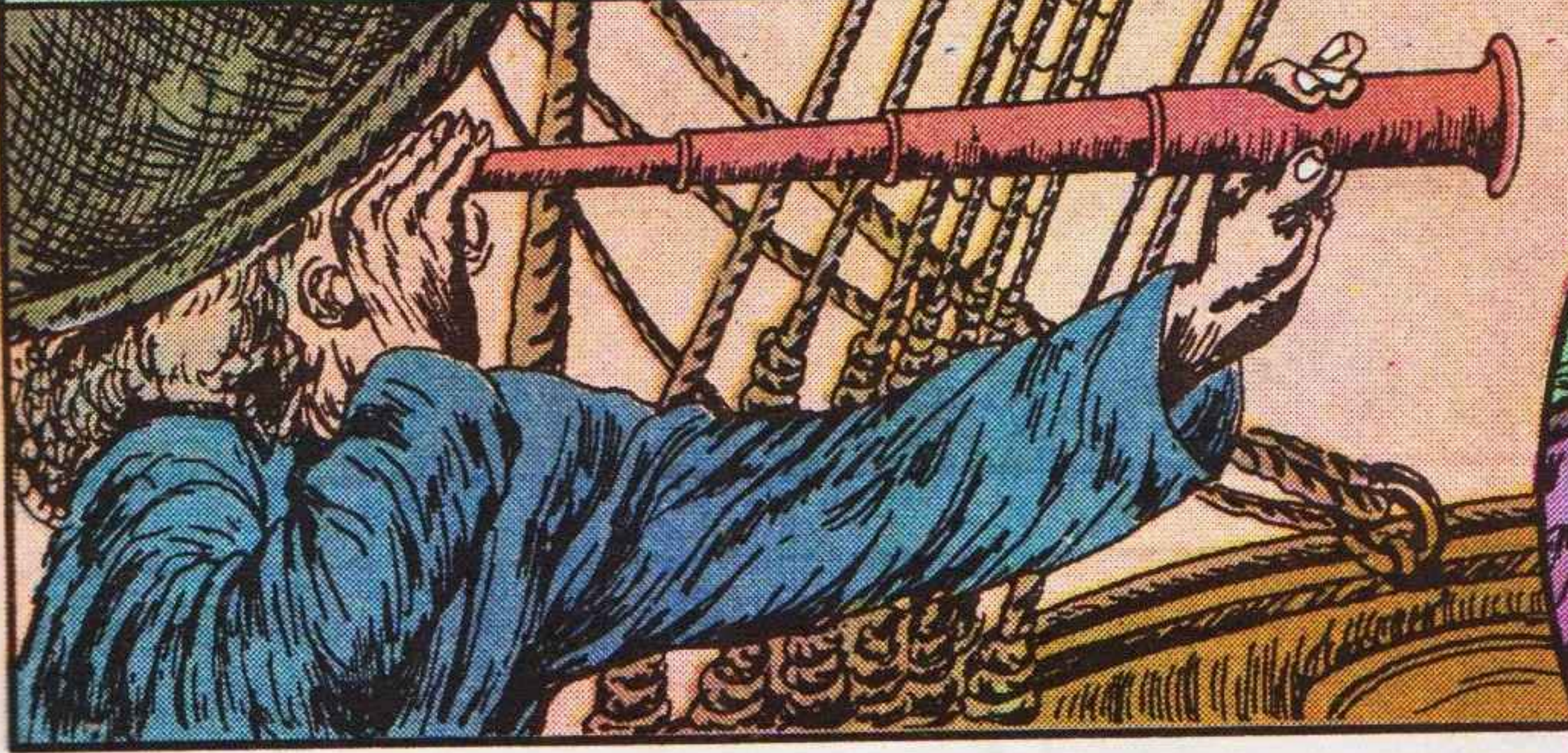
দলের অন্যরা দূর থেকে লক্ষ্য করতে লাগলো ।
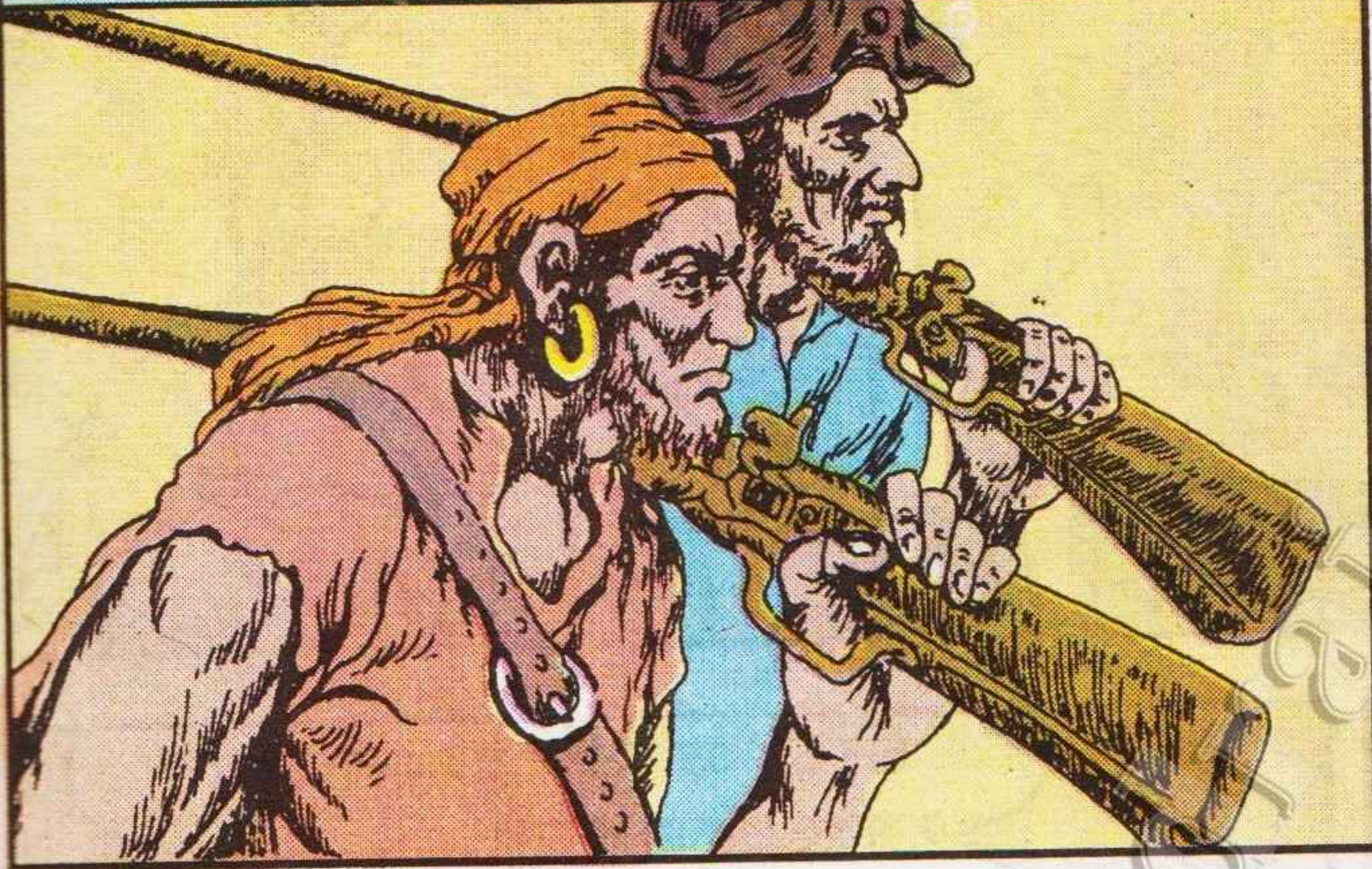
তোরা নৌকার নোঙর ফেল ......, পাল গোটানো শুরু কর ।

রবার্ট, আমার জন্য গোটা পাঁঠা আনবি, পারলে বুনো মুরগী ও.....

আমার জন্যও কিছু আনবি ।

রবার্ট আর দেরী না করে নেমে যা। ওদেরকে প্রয়োজনে আচ্ছারকম পিটিয়ে বাক্সগুলোর

রহস্য বের করবি, সর্দারের নির্দেশ।

ক্যাপ্টেন, সঙ্গে এই রাস্কেল্‌টাকে নিয়ে যাচ্ছি।

ওদের জব্দ করতে আমি একাই যথেষ্ট। এবার একটু বেশী মুরগী ও পাঁঠার ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্যাটাদের আজকে যাচ্ছি, আচ্ছারকম ধোলাই দিয়ে আসল কথা বের করবো।

চল্ চল্ অনেকদিন পর এলাম, আগে সবকিছু আদায় করবো, তারপর হাণ্টার চালাবো।

মাত্র এই একটা পাঁঠা ও একটা মুরগী এনেছিস্ ?
যা, গিয়ে তোদের সর্দারকে ডেকে দে।
আমি কিছুই জানি না...
এবার এত কম মাল পাঠিয়েছিস কেন ? আর বাক্সগুলো কোথায় আছে ? তোর বাবা নিশ্চই তোকে সব বলে গেছে।
আবার সেই একই উত্তর ?
দাম্
আর দেরী করা যায় না, সর্দার এর গায়ে হাত !
এটা কি হোলো ?
?
বন্দুকের শব্দ পেলাম মনে হয়।
রবার্ট নিশ্চই একটাকে খতম্ করলো ......
গুলির আঘাত কেমন লাগে, এখন বুঝতে পারছিস ?
কে গুলি চালাল ?

রবার্ট চেঁচিয়ে সঙ্গীদের ডাকতে লাগলো।

তোরা সব দৌড়ে আয়

রবার্ট এত চিৎকার করছে কেন?

ক্যাপ্টেন দূরবীন দিয়ে যা দেখলো তাতে তার চক্ষু ছানাবড়া হওয়ারই জোগাড়।

দুম্

ফায়ার

চল্...

চল্...

চল্...

জলদস্যুরা একসঙ্গে গুলি চালাতে লাগলো

দুম্

দুম্

দুম্

গ্রাহামও তার যোগ্য জবাব দিতে লাগলো।

বুম্

বুম্

আমাদের আক্রমন শুরু কর······

এরা তো দেখছি বন্দুক ব্যাবহার করছে।

পালাই বাবা এতো দেখছি ঘোর বিপদ ! একা মার খাবো নাকি ?

গ্রাহামের শেখানো বুদ্ধিকে জংলীরা কাজে লাগালো।

জংলীদের মশাল, বল্লম, তীর সব ছুটে আসতে লাগলো জলদস্যুদের জাহাজের দিকে।

কি সর্বনাশ ! এতদূর আগুন ও বল্লম আসছে কি করে ? এ সব ঐ বিদেশী বন্দুক বাজ -এর কাজ ·······

সোঁ - ও - ও - ও - আ - আ - আ

সোঁ - ও - ও - ও - ও

এ সব কি হচ্ছে ?

রবার্ট এই সব কান্ড দেখে কি করবে খুঁজে পেল না ······

এইবার হাতে পেয়েছি, ব্যাটাদের দেখাচ্ছি মজা।

আমি কিন্তু তা হতে দেবো না। তুই আমাদের অনেক জ্বালিয়েছিস।

বাপরে .... পিছনে কি একটা বিঁধলো .... !

ওরে তুই কোথায় পালাচ্ছিস ?

পা-দুটো কেমন অবশ হয়ে যাচ্ছে রে ......

সোঁ-ও-ও-ও—

সোঁ-ও-ও-ও—

ঠক.

এমন তো আগে কখনো ঘটেনি।

এমন বিপদে আগে কখনো পড়িনি ....

গোটা জাহাজটাতে আগুন লেগে গেল।

কি সর্ব্বনাশ!

দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি ? আগে আগুনটা নেবানোর ব্যাবস্থা কর।

বুম

ঐ বিদেশী লোকটা সাংঘ্যাতিক, তাড়াতাড়ি পালিয়ে — চল, ঐ জাহাজে উঠেপড়ি।

আমার পেছনের তীরটা একটু টেনে দে-না ভাই....

পুড়েযাওয়া জাহাজটা ডুবে গেল।

'রবার্ট' তুই শক্তকরে দড়িটা ধরে রাখবি, আমি তীরটা ধরে টানছি।

বা-বা-রে বলে এক লাফে রবার্ট সোজা নৌকোর ওপর উঠেগেল

দেখছিস্ কি ? নৌকোটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরে নিয়ে চল্।

ওদের নৌকোটা অনেকখানি চলেগেছে।

'বন্ধু' তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমি কি বলেছিলাম ?

এই প্রথম আমরা জলদস্যুদের হারাতে পারলাম। আজকে খুবই আনন্দের দিন।
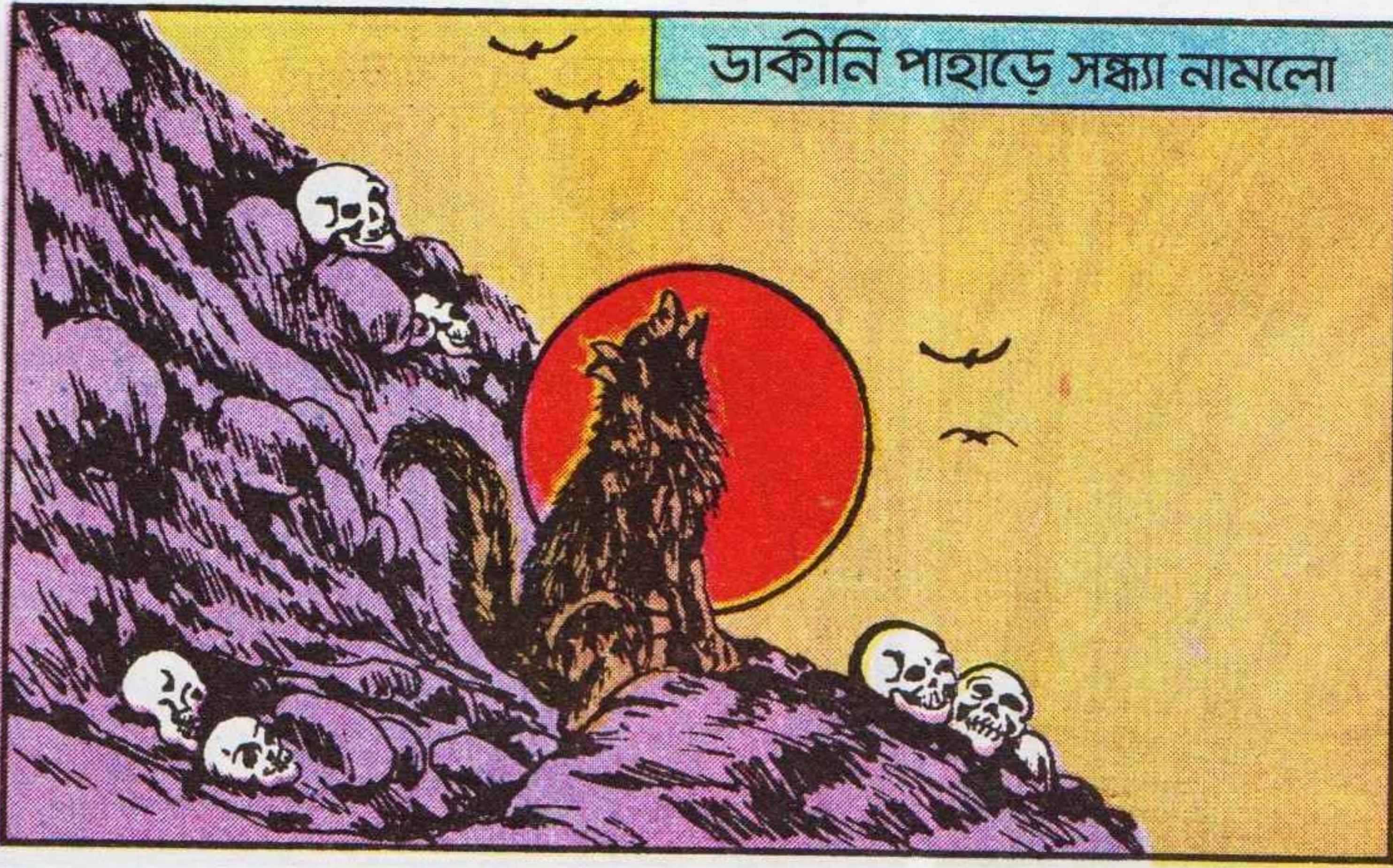
ডাকীনি পাহাড়ে সন্ধ্যা নামলো

সর্দার, তোমাকে ঐ মোটা লোকটা বার বার কি বাক্সের কথা জিজ্ঞেস করছিল ?

সে অনেক কথা

তখন আমি খুব ছোট, বাবা ছিলেন সর্দার । ঐ সময় এক ঝড়ের রাতে কিছু লোক জল থেকে উঠে এই জঙ্গলে ঘোরা ফেরা করছিল। আমি এর বেশী আর কিছু জানি না । তবে- ওরা বলে নাকি, ঐ ঝড়ের রাতে কিছু সোনার বাক্স মাটি খুঁড়ে পুঁতে দিয়ে গেছিল ।

কিন্তু ঐ লোকগুলো এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর মাঝ সমুদ্রে বিরাট ঝড়ে ওদের জাহাজ ডুবে ওরা সবাই মারা যায়। যার জন্য কেউ -ই ঐ সোনার সন্ধান সঠিক জানেনা

গভীর রাতে গোটা গ্রাম ঘুমুচ্ছে।

তাহলে আমি যে গর্তটায় পড়ে ছিলাম, ওর মধ্যেই কি ঐ রত্ন বাক্সগুলো আছে। সেদিনই মনে হয়েছিল সুড়ঙ্গটা আরও কিছুটা ভেতরে গেছে। কিন্তু ....

গ্রাহাম আর সময় নষ্ট না করে, একা মশাল নিয়ে গভীর রাতে ঐ সুড়ঙ্গের খোঁজে জঙ্গলে দৌড়ল।

অবশেষে গ্রাহাম সেই চেনা নারকেল বনে এসে পৌঁছল।
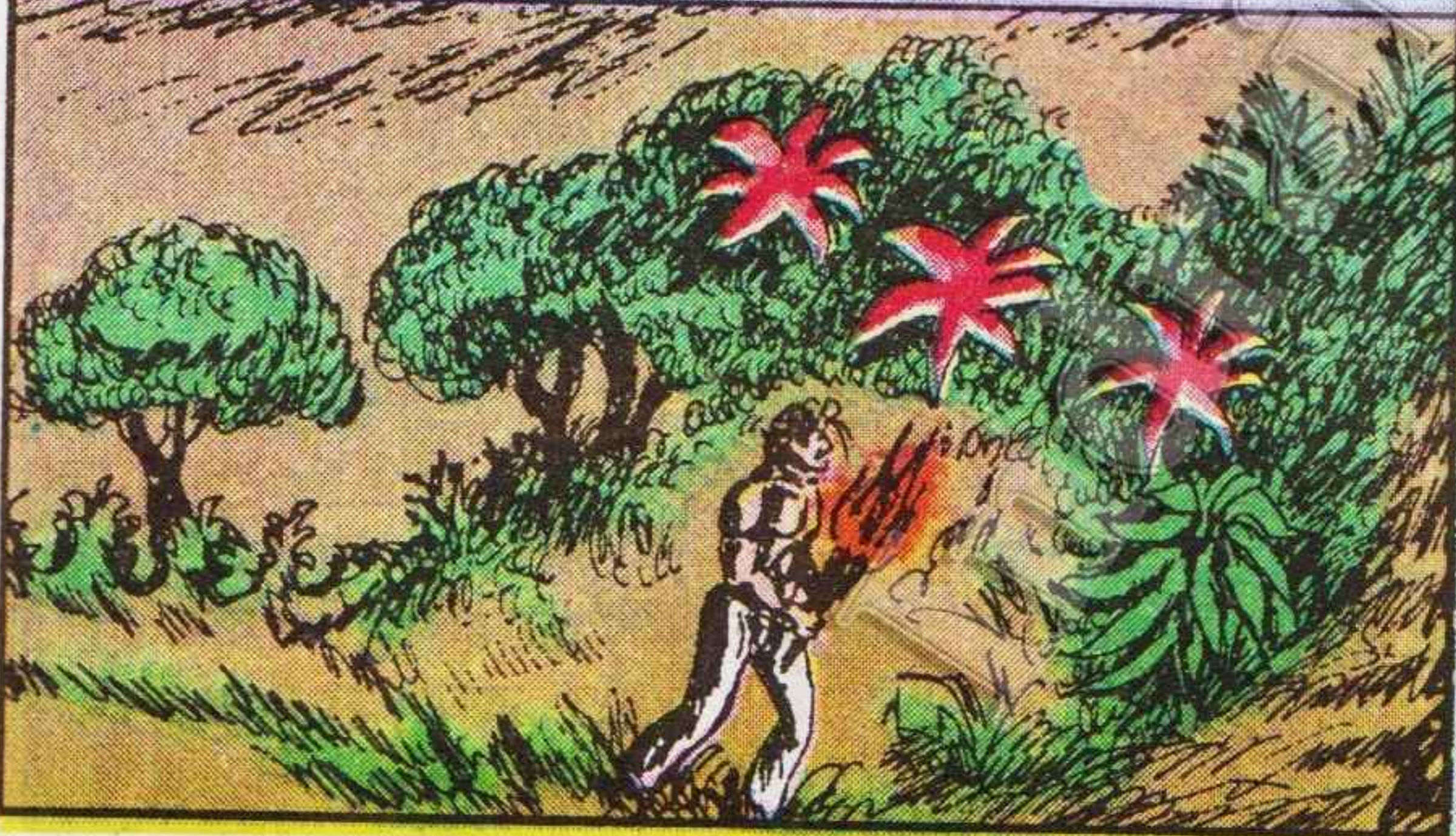
পেয়েছি, এইতো সেই নারকেল বন। এখানেই আশাকরছি খুঁজে পেয়ে যাব।

সুড়ঙ্গটা দেখছি আরও ভেতরের দিকে যাচ্ছে

গ্রাহাম ক্রমাগত এগিয়ে চল্‌ল

আরে ! এইসব দাগ কিসের ?

গ্রাহাম সর্বশক্তি দিয়ে পাথর গুলো সরাতে লাগল ।

আমার সন্দেহ সঠিক, সত্যি তো এখানে প্রচুর বাক্স গোছানো আছে ।

ROYAL GOLD CO. LONDON

আরে এই 'রয়েল গোল্ড' কোম্পানীতেই তো বাবা চাকরী করতেন ।

ROYAL GOLD CO. LONDON

ROYAL GOLD CO. LONDON

একবার খুলে দেখিতো, কি আছে ?

YAL GOLD CO. LONDON

আরে এতো দেখছি খাঁটি সোনা । এবার বুঝেছি বার-বার দস্যুরা এসে কেন এই জংলীদের ওপর অত্যাচার করে ।

ROYAL GOLD CO. LONDON

এই সোনার জন্যেই আমার বাবাও আজ এত বছর জেলে বন্দী ।

খুব আনন্দ হচ্ছে, এবার আমি বাবাকে মুক্ত করতে পারবো মনে হচ্ছে। সেই ছেলেবেলায় বাবার বিচার হয়েছিল। সেই কথাগুলো আজও মনে পড়ে . . .

স্যার, আমি জাহাজ ভর্তী সোনা নিয়ে যাওয়ায় বিশাল ঝুঁকি অনুভব করি। সেই কারনেই রওনার দুদিন আগেই আমি বিশাল ফোর্স চেয়ে মিঃ রিচার্ড -এর হাতে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু তার তারিখ কি করে যে বদলেছিল আমার আজও অজানা।

স্যার, আমাকে পিটার যেই চিঠিটা দিয়েছিল, আমি সেটাই লন্ডনে গিয়ে প্রতিরক্ষা দফ্তরে জমাদেই।

কিন্তু স্যার ঐ চিঠিটা নকল, আমার চিঠিতে তো দু-দিন আগের ডেট ছিল . . .

হ্যাঁ স্যার আমরা এর সঙ্গেই ছিলাম . .

স্যার, এটাই তার কার্বন কপি।

দেখি

আদালতের বাইরে ছোট্ট গ্রাহাম

অফিসার, বাবাকে ফিরে পাওয়ার কি কোন উপায় নেই . . . ?

নাঃ গ্রাহাম আমি দুঃখিত

জেলে ঢোকার আগের মূহুর্তে পিটার গ্রাহাম

জেল

মা, কেঁদোনা। বড় হয়ে আমি বাবাকে ঠিক মুক্ত করবো।

জর্জসাহেব আর কি কোন উপায় নেই ?

দুঃখিত

আর দেরী না করে সর্দারকে গিয়ে 'সোনার' খবরটা দেই। ওরাই এখন আমার কাছের বন্ধু।

গ্রাহাম গুহার বাহিরে বেরোতে লাগলো।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত বাক্স উদ্ধার করে লন্ডন পুলিশের হাতে জমা দিয়ে বাবাকে মুক্ত করতে হবে।

দুরে কিছু মানুষের চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আবার কি হোল ?

গ্রাহাম দৌড়তে লাগলো

রাত্রিতে জলদস্যুরা এসে গোপনে জংলীদের গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিল।

এবার ব্যাটারা বুঝবে হাড়ে-হাড়ে, আমার পেছনে তীর মারার ফল। ঐ বিদেশীটা গেল কোথায় ? কৈ দেখতে পাচ্ছি-নাতো ! এখন সুধু সর্দারকেই তুলে নিয়ে যাই

বাঁচাও
বাঁচাও
কি আশ্চর্য ! এই রাত্রীতে সব ঘরগুলোতে আগুন লাগলো কি করে ?

বাঁচাও
আঙ্কেলের গলার শব্দ মনে হচ্ছে, আঙ্কেলকে বাঁচাতেই হবে।
রবার্ট ও কানা - অক্টোপাস এসে ঘর গুলোতে আগুন লাগিয়েছে, ও সর্দারকে বেঁধে নিয়ে গেছে।

গ্রাহাম ভেতর থেকে আঙ্কেলকে উদ্ধার করলেও সারা শরীর পুড়ে গিয়েছিল

ও আর বেঁচে নেই।
দাদু
আঙ্কেল·· আঙ্কেল

আঙ্কেলের জন্য গ্রাহমের মনটা খুব খারাপ হলো।

ঐ দিন রাত্রিতেই
যে একবার ঐ দ্বীপে যায়, সে আর ফিরে আসে না। আমাদেরও অনেকে হারিয়ে গেছে।
আমি যাচ্ছি সর্দারকে ছাড়িয়ে আনতে। সঙ্গে অন্য বন্দীদেরও উদ্ধার করবো।

আঙ্কেলকে মারার প্রতিশোধ নিতেই হবে। আমার জন্যই আঙ্কেল মরল ফিরে এসে বাক্সগুলো উদ্ধার করব। এখন কথাটা গোপন থাক।

গ্রাহাম সেই রাত্রীতেই ওদের দেওয়া ছোট্ট ডোঙ্গায় রওনা দিল।
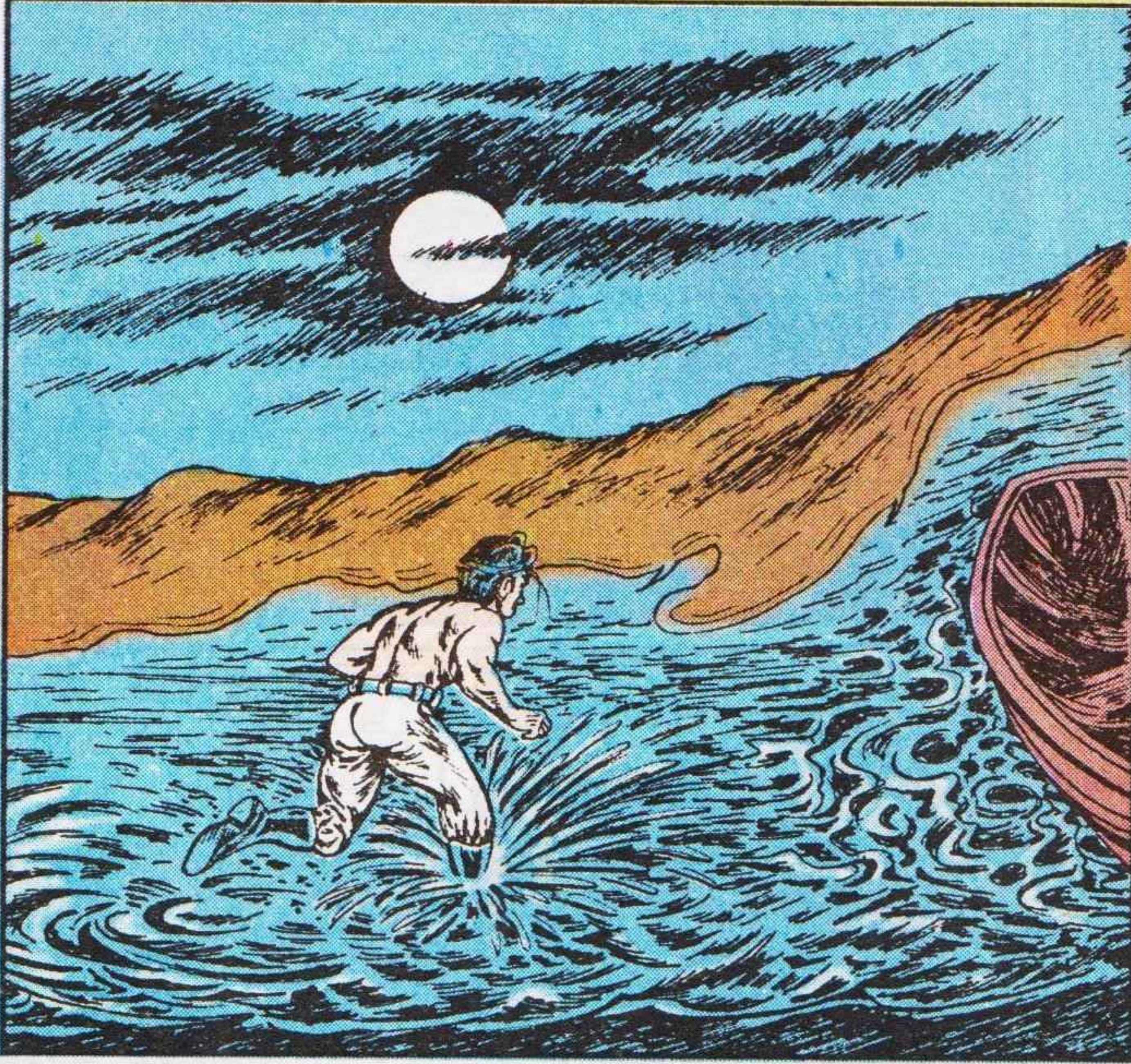
বন্ধুরা, আমার ওপর বিশ্বাস রাখবে। আমি সর্দারকে নিয়ে ফিরে আসবোই।

ওদিকে লাল অক্টোপাসের আস্তানায়।

এটাতো আমার ছোট জাহাজটা, বড়-জাহাজটা নিশ্চই সোনার বক্সগুলো তুলেনিয়ে একটু দেরিতে আসছে।

আজ খুব আনন্দ হচ্ছে। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন পুরন হতে চলেছে।

ভাই - কানা অক্টোপাসের মুখে সব কথা শুনে, লাল - অক্টোপাস রাগে চিতকার করতে লাগলো।

ওদের দলে একটা বিদেশী বন্দুক বাজ জুটেছে। যার জন্য আমরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কোনো কিছু উদ্ধার করতে পারলাম না ভাই।

এক্ষুনি গিয়ে ঐ ক্যাপ্টেন ও পাঁঠা রবার্ট
-টাকে কান ধরে আমার সামনে
হাজির কর। এক্ষুনি .....
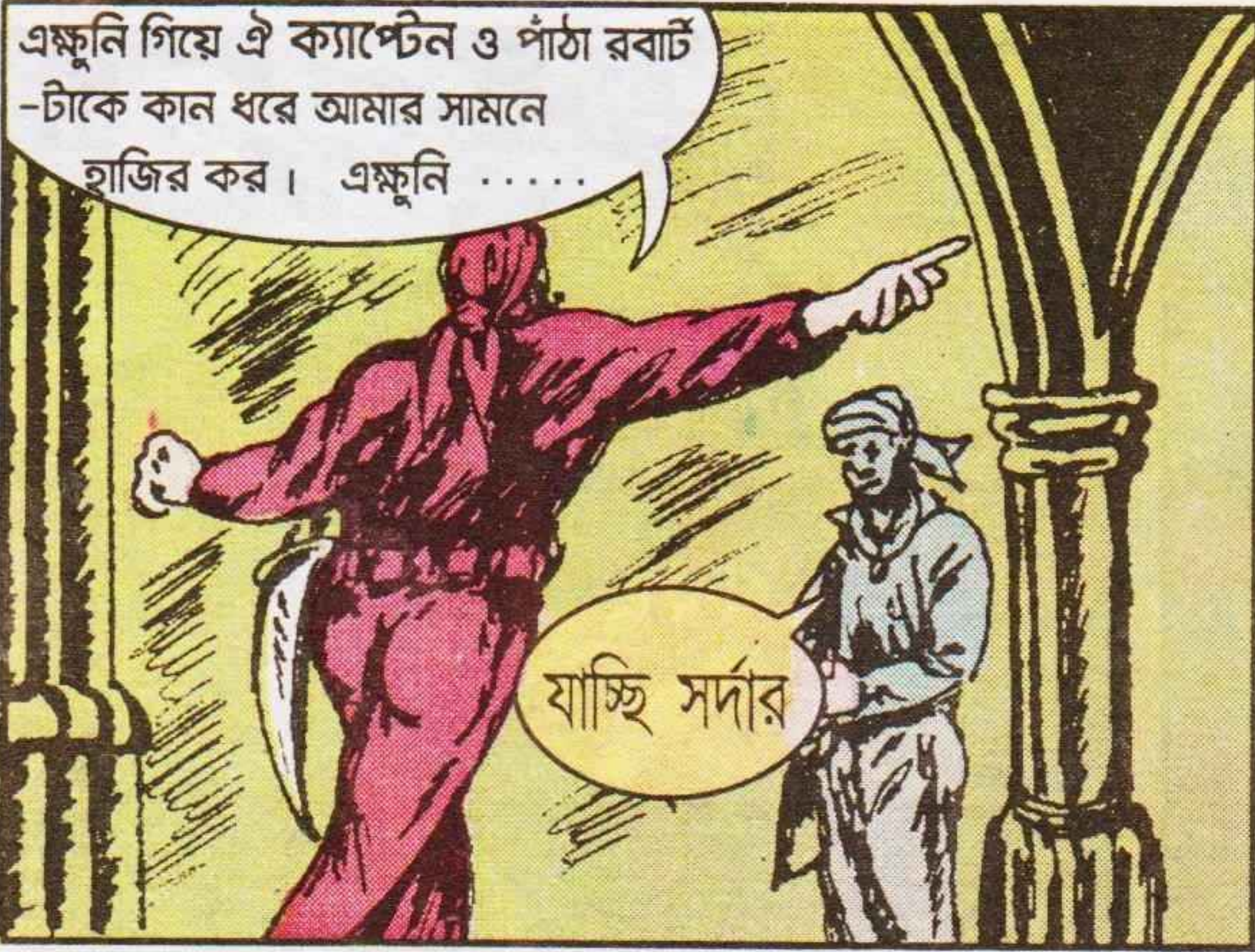
যাচ্ছি সর্দার

তোরা বড় কচি পাঁঠার মাংস খেতে
ভালোবাসিস্ না ? আজ আমি দুটো
ধেড়ে পাঁঠার মাংস খাব।

কি করব সর্দার ?

সারা জীবন অনেক খেয়েছ, এবার শুধু পাঁঠার
মাংস খাও আর ঘুমাও।
ঠিক এই ভাবে .....।

সারাজীবন মার দিয়েছি। কিন্তু
কেউ মারলে যে এতটা লাগে তা
আগে জানতামনা।

ক্যাপ্টেন তোকে
জ্যন্ত গিলে খাব। তুই
আমার বড় জাহাজটা
পুড়িয়েছিস।

তোকেও ঠিক
এই ভাবে পোড়াব।

বাপরে

রাগে লাল অক্টোপাস ক্যাপ্টেনের গোঁপটাই টেনে ছিঁড়ে নিল।

কি সাংঘ্যাতিক ?

তোদেরকে আমি
রেখেছি কি করতে ?

লাল অক্টোপাস নিজের ডেরায়

জংলী সর্দারকে মুক্ত করতে ও নিশ্চই আসবে, তোরা ফাঁদ পেতে রাখ।

ঐ বিদেশীর মরন চাই

ক্যাপ্টেন, ঐ অর্ধ্যেক গোঁপ নিয়েই গুদামে গিয়ে পচে মর। আর ....

রবার্ট, তুই সারাজীবন অনেক পাঠার মাংস খেয়েছিস এবার লাথি খা।

দিনে ও রাতে গ্রাহাম সমান ভাবে এগিয়ে চলতে লাগলো ঐ লাল অক্টোপাসের আস্তানার উদ্দেশ্যে।

···আর কতদূর, কে জানে···

লন্ডন পুলিশ চিফ, মিঃ ওয়াট্সন গভীর তদন্তে আকাশে ভাসলেন।

'কায়রো' বিমান বন্দর

এই মরুভূমির দেশে তথ্য খুজে পাওয়া সত্যিই খুব কস্ট সাপেক্ষ হবে।

বিমান সুরক্ষা দপ্তর-টা কোন দিকে।

জানিনা খুঁজলেই পেয়ে যাবেন কোথাও না কোথাও···

ভেতরে গিয়ে বলুন একজন দেখা করতে চান।

আমি একটু জিজ্ঞেস করে আসছি।

আমি লন্ডন পুলিশ চিফ্ মিঃ ওয়াট্সন। একটা বিশেষ তদন্তে আপনার সাহায্য চাই!....

আমি মিঃ টিকোলো, আপনি আসবেন আগে একটা খবর দিতে পারতেন, আমরা তৈরী থাকতাম।

আমি কে, কেন এসেছি কথাটা গোপন রাখবেন।

আপনার সহকারী অফিসারদের ব্যাবহারটা আমার ভাল লাগলো না। আপনার অফিসটা কোনদিকে জানতে চাইলাম, উত্তরে উনি বললেন খুঁজেনেন।

'স্যার' আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

সম্ভবতঃ ঐ রানিং অফিসার মিঃ মাস্কট্

গেটকিপার, তাড়াতাড়ি এসো

মিঃ মাস্কট্‌কে এখুনি ডেকে দাও, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ঠিক আছে

মিঃ মাস্কট্ ঐ দিন ওখানে উপস্থিত ছিলেন। উনি বলতে পারবেন আসল ঘটনাটা কি ছিল

বয়সতো অনেক হোলো। কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, আমাকে সেখাতে হবে? উনি কে জানেন? নাঃ, আর বেশী জানার দরকার নেই।

কে? কেন?

সুধু বলুন 18ই মে 1995 তে যে প্লেন E - 69 ক্র্যাশ হয়েছিল, সেটা এখানে ঠিক ক-টায় তেল নিতে নেমেছিল এবং তার সঙ্গে আর কি কি ঘটনা ঘটেছিল?

স্যার হঠাৎএত চটে গেলেন কেন?

বলছি স্যার, সব বলছি

সে এক মজার কথা স্যার। ঐ দিন E - 69 এর নীচে একটা কানা পাগল লুকিয়ে বসেছিল। এত সুরক্ষার মধ্যে কি ভাবে ঢুকেছিল সেটাই আশ্চর্য্যের।

সত্যিই ভীষন আশ্চর্যের!

ঐ পাগলটা দেখতে কেমন ছিল? কোন ছবি আছে?

হাঁ স্যার একটা ছবি আমরা তুলতে পেরে ছিলাম। ওর মুখে একটা কাটা দাগ ছিল ....

তাহলে আর দেরী না করে তাড়াতাড়ি 'কেশ্ ফাইলটা' নিয়ে আসুন দয়াকরে।

এনেছি স্যার ! ঐদিন পাগলটা কে ধরতে আমরা সবাই পিছনে ছুটেছিলাম , কিন্তু পাগলটা খুব দ্রুত পালিয়েছিল ।

অপদার্থ সব

স্যার, এইতো সেই ছবি এবং কিছু তথ্য ।

কিছু কিছু তদন্তের উপকরন হাতে আসছে । আমার মনে হয়, কয়েকটা দিন এখানে থেকে তবেই নাইরোবির উদ্দেশ্যে বেরুব ।

তবে তাই হোক স্যার, আমি সেই মতই ব্যবস্থা করছি ।

হাঁ, আপনি তাই করুন ।

আমি মিঃ ওয়াটসন বলছি । এখানে এসে জানতে পারলাম ঐ 'প্লুটো' , যে কিছু দিন আগে লন্ডনের একটা বড় ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে পালিয়ে ছিল । ঐ আবার গ্রাহাম উধাও কান্ডের সঙ্গেও জড়িয়ে । ওকে যত তড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেফতার করার ব্যাবস্থা করুন ।

ঠিক আছে স্যার, এখুনি ব্যাবস্থা নিচ্ছি ।

আমি দেশে ফিরলে সব তথ্য কোর্ট-এ পেশ করব । কিন্তু আমি এখন কোথায়, এই কথাটা গোপন রাখবেন

গোপন সুত্রের খবর বর্তমান 'প্লুটো' এই গোপন আড্ডায় আছে ।

'প্লুটো' আমরা চারদিকে তোমার ঘিরে ফেলেছি, এখুনি ধরা দাও ।

অবস্থা বেগতিক দেখে 'প্লুটো 'এক অন্ধকার ঘরের কোনায় লুকোলো ।

সবাইকে একসঙ্গে অ্যাটাক করতে হবে । ব্যাটা পালাবে কোথায় ।

অবশেষে প্লুটোকে ধরে ফেল্‌ল লন্ডন পুলিশ

বল্‌ তোর দলের সঙ্গে আর কে কে আছে ।

আমি বলছি স্যার আমাকে মারবেন না, আমাদের দলের নেতা ঐ 'রিচার্ড' ।

নে তাড়াতাড়ি আর কি জানিশ বলে ফেল্‌

গ্রাহাম এগিয়ে চল্‌লো

ঐতো দূরে একটা মিনার দেখা যাচ্ছে । ভেতর থেকে আলো বেরুচ্ছে, নিশ্চই ঐটা · · ·

অন্ধকারে এটা আবার কি ? মনেহয় হাঙ্গর·

একটা বড় ডলফিনের ধাক্কায় গ্রাহামের ডোঙ্গা নৌকাটা পুরো উল্টে গেল ।

বাপ্‌রে

শরীরের বল পর-পর কমে আসছে মনেহয় ।

নদীর ঘাটেও পাহারার ব্যাবস্থা । এই রাত্রিতে, আশ্চর্য · · · !

গ্রাহাম দূর থেকে টাওয়ার ও একটা জাহাজ দেখতে পেল ।

এটা জলদস্যুদের পুরোনো শক্ত ঘাঁটি । দেখেই বোঝা যাচ্ছে ।

পেছন দিকে কিছু শব্দ হচ্ছে মনে হয় ! লাইটটা পেছনে ফেল্‌তো দেখি ?
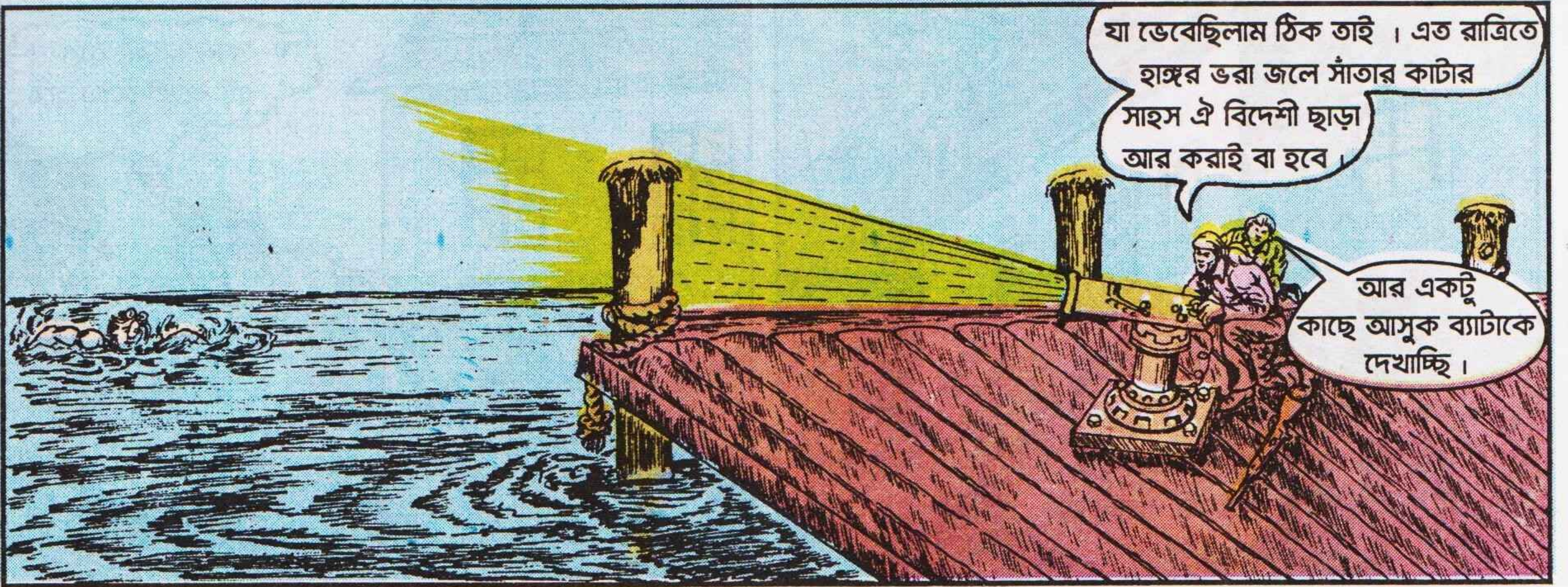
যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই । এত রাত্রিতে হাঙ্গর ভরা জলে সাঁতার কাটার সাহস ঐ বিদেশী ছাড়া আর করাই বা হবে ।

আর একটু কাছে আসুক ব্যাটাকে দেখাচ্ছি ।

· · · যাঃ বাবা ! আসতে আসতে লোকটা হঠাৎ উধাও হয়ে গেল ? আর একদম ভাসছে না · · · !!

এবার ব্যাটাদের সায়েস্তা করার পালা । প্রথম এই দুটোকে

বড় লাইট্ ঘোরাতে পারিস, এবার তোদের মাথা দুটোই ঘুরিয়ে দিচ্ছি ।

সেই সঙ্গে ঘুঁশি গুলো আলাদা ভাবে পাওনা দিলাম ।

এবার আমাকে মূল আস্তানার দিকে এগোতে হবে ।

ওখানে পৌঁছতে গেলে আমাকে ওদের লাইটকে আড়াল করে , পাড় ধরেই এগোতে হবে ।

অন্ধকারে সবার চোখকে আড়াল করে গ্রাহাম এগিয়ে চলল ।

মেন ফটকেও
আবার পাহারাদার
বসে আছে।
যে-কোন ভাবেই আমাকে
এই পথেই যেতে হবে
জল থেকে কিছু একটা উঠে এলো
মনে হচ্ছে।
হ্যাঁ জলটা নড়ছে...
?
না, আর খাব না।
কিন্তু কি বস্তু, কোন দিকে
গেল ? তবে কি ঐ
বিদেশী... !
আমি নিজের চোখকেই
বিশ্বাস করতে পারছিনা।
এত দ্রুত.....!
কে,
কে ওখানে ?
পাহারাদারটা জোরে বাঁশি বাজিয়ে দিল
পিঁইইইইই
?
শিকার
এসেছে
বাঁশির শব্দ,
আর দেরি নয়।
লোকটার সাহসকে বাহাদুরী দিতে হয়।
ব্যাটাকে আজ
কচুকাটা করব।
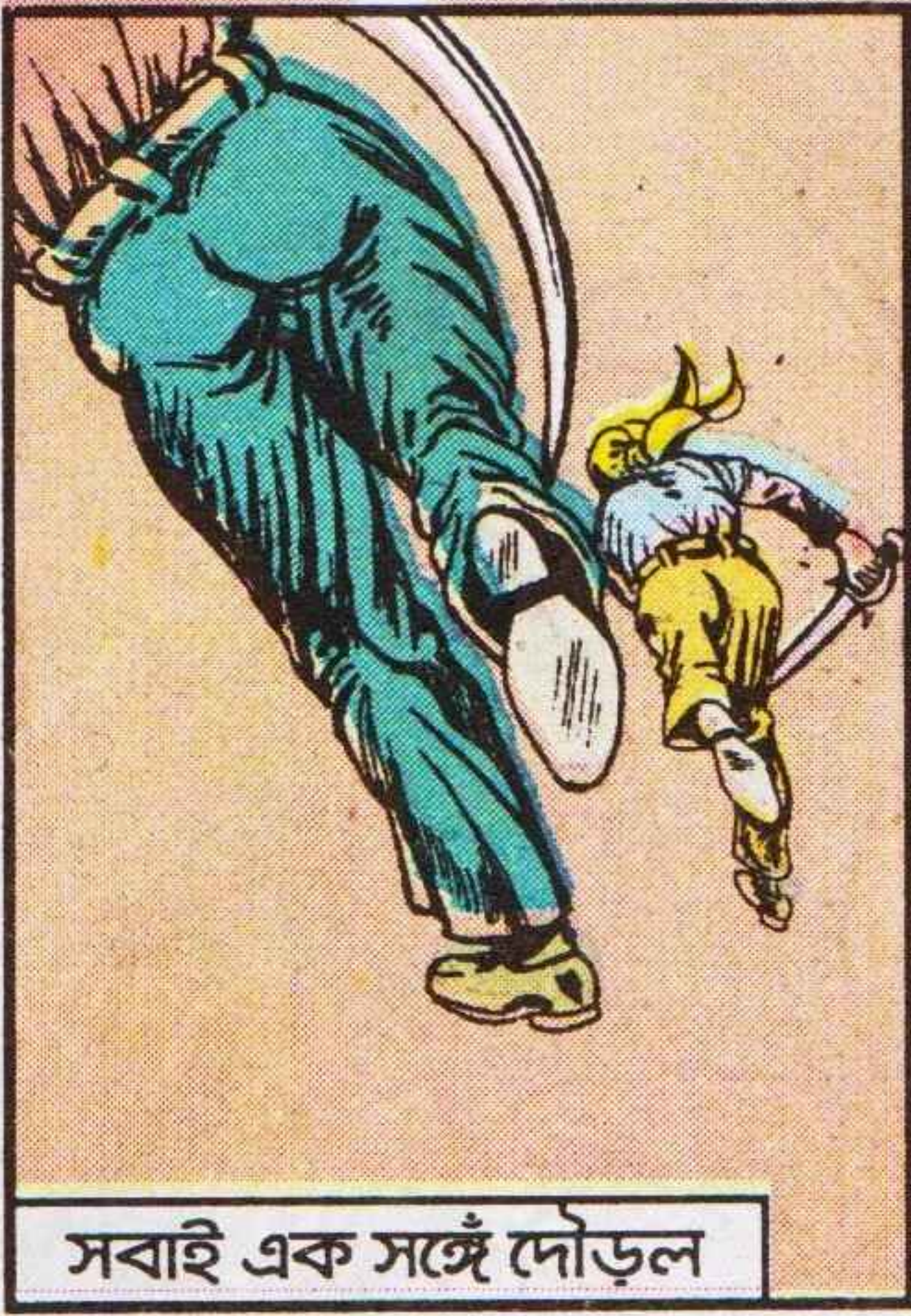
সবাই এক সঙ্গে দৌড়ল

আমি ওপরে যাচ্ছি, তুই তৈরি থাক

ঠিক আছে

ঐতো ওপরে একটা কিসের শব্দ পেলাম।
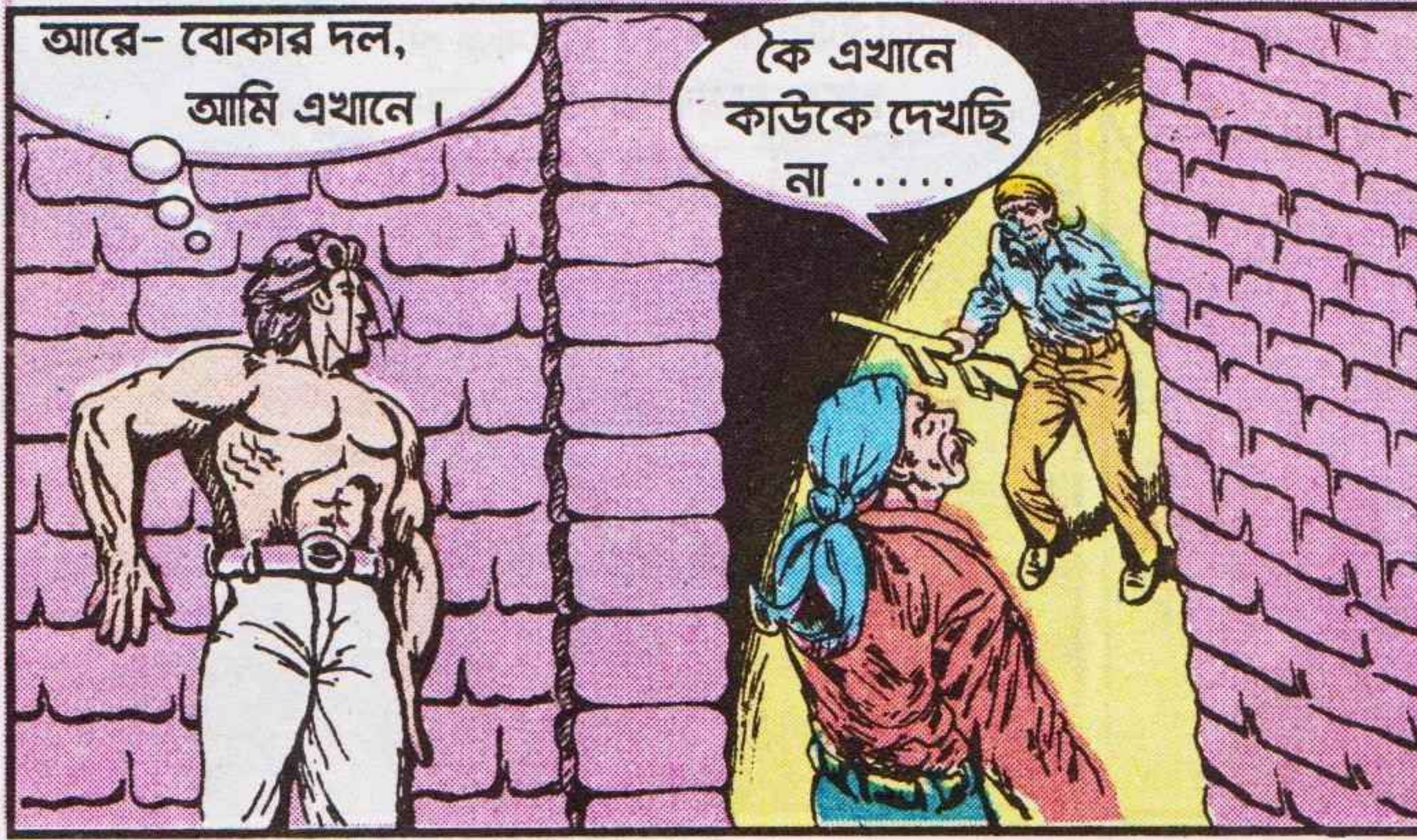
আরে- বোকার দল, আমি এখানে।

কৈ এখানে কাউকে দেখছি না .....

গ্রাহামকে ওরা দেখতে পেয়ে- সবাই এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মার

মার -ব্যাটাকে

তাহলে আমিও তৈরী
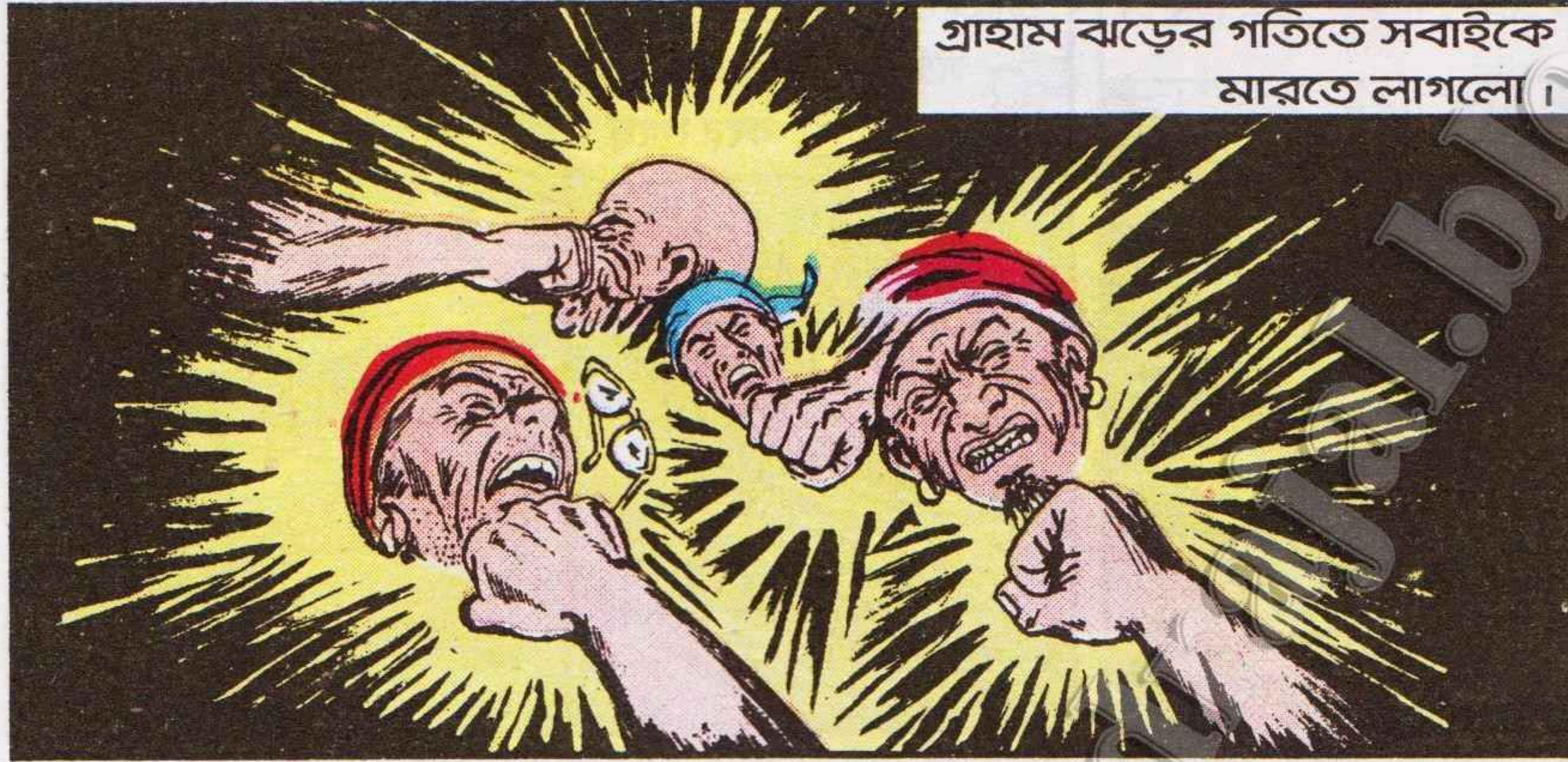
গ্রাহাম ঝড়ের গতিতে সবাইকে মারতে লাগলো।

এখন পালাই, আবার সুযোগ বুঝে আসবো··

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো

যাঃ বাবাঃ

আমাদের সবাইকে মারধর করে, শেষে পালাল··

গ্রাহাম সোজা জলে ঝাঁপ দিল।

ঝপাস্

লোকটা পালাল, তোরা এত গুলো লোক ঐ একটা লোককে ধরতে পারলি না। অপদার্থ সব, যা- যেখান থেকে পারিস ওকে ধরে আন।

এখুনি যাচ্ছি

এই নদীর ধারেপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

লোকটা সত্যিই সাংঘাতিক

লোকটা আবার উধাও। আজ বসের হাতে আমাদের-ই প্রচুর মার খেতে হবে।

গ্রাহম সুযোগ বুঝে ওদের বোটের পেছনটা গোপনে ধরে নিল। কেউ টেরই পেল না

লোকটা এখানেও আমাদের সঙ্গীদের মেরে অজ্ঞেন করে গেছে।

ঐ বিদেশী কি- আর এসেছিল ?

না-তো, আর কাউকে দেখিনি !

এইবার দেখাচ্ছি...

তুই ভাল ভাবে লক্ষ রাখবি ,- আমরা ওপরে যাচ্ছি।

ব্যাটা বেস আয়েশ করে মদ খাচ্ছে। খাওয়াচ্ছি ....

এই ফাঁকে একটু খাই, আর .... খাবোনা।

গ্রাহম চুপি চুপি এগোতে লাগলো

কি সর্ব্বনাশ! নিশ্চই আমার চোখের ভুল

বড় বাঁশি বাজাশ্ না?

আরে-এতো ভুল নয়, সত্যি! আমাকে ছেড়েদেন দাদা। আর বাঁশি বাজাব না।

গ্রাহম সজোরে এক ঘুঁশি চালিয়ে দিল। প্রহরীটা কিছুক্ষনের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

কি রে!! নিয়ে এসেছিস?

না,- না প্রভু। ঐ বিদেশী আগুন্তুক -ই আমাদের লোকগুলোকে নদীর ঘাটে মেরে ফেলে গেছে। ওদের নিয়ে এলাম

এ কিরে!! একটা লোকই তোদের সবাইকে এইভাবে কুপকাত করেদিচ্ছে? সত্যি তোরা সব অপদার্থ ....

আমি কোন কথাই শুনবো না। আমি ওর মরণ চাই-ই-ই ....

গ্রাহাম সকলের চোখকে আড়াল করে, গোপনে ওপরে উঠে গেল..

আমাকে কেউ পেছন থেকে দেখছে-নাতো ?

এতো গোলাবারুদের বিশাল ভাড়ার দেখছি।

এ ঘরটাতে আবার ভাগ-বাঁটোয়ারা হচ্ছে.....

পুরো জায়গাটাকে গ্রাহাম ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলো।

ঘরের মধ্যে এত কাগজ পত্র কিসের ? একবার নেড়েচেড়ে দেখা উচিত

কাছা কাছি কেউ নেই, এই ফাঁকে আমাকে ঢুকে পড়তে হবে।

কে এক অজানা লোকের জন্য আমাদের সব ঘরে নজরদারী বাড়াতে হয়েছে। একটু বিশ্রাম নেওয়ারও উপায় নেই।

এই জানালা দিয়েই ঢুকে পড়ি...

উ
ফ.
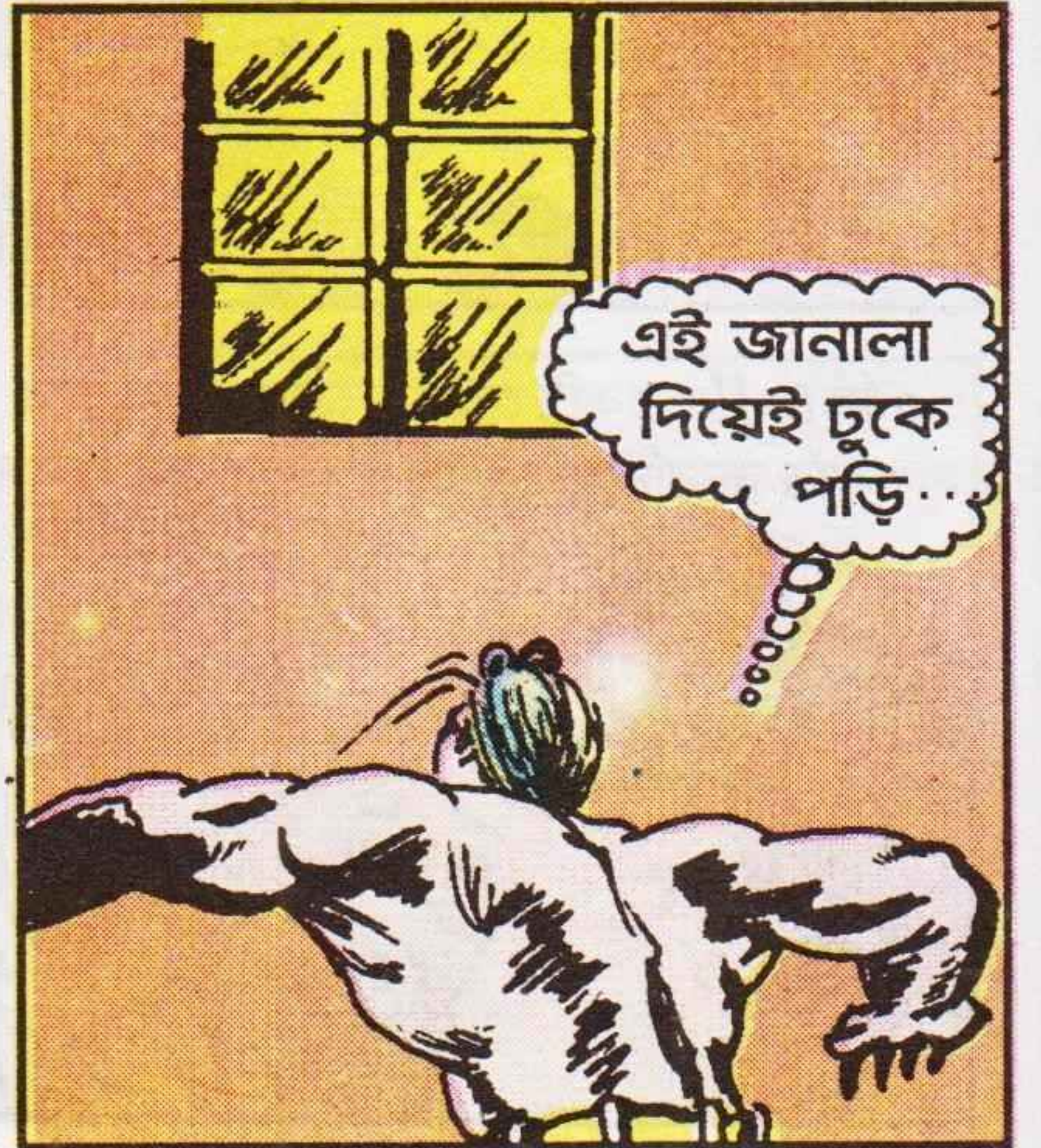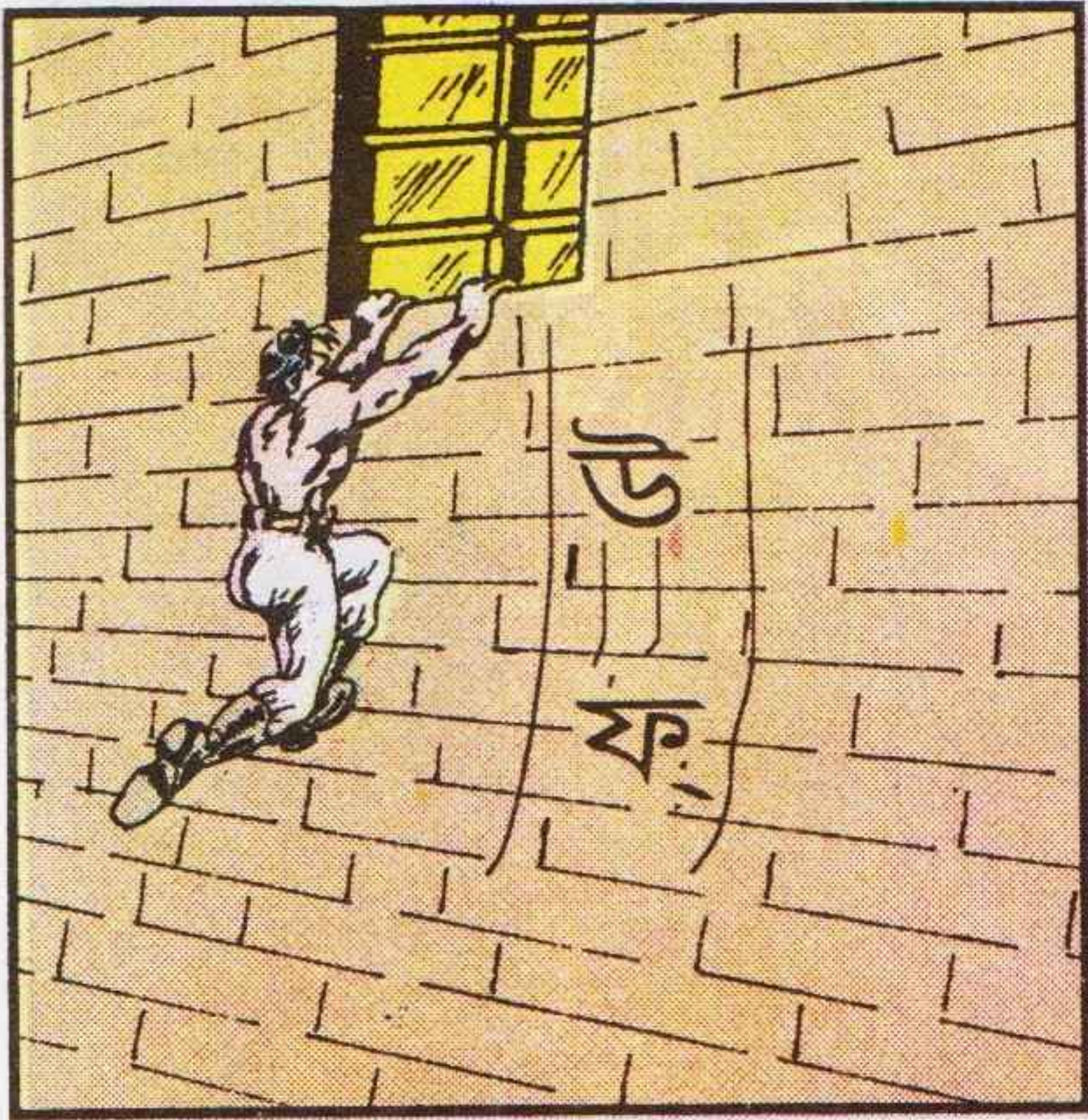
জানালার রড বাঁকিয়ে গ্রাহাম ঢুকে পড়ল

খুব মনযোগ দিয়ে গ্রাহাম কাগজগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলো

অবশেষে সেই চিঠিটাই গ্রাহামের হাতে উঠে এলো।

মিঃ টেনিসন,
লণ্ডন সুরক্ষা দপ্তর,
আমি পিটার গ্রাহাম, চিফ্ অফ্
য়েল গোল্ড কোং, জানাচ্ছি যে
আমাদের জাহাজ পুরো তৈরী
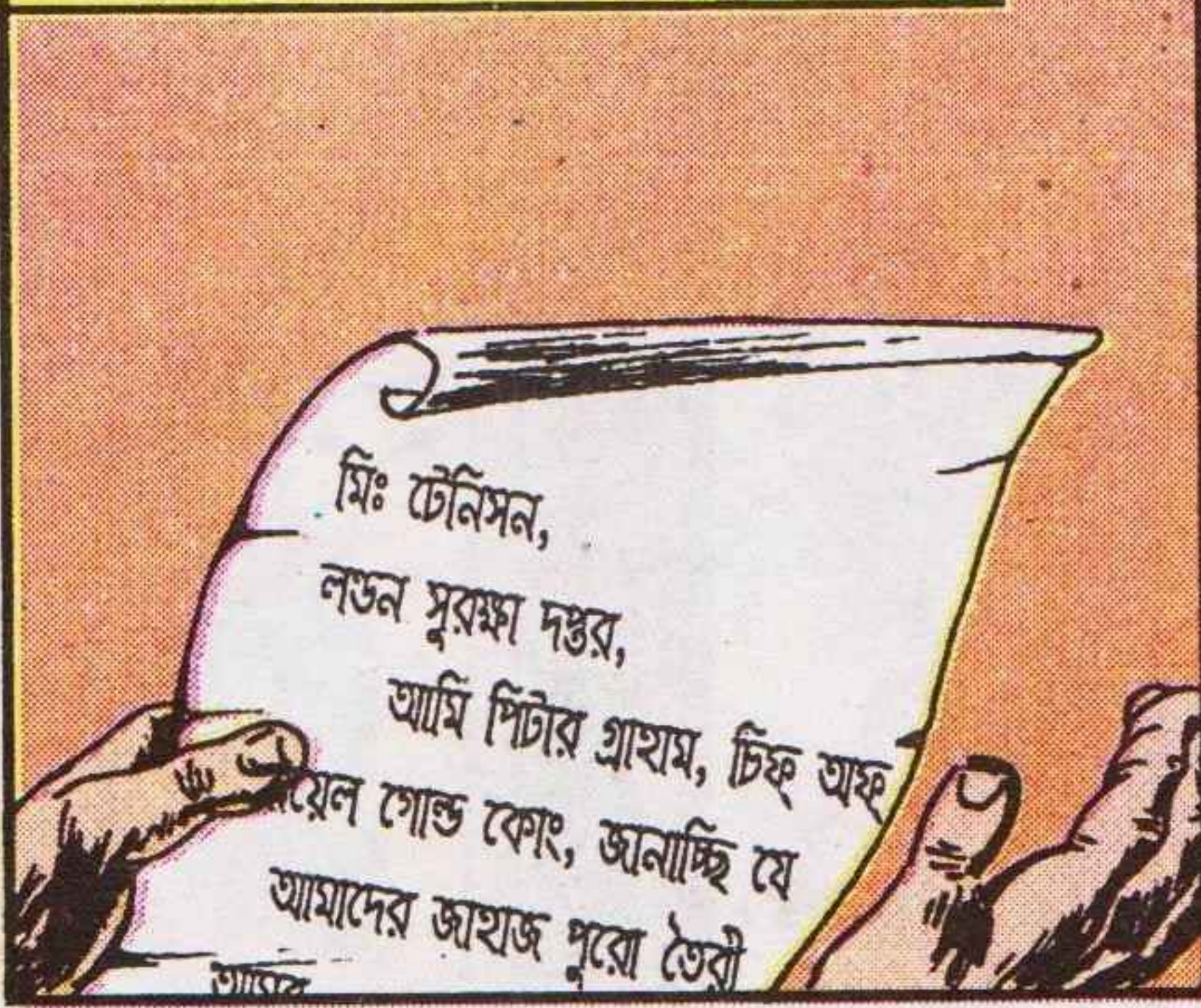
কাগজগুলো খুব সাবধানে গুছিয়ে রাখলো গ্রহাম

এবার সত্যিই আমি বাবাকে মুক্ত করতে পারবো মনেহচ্ছে। কিন্তু বুনো সর্দার বা ওর সঙ্গীদের কোথায় বন্দী করে রেখেছে ?

তোরা এবার ওকে খুন করেই আমার সামনে আনবি .....

!!

?
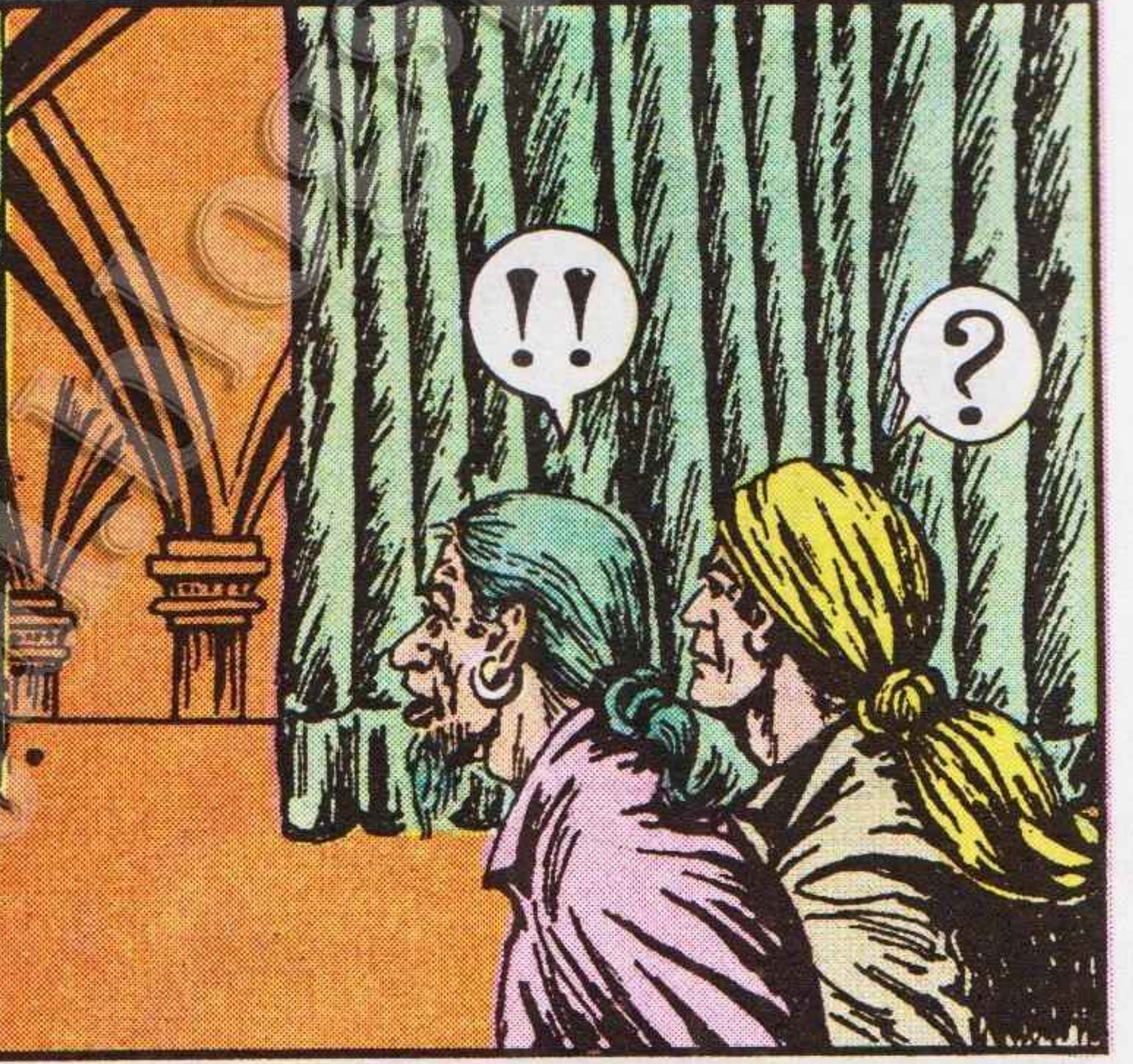
আমি এখুনি একটা লোককে ঐ জানালায় উঁকি মারতে দেখলাম

মার, ব্যটাকে
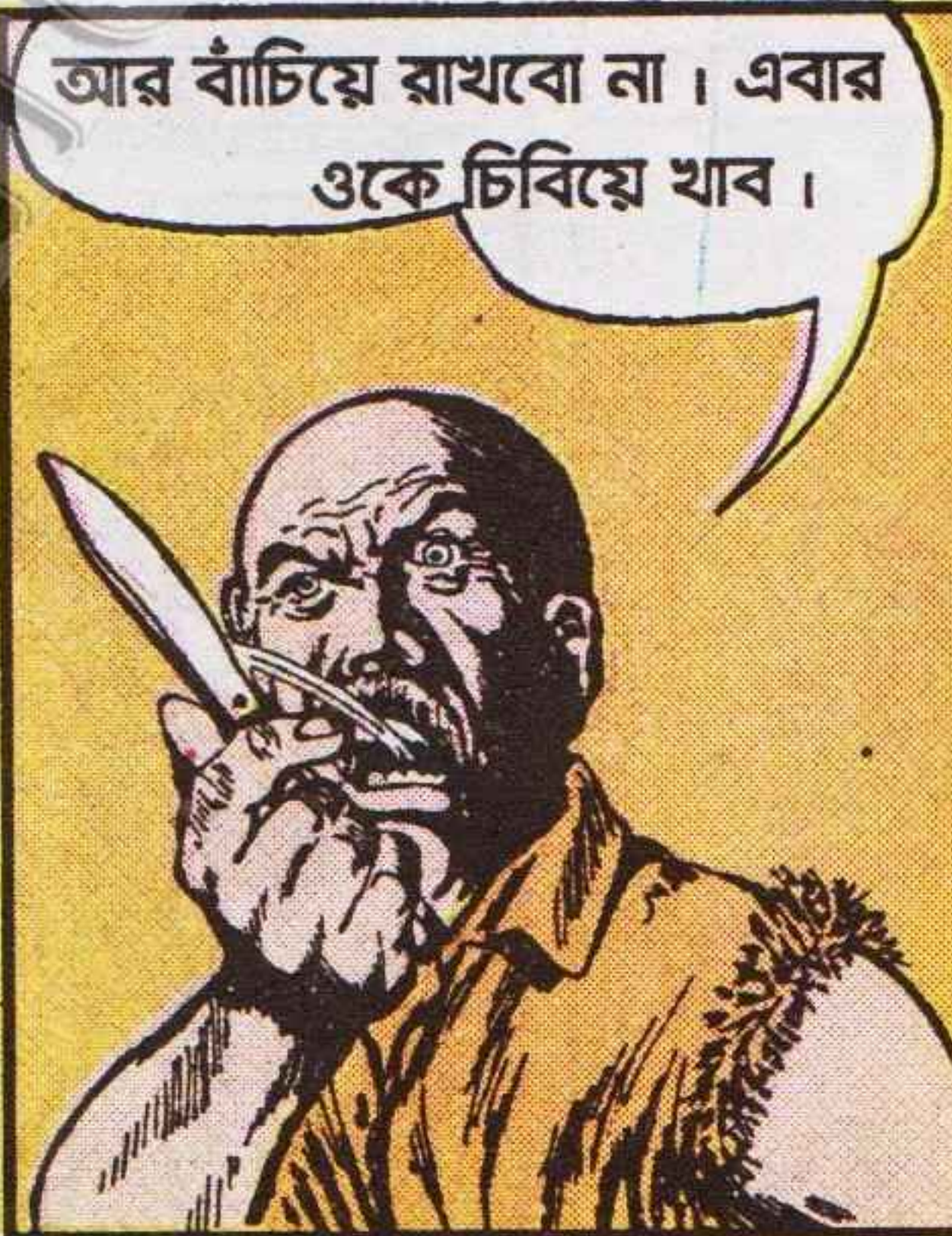
আর বাঁচিয়ে রাখবো না। এবার ওকে চিবিয়ে খাব।

ঐ বিদেশী কি সতিই এসেছে

গ্রাহাম তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো বন্দীশালা।

এখুনি এইখানে ছিল, আবার এখুনি উধাও ......!
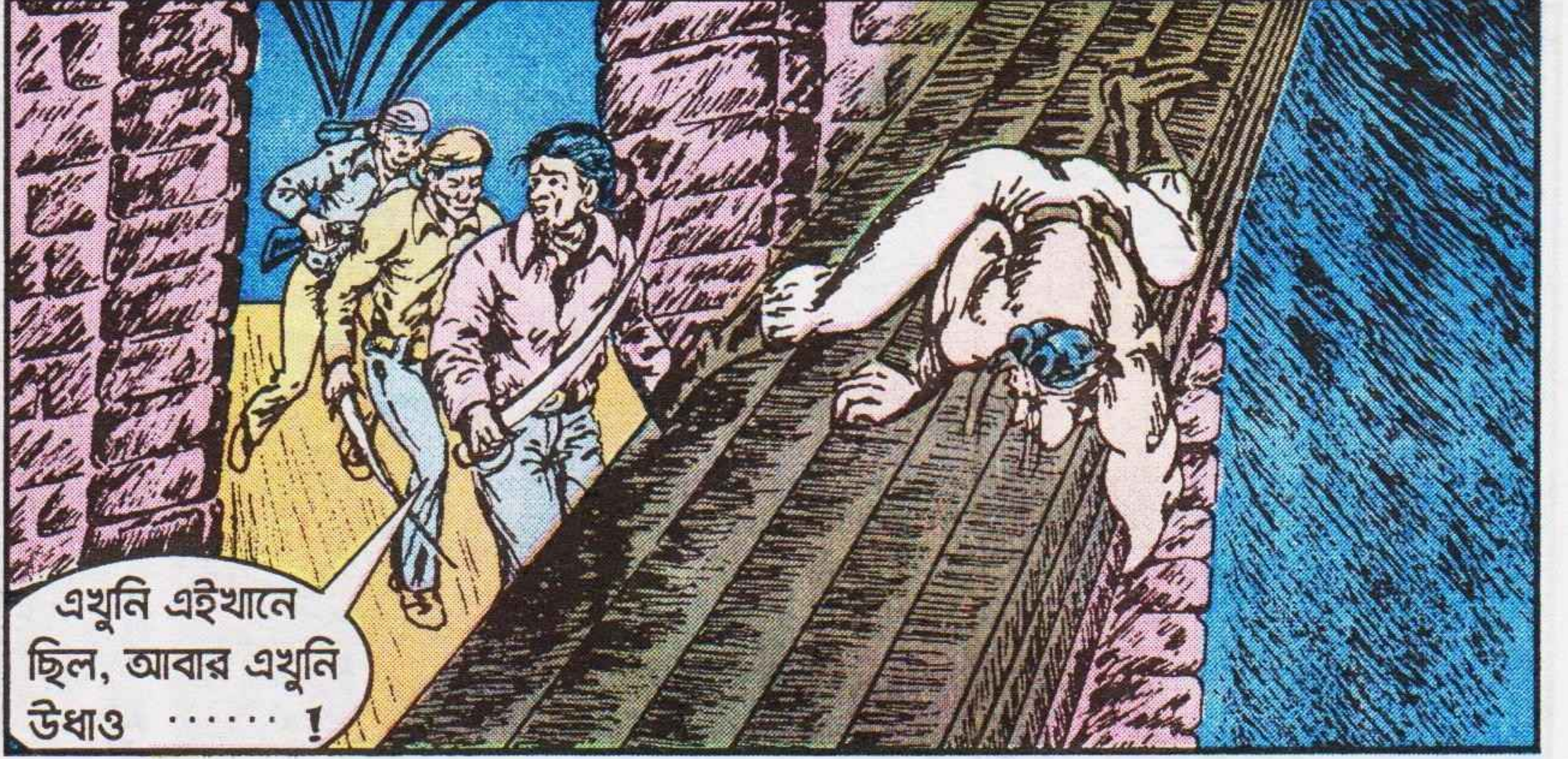
কিন্তু গ্রাহাম টালির ওপর টিকটিকির মত হেঁটে এগিয়ে চল্‌ল।

আমি এখুনি ওপর দিয়ে একটা ছায়ামূর্ত্তি ..... যেতে দেখলাম।

এবার ওকে আমার নিশানায় ঠিক পড়তেই হবে।

ঢুকতে দে..

ঐ যে, ও চুপি-চুপি ঢুকছে।

এবার ব্যটাকে খতম্‌ করবোই!

ও বুঝতেই পারেনি যে আমরা ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছি!!

একে অপরের অপেক্ষায়

গ্রাহাম কিছু বুঝেওঠার আগেই ওরা পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো

গ্রাহামও তার বজ্রমুষ্ঠির এক এক ঘা দিতে লাগলো

বড় জ্বালিয়ে ছিল। এবার তোকে কুচিকুচি করেই কেটে ফেলব।

ঠিক এইভাবে ......, তাই না ?

বাপরে

দড়াম

সবকটাকে ঘায়েল করে গ্রাহাম দৌড়ল।

গ্রাহাম, লাল অক্টোপাসের ঘাড়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পালাল .....

পালাবি কোথায় ? এবার ধরা পড়তেই হবে।

গোপন ফাঁদ দরজায়, গ্রাহাম ধরা পড়লো।

আঃ - আঃ - আঃ
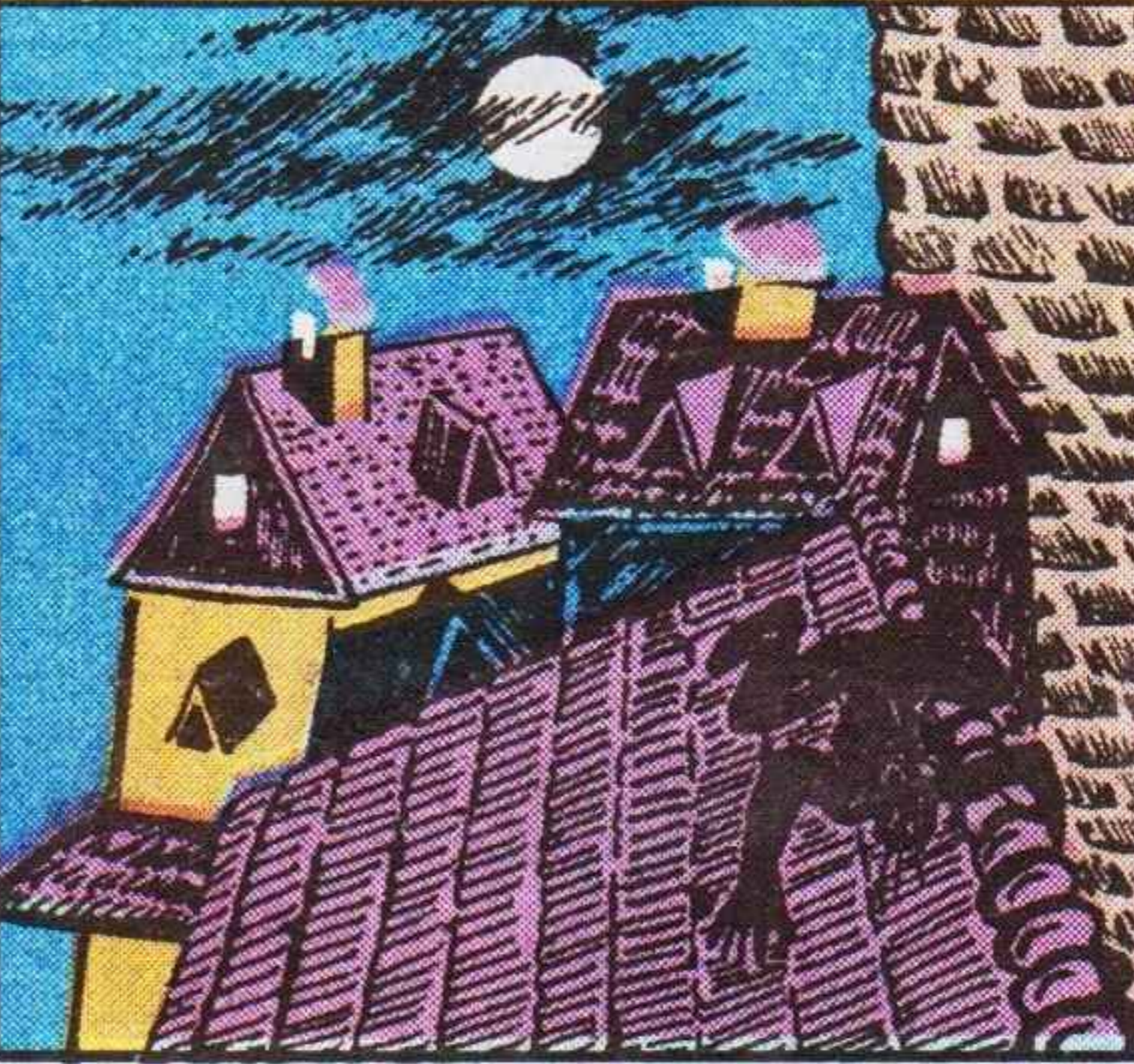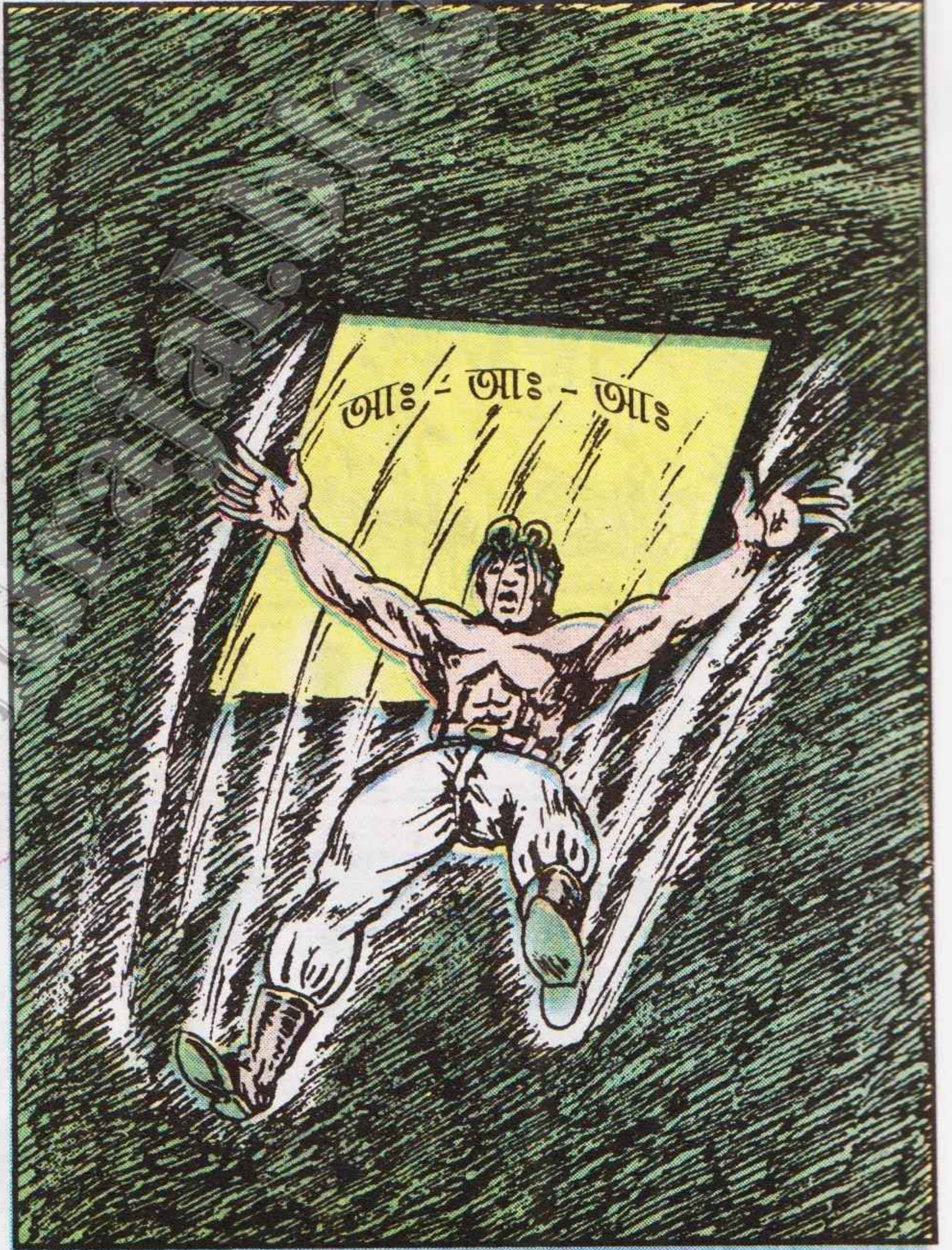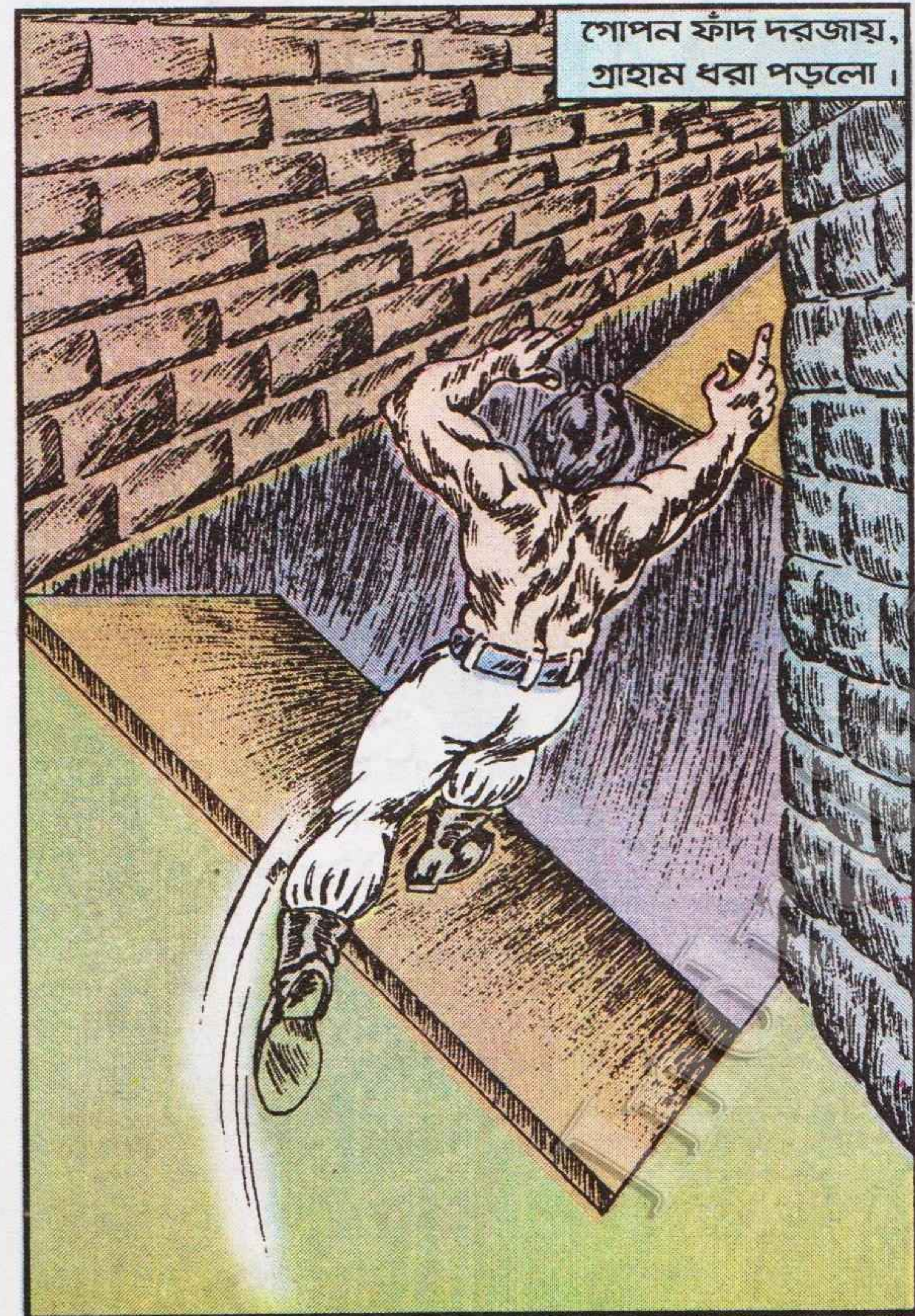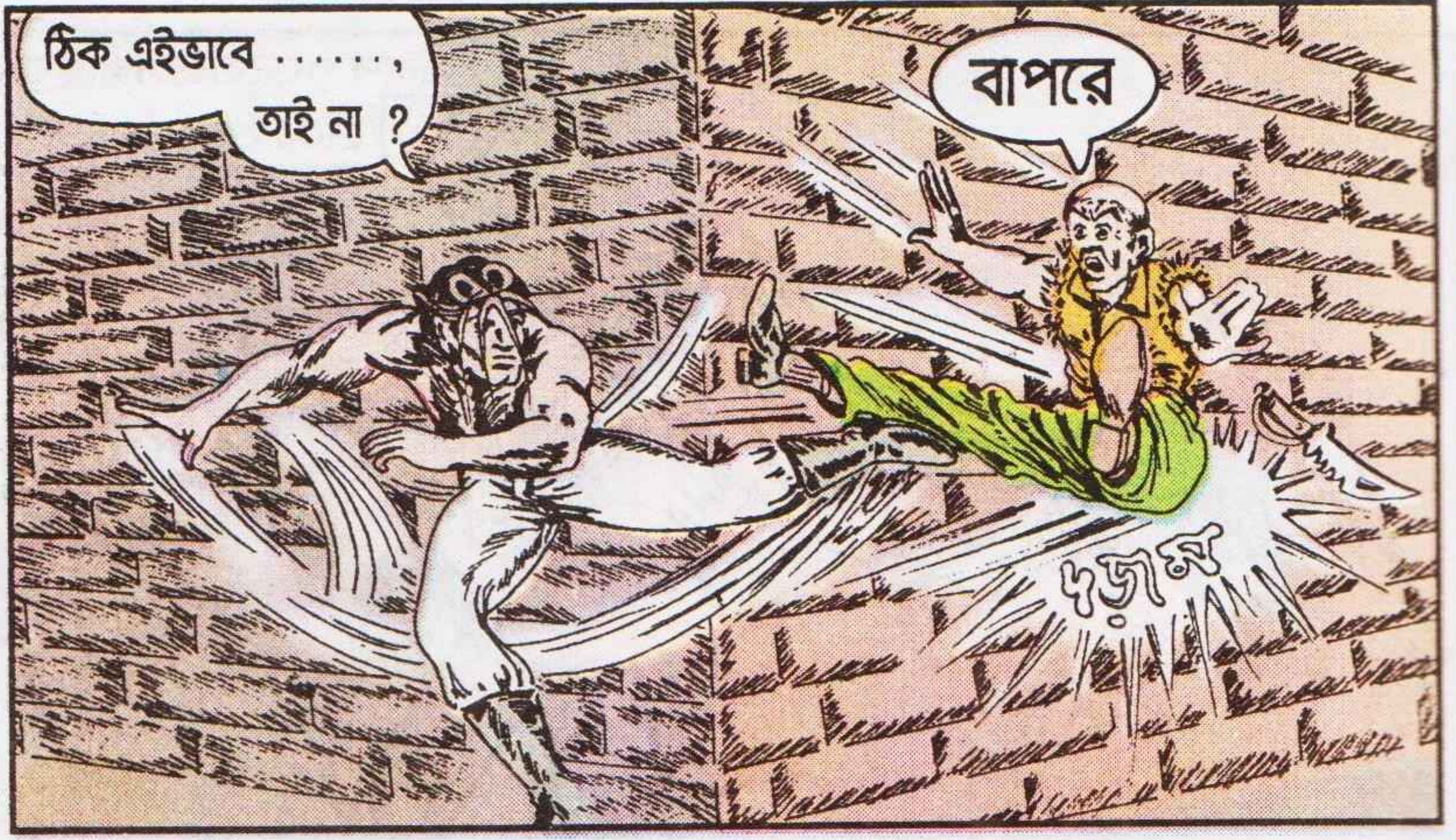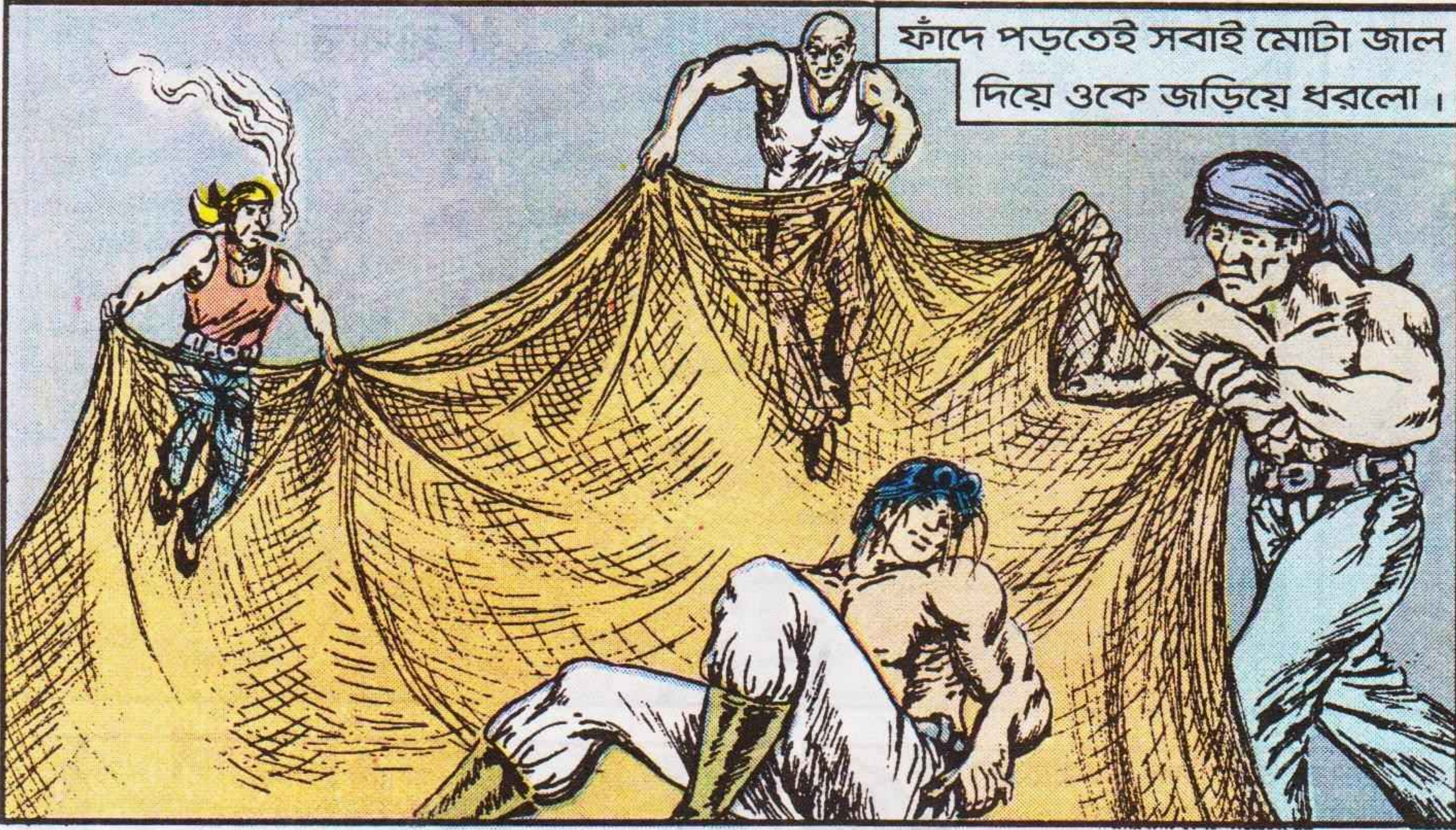
ফাঁদে পড়তেই সবাই মোটা জাল দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলো।

ওকে নিয়ে আয় আমার ঘরে।
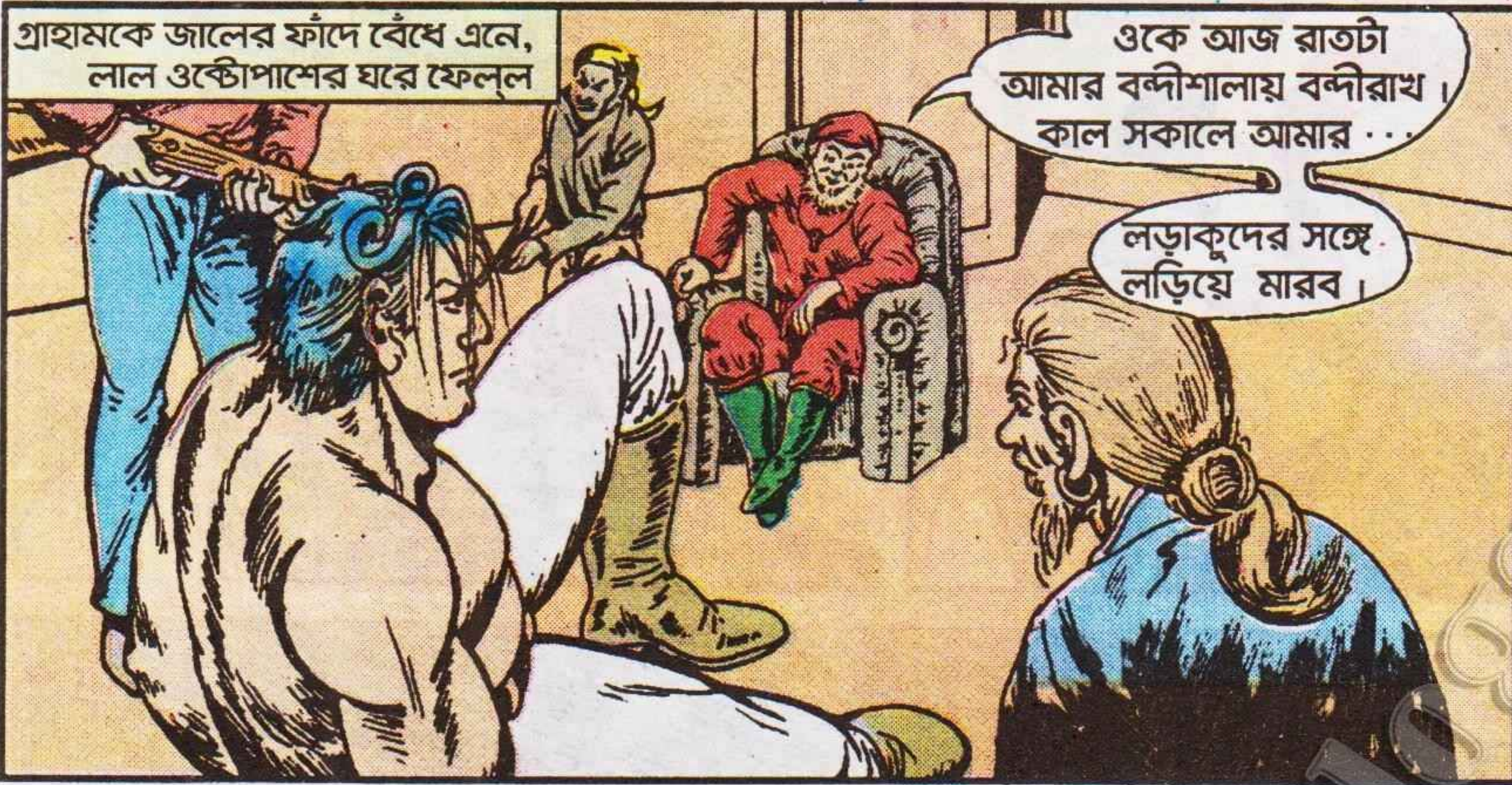
গ্রাহামকে জালের ফাঁদে বেঁধে এনে, লাল ওক্টোপাশের ঘরে ফেলল

ওকে আজ রাতটা আমার বন্দীশালায় বন্দীরাখ। কাল সকালে আমার . . .

লড়াকুদের সঙ্গে লড়িয়ে মারব।

পরের দিন সকালে

আমি ওর রক্ত ঝরা দেখতে চাই।
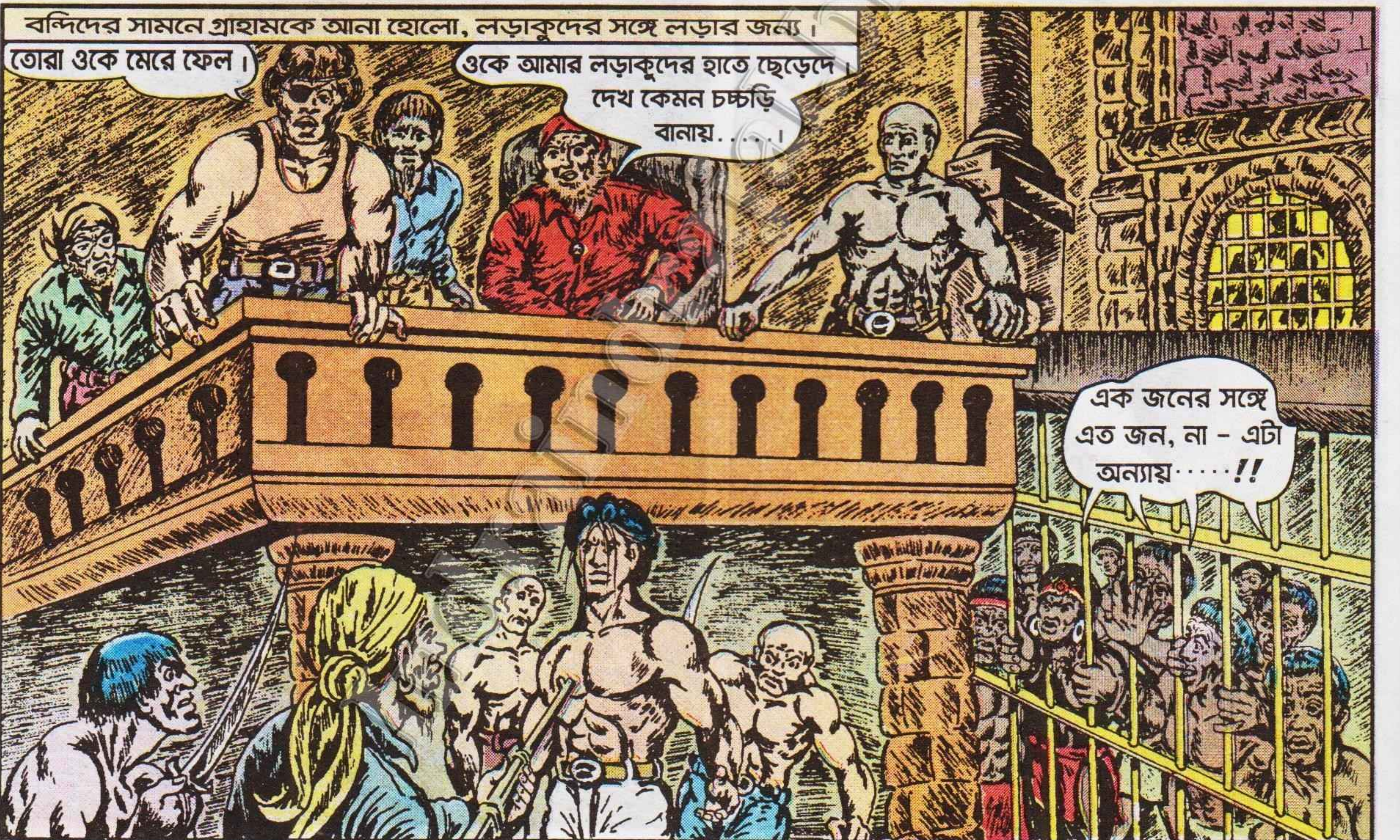
বন্দিদের সামনে গ্রাহামকে আনা হোলো, লড়াকুদের সঙ্গে লড়ার জন্য।

তোরা ওকে মেরে ফেল।

ওকে আমার লড়াকুদের হাতে ছেড়েদে। দেখ কেমন চচ্চড়ি বানায়. . . .।

এক জনের সঙ্গে এত জন, না - এটা অন্যায়. . . . .!!

এরা সব রক্ত লোলুপ ঘাতকের দল। আমাকেও এবার কঠিন ভাবে তৈরী হতে হবে।

ও আমার বড় জাহাজটা পুড়িয়েছে ওকে তোরা মেরে ফেল।

আমরা জলদস্যু। তোরা তার মান রাখ, আমি ওর মরন চাই।

গ্রাহাম একাই সকলের সাথে সমান তালে লড়ল
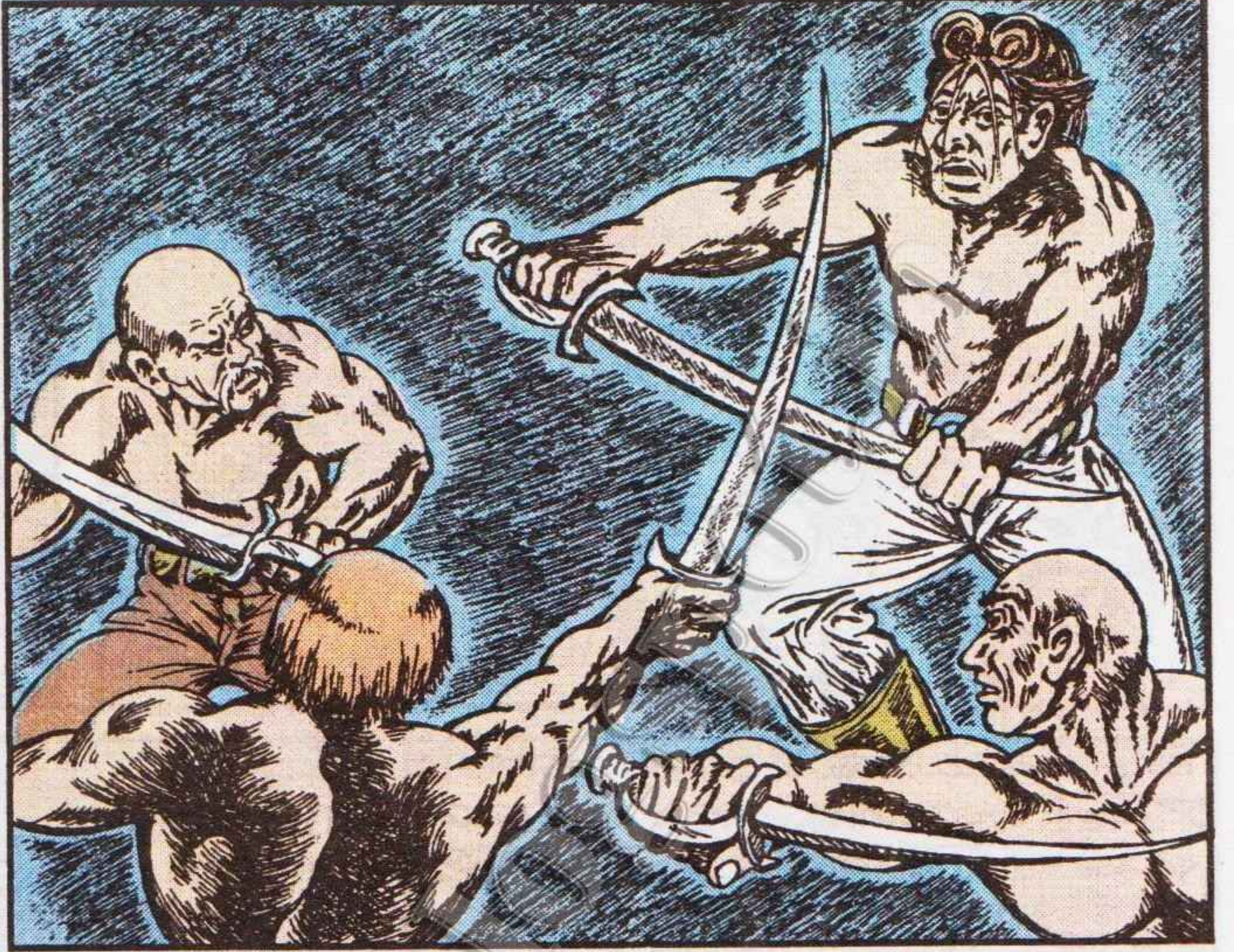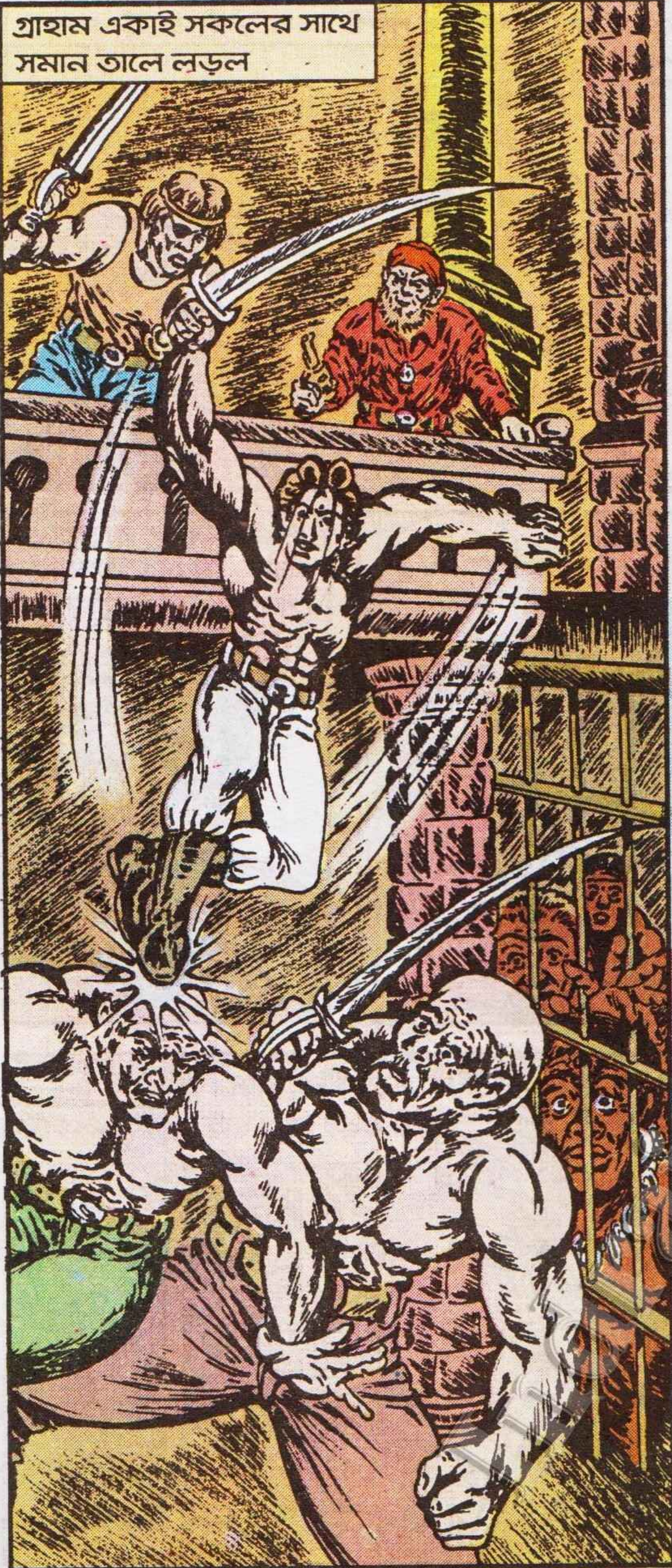
গ্রাহাম এক একটাকে তুলে তুলে আছাড় দিতে লাগলো।

তোরা জলদস্যুর সাথে রক্তললুপ্ নেকড়ে এটা জানতাম না। তোদের সব কটাকে খতম্ করবো।
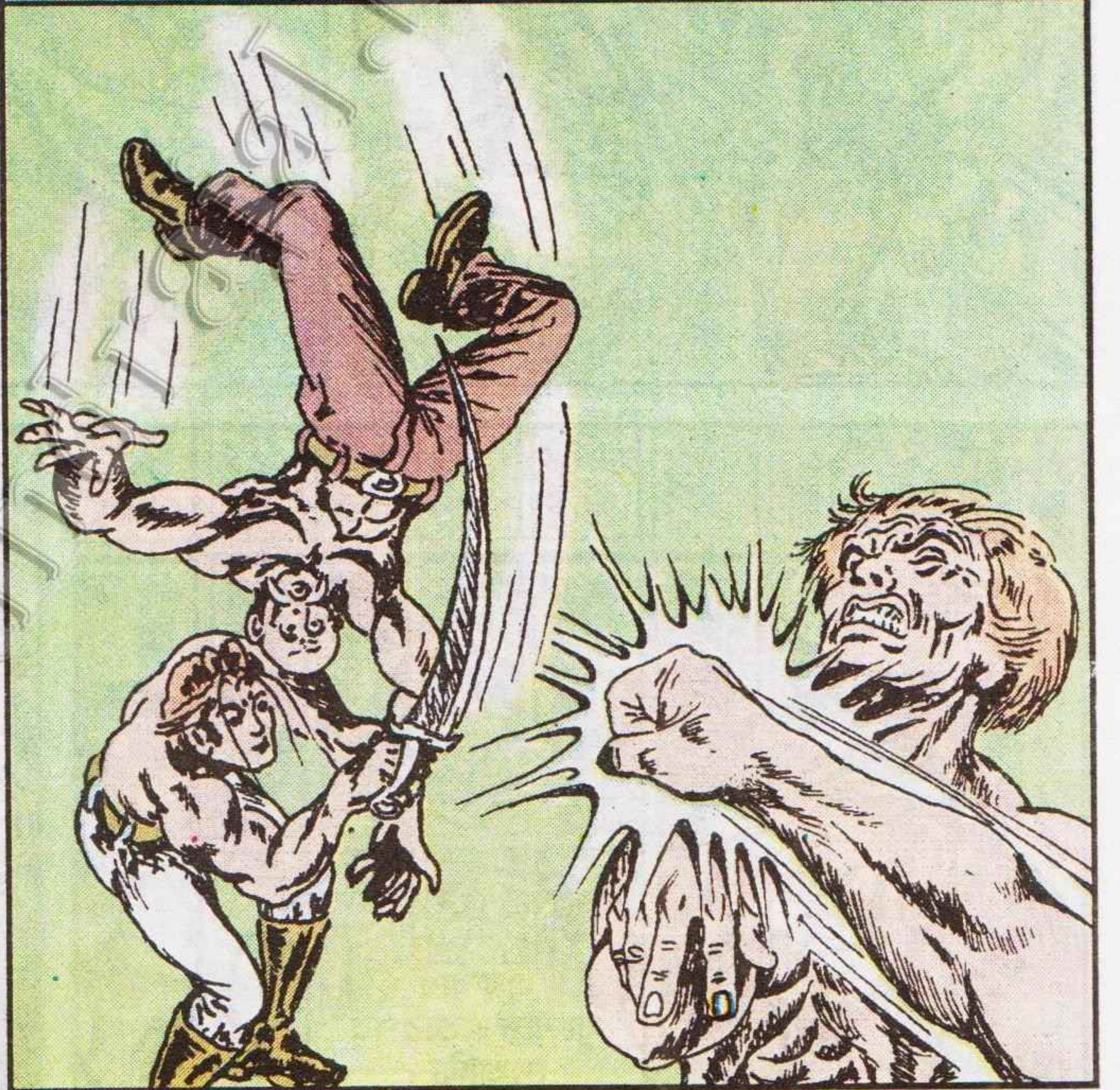
গ্রাহাম ক্ষিপ্ত হয়ে সকলকে কচুকাটা করে চলল।
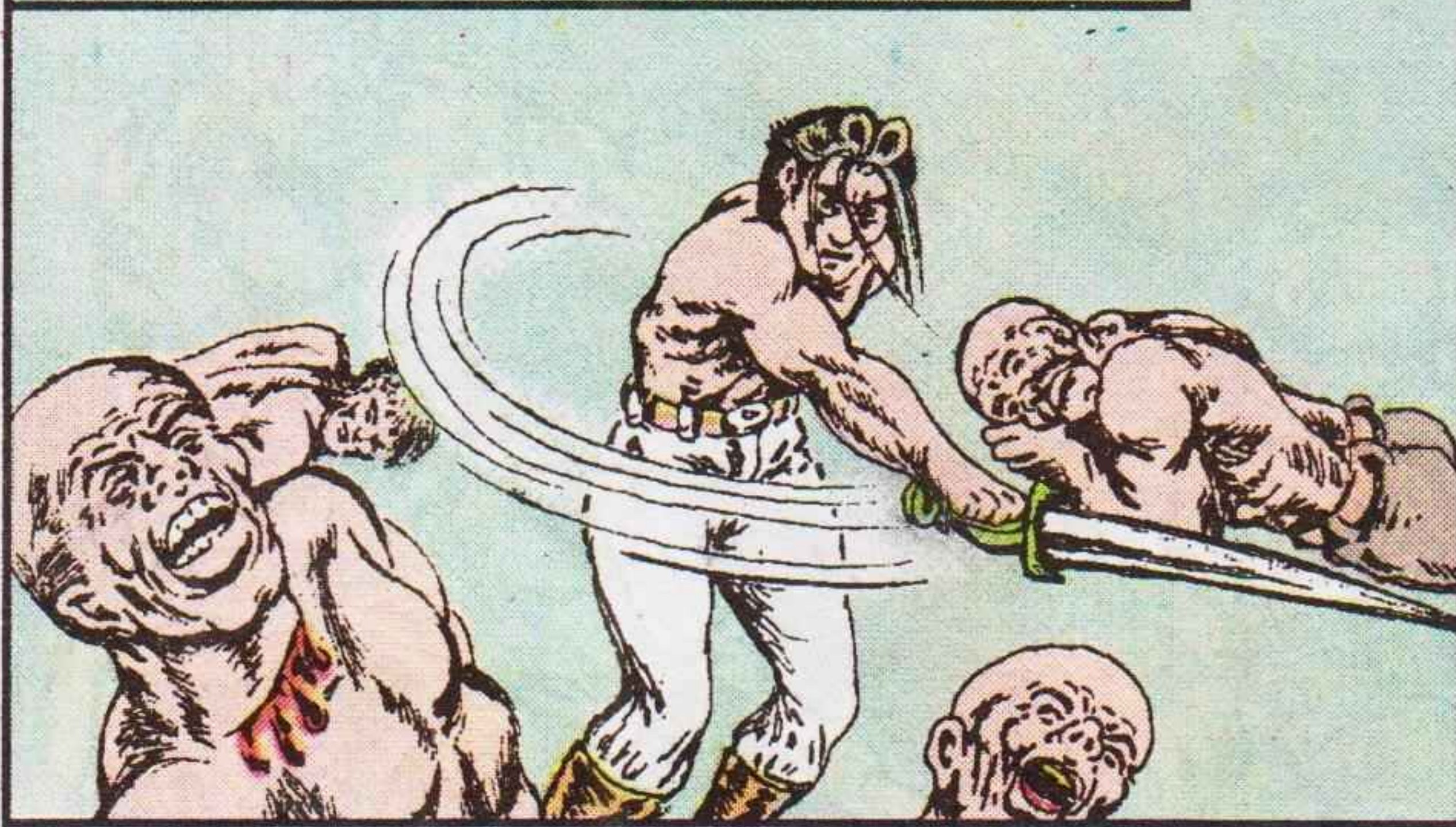
নিমেষে গ্রাহাম গতিপথ পাল্টে সোজা লাল অক্টোপাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল

?
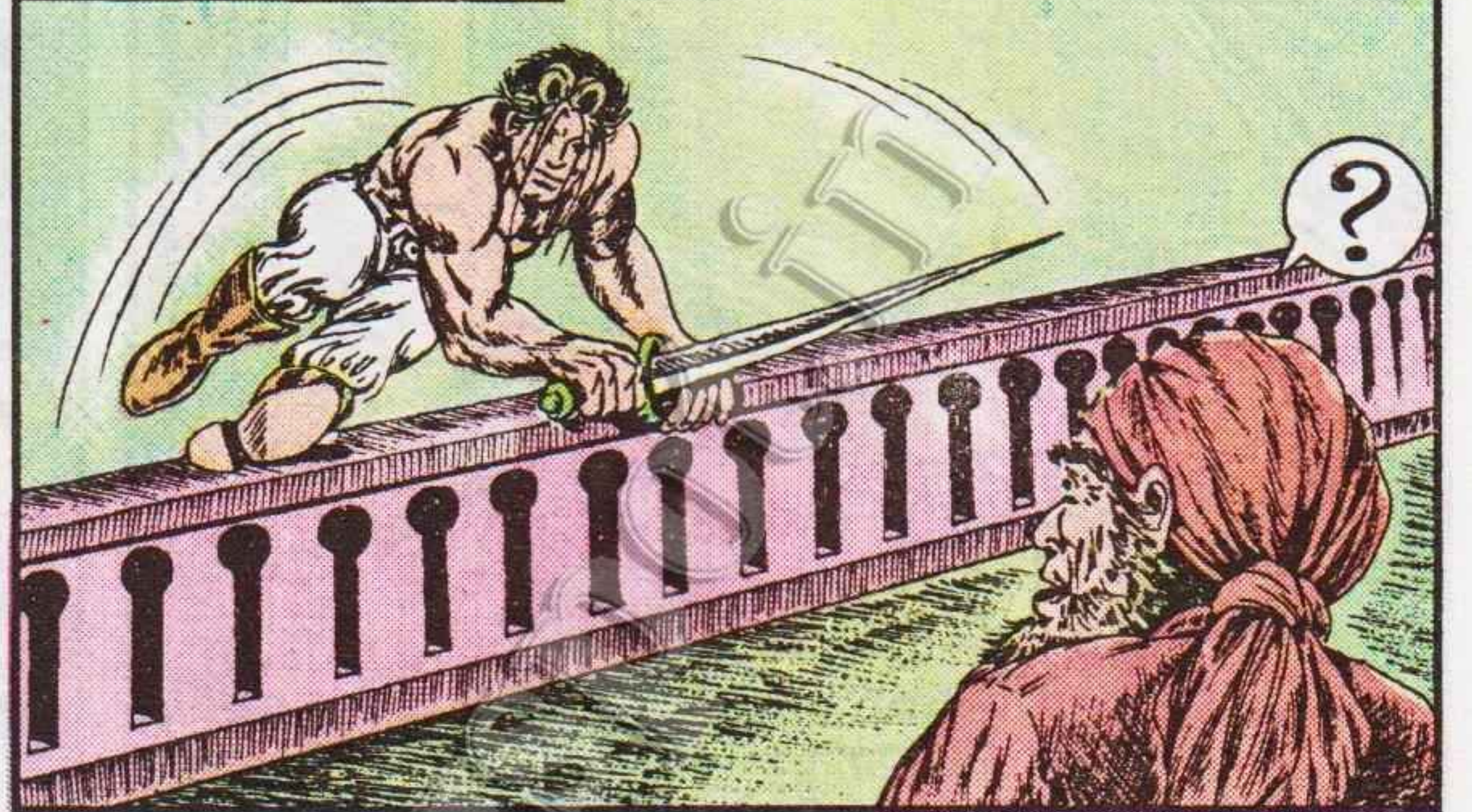
কিছু ভেবে ওঠার আগেই গ্রাহাম অক্টোপাসের গলায় ধারালো ছোরা চেপে ধরলো

ওদেরকে বল্ সমস্ত অস্ত্র ফেলেদিতে

ও যা বলছে শোন, আমার জীবন বিপন্ন।

এবার জেল-কয়েদিদের গরাদ খুল্‌তে বল।

ওহ্

দেখছিস্ কি ? তাড়াতাড়ি গরাদ খুলে দে। এখানে গলাটা ....

খুলছি সর্দার

একবার খুলেদে। তারপর দেখাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি খুলেদে। দেরী করার সময় নেই।

উহ্

তুই চাবিটা খুলে ভুল করলি। ওখানে প্রথম তোকেই পুরবো, বাকিরা পর পর।

বুনো সর্দার দ্বিতীয় ঘুঁসিতে গরাদের মধ্যে পুরেদিল।

সর্দার, বাকি গুলোকেও ঐভাবে নিরস্ত্র করে একে একে গরাদে পুরে সঙ্গীদের নিয়ে নৌকোয় পালাও। আমি এর ব্যাবস্থা করে একটু পরে যাচ্ছি।

আর দেরি করা ঠিক হবে না। তাড়াতাড়ি চল।

যাওয়ার সময় বন্দীশালাগুলো ভালকোরে লক্ষ্যকরে সঙ্গীদের মুক্ত করবে। সঙ্গী একজনও যেন না থেকে যায়, আমি বাকি ব্যাটাদের পুড়িয়ে মারবো।

বড্ড ভারী

একে একে সব ব্যাটাকে গরাদে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো

আমি লক্ষকরছি, আমাদের বিদেশী বন্ধু কখন জলে লাফায়।

চল্ চল্

সবাইকে নিয়ে তোরা আয়, আমি নৌকা ঘাটে যাচ্ছি।

ভাবতেই পারিনি আমরা কখনও মুক্ত হবো। এ সব-ই আমাদের বিদেশী বন্ধুর জন্য সম্ভব হল।

দুর্গের ভেতরে তখন

আর কিছু বাদে ঐ তেলের পিপেগুলোর সঙ্গে তুই-ও ফেটে চৌচির হয়ে যাবি। সেটাই হবে তোর উচিৎ শিক্ষা।

গ্রা - হা - ম - ম - ম

কেউ আমার নাম ধরে ডাকলো মনে হয়।

শব্দটা এই ঘর থেকেই আসছে। কিন্তু প্রচুর অন্ধকার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

আলোয় গ্রাহাম যা দেখল তাতে গ্রাহাম

বন্ধু তুই বেঁচে আছিস্ !!

বন্ধু শেষ পর্যন্ত আমায় উদ্ধার করতে পারলি। আমি তো ভেবেই নিয়ে ছিলাম যে,- আমার বাকি জীবনটা এই বন্দীশালায় শেষ হয়ে যাবে। ওহ বন্ধু..

আর এখন ভাবার সময় নেই। আমাদের লাফাতে হবে।

লাল অক্টোপাসের আস্তানা অক্টোপাসকে নিয়েই ফাটলো

ঐতো ওরা জলে লাফিয়েছে

গ্রাহাম, আমরা সিঁড়ি ফেলেদিচ্ছি তোমরা উঠে এসো।

গ্রাহাম, তুমি শুনতে পাচ্ছ ?

ওরা দুই বন্ধু হেলি--কপ্টারের সিঁড়ি বেয়ে উঠেগেল।

সর্দার, এখন আমি বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে দেশে যাচ্ছি। আমি আবার ফিরে আসবো, তুমি ঐ সুড়ঙ্গের বাক্স--গুলো লক্ষ রাখবে।

ঠিক আছে বন্ধু

এই নিন স্যার, বাবার লেখা কাগজ পত্র, ও সেই সঙ্গে জাহাজ ভর্তী সোনার হদিস্...

কি আশ্চর্য্য ?

পরে সোনাগুলো উদ্ধার করে লণ্ডন সরকার পিটার গ্রাহামকে স-সম্মানে মুক্তি দিল। ও দুই পরিবারে আবার আনন্দ ফিরে এলো।

এখন আপনারাই বলুন আমি এই বদমাইস্টাকে কি শাস্তি দেব ?

সমাপ্ত

Visit Again In Next Book.